دينيات

দীনিয়াত

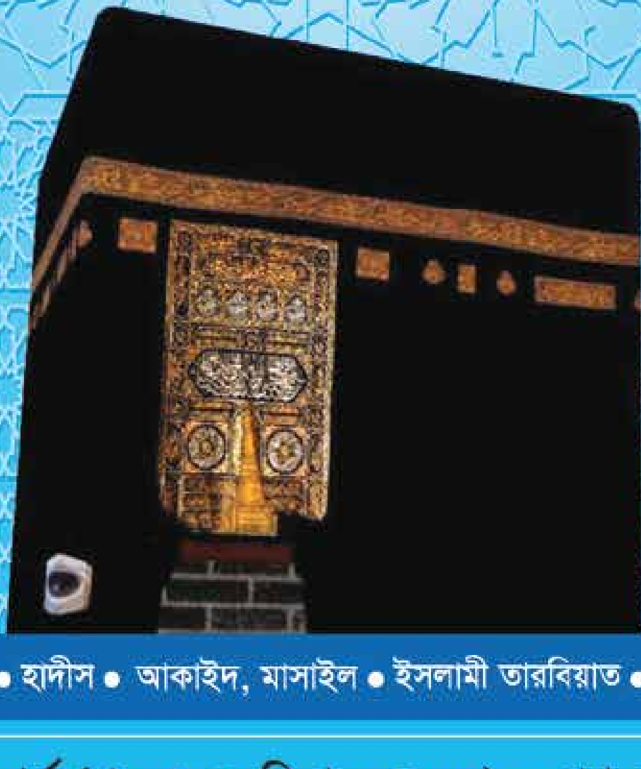

• কুরআন • হাদীস • আকাইদ, মাসাইল • ইসলামী তারবিয়াত • ভাষা

বয়স্ক কোর্স (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য) :: প্রথম বর্ষ

১ বর্ষ

বয়স্ক কোর্স

دينيات
DEENIYAT

بسم الله الرحمن الرحيم

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

دينيات

দীনিয়াত

বয়স্ক কোর্স

(পুরুষ ও মহিলাদের জন্য)

প্রথম বর্ষ

দীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আল নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

www. deeniyat bd. com

ফর্মা : ০১

deeniyat

دينيات

দীনিয়াত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১২

ISBN : 978-984-93621-6-6

মুদ্রণ : হরফ প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং।
ফোন: ০১৮৫৭৫৪৬৭৫৪

নির্ধারিত মূল্য

২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

deeniyat

শিক্ষার্থীর নাম : ____________________________________

বাসা বাড়ির / পূর্ণ ঠিকানা : ____________________________

____

যোগাযোগ নং : ____________________________________

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

deeniyat

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির স্বভাবজাত ধর্ম এবং মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং জীবন পরিচালনার পরিপূর্ণ নির্দেশক। চাই তা ব্যক্তিগত হোক বা পারিবারিক কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মগ্নতার সময়ে হোক অথবা ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ব্যস্ততার সময়ে, খুশী ও আনন্দের মূহুর্তে হোক কিংবা দুঃখ-বেদনার মুহুর্তে, সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের দিক নির্দেশনা। মোটকথা মানুষের জীবনের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে ইসলাম তার দিক নির্দেশনা করেনি। মানুষ তখনই পূর্ণ সফলতা লাভ করবে, যখন সে তার সমগ্র জীবন ইসলামের আদর্শ ও বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করবে। এ কারণেই হুযুর ﷺ উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির উপর প্রয়োজনানুযায়ী দ্বীনি ইলম অর্জন করাকে ফরয করেছেন এবং দ্বীনি ইলম অর্জন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

(ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয) [ইবনে মাজাহ : ২২৪]

এছাড়া হুযূর ﷺ ইলম অর্জনকারী ও ইলম শিক্ষা দানকারীদের শুধু যে প্রশংসাই করেছেন তা নয়; বরং তাদেরকে উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শেখায়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

সাথে সাথে জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর এই দায়িত্বও অর্পণ করেছেন যে, তারা নিরক্ষরদের দ্বীনের জ্ঞান দান করবে। হুযূর ﷺ আরো ইরশাদ করেন, تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ (ইলম নিজে শিখ ও লোকদেরকেও শেখাও)
[শু'আবুল ঈমান: ১৭৪২,আবূবকর رضي الله عنه]

deeniyat

সবচেয়ে উত্তম হল, প্রত্যেক ব্যক্তির ইসলামী শিক্ষা দিক্ষা শৈশব থেকেই হওয়া; কারণ এই বয়সে যা কিছু শিখানো হয়, তা শিশুদের কোমল হৃদয়ে স্থায়ীভাবে গেঁথে থাকে এবং এর উপকারীতাও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু যারা শিশু বয়সে কোনো কারণে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং এই বিশাল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা কোনভাবে গুরুত্বহীন নয়; বরং এদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ এ শ্রেণির উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে দু'ধরনের দায়িত্ব অর্পিত আছে। প্রথম হল, তারা ইসলামী আহকাম, মাসাইল, উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার চর্চার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে পরিমার্জিত করার চেষ্টা করবে এবং দ্বিতীয় হল, তাদের পরিবার-পরিজনকে দ্বীনি পরিবেশে রেখে তালীম-তারবীয়ত করবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُوْا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

হে ঈমানদার লোক সকল! নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সেই অগ্নি থেকে বাঁচাও, যাকে প্রজ্জলিত করা হবে মানুষ ও পাথর দ্বারা। [সূরা তাহরীম-৬]

উল্লেখিত এই দু'টি গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে তখনই পালন করা সম্ভব হবে, যখন সে নিজেই ইসলামী তা'লীম-তারবীয়াত সম্পর্কে অবগত থাকবে। কারণ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ব্যতিত যেমন কোন ব্যক্তি ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না; তেমনি আসল-নকলের ভেদাবেদও বুঝতে পারে না; এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। এ কারণেই বলা হয়, দ্বীনি

শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন। এ ছাড়া ইসলামের সরল ও সঠিক পথে অটল থাকা অসম্ভব; বিশেষ করে বর্তমান এই ফেতনার যুগে তো তা আরো বেশি দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এমন ব্যক্তিবর্গকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দানের প্রয়োজন পূরণের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবী। এই পদ্ধতিই সল্প সময়ে বেশি উপকার নিশ্চিত করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। পুরুষদের জন্য পৃথক এবং নারীদের জন্য পৃথক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হবে। পুরুষদেরকে পুরুষ শিক্ষক পড়াবেন এবং নারীদেরকে নারী শিক্ষীকা পড়াবেন। এ সকল মক্তবসমূহে ক্লাসের সময়গুলো সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ব্যস্ততার সময়ের দিকে খেয়াল রেখে নির্ধারিত হবে। যেন এর দ্বারা বেশি থেকে বেশি উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। আমাদের 'দীয়িয়াত' সংস্থার জন্য এটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, আলহামদুলিল্লাহ এ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠার শুভসূচনা আমরা করছি, 'দীয়িয়াত' নামে শিশুদের জন্য যেমন আকর্ষণীয় শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ণ করা হয়েছে; তেমনই বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্যও ভিন্ন-ভিন্ন দু'বছর ব্যাপী সিলেবাস তৈরী করা হয়েছে। যেখানে কুরআনে কারীম দেখে দেখে পড়ার যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি শরঈ আহকাম, মাসাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়সমূহ সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পুরুষ সংশ্লিষ্ট মাসাইল এবং নারী সংশ্লিষ্ট মাসাইল ও আহকাম সংযোজিত হয়েছে।

আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা যে, তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে উম্মতের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

দীনিয়াত কোর্স পরিচিতি

এটি দু'বছর ব্যাপী একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স। এতে দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো সন্নেবেশিত হয়েছে। পুরো কোর্সে পাঁচটি মৌলিক শিরোনামের অধীনে দশটি বিষয়বস্তু রয়েছে। বিস্তারিত পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল।

১ কুরআন ২ হাদীস ৩ আকাইদ মাসাইল ৪ ইসলামী তারবিয়াত ৫ আরবি ভাষা

কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়	ঃ নূরানী কায়দা, নাযেরায়ে কুরআন/ হিফযে সূরা।
হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়	ঃ দু'আ সুন্নাত / হিফযে হাদীস।
আকাইদ, মাসাইল সংক্রান্ত বিষয়ে	ঃ আকাইদ / মাসাইল।
ইসলামী তারবিয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়	ঃ সীরাত / সহজ দ্বীন।
ভাষা সংশ্লিষ্ট বিষয়	ঃ আরবি ভাষা।

সারা বছর দৈনিক পড়ানো হবে এমন বিষয়সমূহ ঃ নূরানী ক্বায়েদা/ নাযেরায়ে কুরআন হিফযে সূরা, আকাইদ /মাসাইল।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে সাথে_______________

প্রথম পাঁচ মাসে পড়ানো হবে এমন বিষয়সমূহ ঃ দু'আ ও সুন্নাত সীরাত, আরবি ভাষা।

দ্বিতীয় পাঁচ মাসে পড়ানো হবে এমন বিষয়সমূহ ঃ হিফযে হাদীস, সহজ দ্বীন, আরবি ভাষা।

deeniyat

এই কোর্সের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রথম বছরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোকে এতে সন্নেবেশিত করা হয়েছে যেন শুরুতেই ঐসব বিষয়গুলো জেনে নেয়; দ্বীনের উপর আমল করার জন্য যেগুলো জানা অপরিহার্য। যেমন- শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ নামাযের মশ্‌ক দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে কয়েকটি সূরাও মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেগুলো দিয়ে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

- কুরআনকে তাজবীদসহ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য নূরানী কায়দাকে কোর্সের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- হাদীসের শিরোনামের অধীনে পূর্ণ রেওয়ায়াতসহ গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন দু‘আসহ এবং সুন্নত আমলসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চ শাখা; যেমন- ঈমান, ইবাদত, মু‘আমালাত, (লেনদেন) মু‘আশারাত (সামাজিকজীবন) ও আখলাকিয়্যাত (চারিত্রিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট প্রায় চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করানো হবে।

- আক্বাইদের মধ্যে ইসলামী কালেমা, তাওহীদ, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থসমূহ, আখেরাত দিবস, ভাল-মন্দ তাক্বদীর, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। সাহাবায়ে কিরাম; মু’জিযা কারামত, কুফর ও শিরিক, কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের দিবসসমূহ, কেয়ামতের আলামত, বড় বড় আলামতসমূহ, আলমে বারযাখ, হাশর, শাফাআত, জান্নাত ও জাহান্নাম-এর মত মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা সন্নেবেশিত হয়েছে।

- মাসাইলের অধীনে উযু, গোসল, নামাযের ফরযসমূহ, ওয়াজিবসমূহ, আযান, ইকামত, পূর্ণ নামায, ইস্তিঞ্জা, নামায-রোযা, হজ্ব, যাকাত, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসাইলগুলো আলোচিত হয়েছে।
- ইসলামী তারবিয়াত, শিরোনামের অধীনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী ও মাদানী জীবন এবং চারিত্রিক জিন্দেগী সন্নেবেশিত হয়েছে এবং দ্বীনের পঞ্চ শাখা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিরোনামের আলোকে পাঠ্যবস্তু দেয়া হয়েছে।
- আরবি ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আরবি ভাষা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কোর্স সংযুক্ত করা হয়েছে।

দ্বীনিয়াত কোর্স পাঠদান পদ্ধতি

- এই কোর্সটি একটি বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং সেই পদ্ধতি ব্যতিত সিলেবাস দ্বারা কাঙক্ষিত ফায়দা অর্জিত হবে না। কোর্সটি পড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।
- এই সিলেবাসটি পড়ানোর জন্য প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় নির্ধারিত করা হয়েছে।
- এই সিলেবাসটি সম্মিলিতভাবে পড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তার ধরণ হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অল্প অল্প করে এভাবে পড়াবে, যেমন- শিক্ষক পড়াবেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর ছাত্ররা পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর শিক্ষক পড়াবেন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এরপর ছাত্ররাও পড়বে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এভাবে যতটুকু সবক হবে পড়তে থাকবে। কয়েক বারের পুনরাবৃত্তির দ্বারা ইনশাআল্লাহ এসব বিষয় শিক্ষার্থীদের মুখস্থ হয়ে যাবে।

- কুরআনে কারীমকে বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা ও 'লাহনে জ্বালী' (তথা বড় ধরণের ভুল) হতে বাঁচার জন্য আরবী অক্ষরগুলোর 'মাখারিজ' তথা উচ্চারণস্থল জানা খুব জরুরি। অতএব মাখারিজের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে; অন্তত পাঁচ মাসের মধ্যেই যেন হরফসমূহের মাখারিজগুলো সহীহ হয়ে যায়। সবক প্রতিদিন পড়াতে থাকবেন এবং সাথে সাথে হরফের উচ্চারণও বিশুদ্ধ করাতে থাকবেন।

- প্রত্যেক মাসে ২০ দিন সামনের সবক পাঠদানের জন্য, মাসের শেষে ৪/৫ দিন থাকবে গোটা মাসের সবক পুনরাবৃত্তির জন্য এবং বাকী ৪/৫ দিন থাকবে ছুটির জন্য। সাথে সাথে পূর্বের মাসগুলোর সবকসমূহের পুনরাবৃত্তিও এই দিনগুলোতেই করিয়ে নিতে হবে।

- প্রত্যেক সবকের জন্য মাস নির্ধারিত আছে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে সবকগুলো পুরা করার চেষ্টা করবেন। সেই সবকের উপর মাস শেষ হবে, সেখানে তারিখ লিখবেন এবং স্বাক্ষরের ঘরে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করবেন।

- এক মাসের কোর্সের কোনো বিষয়ে যদি দ্রুত শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার অবশিষ্ট সময়টুকু অন্য বিষয়ের জন্য ব্যবহার করবেন; যেন সকল বিষয়ে প্রত্যেক মাসের সিলেবাস এক সাথে থাকে।

- দ্বিতীয় পাঁচ মাস সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পড়ানোর সময় পুনরাবৃত্তির দিনগুলোতে তার পূর্ববর্তী পাঁচ মাস সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও পুনরাবৃত্তি করিয়ে নিবেন।

- পাঠ্যবইতে প্রত্যেক বিষয়বস্তুর পূর্বে যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা আভিধানিক কিংবা পারিভাষিক পরিচয় নয়; বরং ভাবার্থ মূলক পরিচয়; যেন শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তুর পরিচয় ভালভাবে হয়ে যায়।

deeniyat

- কিতাবের শেষে নামাযের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি নকশা দেয়া হয়েছে সেখানে নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী খালি ঘরে চিহ্ন লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাসিক উপস্থিতি, অনুপস্থিতি এবং ফি-এর জন্যও নকশা দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক মাসের শেষে পাঠদানের দিন, উপস্থিতির দিন, অনুপস্থিতির দিনও ফি-এর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিবেন এবং মাস শেষে নিজেও স্বাক্ষর করবেন।

বিঃ দ্রঃ- অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, বয়স্ক শিক্ষার্থীরা শুধু 'নাযেরায়ে কুরআন' এ বেশি সময় দিতে চান। অতএব তাদের প্রতি এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, কুরআনের অধীনে যে দু'টি শিরোনাম রয়েছে (যেমন-নূরানী কায়দা এবং হিফযে সুরাহ) সেগুলোর পাশাপাশি 'নাযেরায়ে কুরআন'-ও পড়িয়ে দিবেন; তবে খেয়াল রাখতে হবে; যেন 'লাহনে জ্বালী' না হয়।

বয়স্কদেরকে মাখারিজ উচ্চারণের ক্ষেত্রে শিশুদের ন্যায় বেশী জোর খাটানোর চেষ্টা করা যাবে না, কারণ অনেক হরফ তাদের জন্য উচ্চারণ করা কষ্টকর বিষয়, সেক্ষেত্রে শুধু এতটুকু বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, যেন হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভুল না থেকে যায়।

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে যে বিষয়সমূহ পড়ানো হবে

১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] পৃ:২৪ [নাযেরায়ে কুরআন] পৃ:৭৬ [হিফযে সূরা] পৃ:৭৭	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দু'আ] [সুন্নাত] পৃ:৮৫	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] পৃ:১০৬ [নামায] পৃ:১৩৫	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[সীরাত] পৃ:২১৮	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবি] পৃ:২৯১	৫ মিনিট

২য় পাঁচ মাসে যে বিষয়সমূহ পড়ানো হবে

১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] পৃ:২৪ [নাযেরায়ে কুরআন] পৃ:৭৬ [হিফযে সূরা] পৃ:৭৭	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস] পৃ:৯৯	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] পৃ:১০৬ [মাসাইল] পৃ:১২৭	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[সহজ দ্বীন] পৃ:২৪৪	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবি] পৃ:২৯১	৫ মিনিট

বিঃ দ্রঃ- উপরে উল্লেখিত বিষয় সমূহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কম-বেশী করা যেতে পারে।

deeniyat

প্রথম বৎসরের কোর্সের পাঠ্যসূচী

কুরআন	নূরানী কায়দা	পূর্ণ নূরানী কায়দা পাঠদান, নাযেরায়ে কুরআন ২৯ ও ৩০তম পারা পর্যন্ত।
	হিফ্যে সূরাহ্	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, সুরা ফীল, সুরা কুরাইশ, সুরা মাউন, সূরা কাউসার সুরা কাফেরুন, সুরা নাছর, সুরা লাহাব, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, এবং সুরা নাস।
হাদীস	দু'আ, সুন্নাত	খানার পূর্বের দু'আ, শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে কি দু'আ পড়বে, খানার পরের দু'আ এবং সুন্নতসমূহ, দাওয়াত খাওয়ার পরের দু'আ, পানি পান করার পরের দু'আ ও সুন্নতসমূহ, দুধ পান করার পরের দু'আ, ঘুমানোর পূর্বের এবং জাগ্রত হওয়ার পরের দু'আ ও সুন্নতসমূহ, টয়লেটে যাওয়ার পূর্বের এবং বের হওয়ার সময়ের দু'আ ও সুন্নতসমূহ, উযুর পূর্বে, মধ্যখানে ও পরের দু'আসমূহ, মসজিদে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার দু'আ ও সুন্নতসমূহ, কাপড় পরিধান করার দু'আ, আযানের পরের দু'আ, শয়তান থেকে হেফাযতের দু'আ এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও মুহূর্তে পাঠ করার মাসনুন কালেমাসমূহ।
	হিফ্যে হাদীস	(১) ঈমান (২) ইবাদত (৩) লেনদেন (৪) সামাজিকতা (৫) আচার-আচরণ তথা স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক প্রায় ২০ টি হাদীস।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	পাঁচ কালেমা, ঈমানে মুজমাল ও মুফাসসাল, তাওহীদ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী-রাসূল আখেরাত, তাক্বদীর ও মৃত্যুর পর পূনরুজ্জীবিত হওয়া প্রসঙ্গ পাঠসমূহ।
	মাসাইল	উযুর ফরযসমূহ ও মাসনুন পদ্ধতি, উযু ভঙ্গের কারনসমূহ, গোসলের ফরযসমূহ ও গোসলের সুন্নত তরীকা, গোসল ফরযকারী কারণসমূহ, নামাযের কালেমাসমূহ, নামাযের সুন্নত পদ্ধতি, নামাযের শর্তসমূহ, নামাযের রুকনসমূহ, নামাযের ওয়াজিবসমূহ, সেজদায়ে সাহুর বিবরণ, নামায ভঙ্গকারী কাজসমূহ, নামাযের সময়সমূহ, আযান-ইকামত, জামাতে নামায, বিতিরের নামায, জুমা'আর নামায দুই ঈদের নামায, অসুস্থের নামায, মুসাফিরের নামায, দাফন-কাফনের মাসায়েল জানাযার নামায, রোযার মাসায়েল, রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ, ঐসব কারণ যেগুলোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না, কাফফারা কখন ওয়াজিব হয়? এছাড়া মহিলাদের বিশেষ কিছু মাসাইল আনা হয়েছে।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	আমাদের নবী করীম ﷺ এর মক্কী জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত পাঠ।
	সহজ দ্বীন	(১) ঈমান (২) ইবাদত (৩) লেনদেন (৪) সামাজিকতা (৫) আচার-আচরণ তথা স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক প্রায় ২৫টি গঠনামূলক পাঠ।
ভাষা	আরবি	একক-দশক সংখ্যাসমূহ, মাস ও সাপ্তাহের দিনসমূহ। শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গসমূহের নাম এছাড়া পানাহারের বস্তুসমূহ বিভিন্ন ফলের নাম এবং বিভিন্ন আরবি শব্দ।

দ্বিতীয় বৎসরের কোর্সের পাঠ্যসূচী

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	সূরা বাক্বারা প্রথম ১৫ পারা পর্যন্ত ।
	হিফ্যে সূরাহ্	সূরা যিলযাল, সূরা আদিয়াত, সূরা ক্বারি'আহ্, সূরা তাকাছুর, সূরা আছর, সূরা হুমাযাহ্, এবং আয়াতুল কুরসী ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নাত	তেলাওয়াতের আদবসমূহ, বাজারে যাওয়ার দু'আ, কাউকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে এ দু'আ দিবে, ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ, ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ, ঘরে প্রবেশ করার দু'আ, ঘরে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ, আয়না দেখার দু'আ, যানবাহনে আরোহনের দু'আ, সফরের সুন্নতসমূহ, কাউকে বিদায় দেয়ার দু'আ, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষতি থেকে হেফাযতের দু'আ, যমযমের পানি পান করার দু'আ, দু'আ চাওয়ার আদব, বিশেষ বিশেষ স্থান ও মুহূর্তে পাঠ করার মাসনূন কালেমাসমূহ, ইস্তেখারার দু'আ ।
	হিফযে হাদীস	(১) ঈমান (২) ইবাদত (৩) লেনদেন (৪) সামাজিকতা (৫) আচার-আচরণ তথা স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক প্রায় ২০ টি হাদীস ।
আকাইদ , মাসাইল	আকাইদ	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আখেরী নবী, সাহাবা, মুজিযা, কারামত, কুফর ও শিরক, কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান, কেয়ামতের আলামত, বড় আলামত, বারযাখ, হাশর শাফা'আত, জান্নাত, জাহান্নাম ।
	মাসাইল	অপবিত্রতার মাসাইল, তায়াম্মুমের মাসাইল, মুক্তাদীর মাসাইল, ক্বাযা নামায, তারাবীহ-এর নামায, যাকাতের মাসাইল, সদকায়ে ফিতরের মাসাইল, কুরবানীর মাসাইল, কুরবানীর জন্তু, আক্বীকার মাসাইল, খতনার বিধান, হজ্জের মাসাইল, হজ্জের ফরযসমূহ, হজ্জের ওয়াজিব সমূহ, হজ্জের পদ্ধতি, বিবাহের মাসাইল, মহরের মাসাইল, ওলী তথা অভিভাবকের মাসাইল, তালাকের মাসাইল, ইদ্দতের মাসাইল ।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	আমাদের নবীজী ﷺ এর মাদানী জীবনীর উপর সংক্ষিপ্ত পাঠসমূহ এবং তাঁর জীবনীর চারিত্রিক বিষয়সমূহ ।
	সহজ দ্বীন	(১) ঈমান (২) ইবাদত (৩) লেনদেন (৪) সামাজিকতা (৫) আচার-আচরণ তথা স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক প্রায় ২৫টি গঠনামূলক পাঠ ।
ভাষা	আরবি	আরবি ভাষা কথোপকথন ছাড়াও বিভিন্ন আরবি শব্দ ও বাক্য গঠন ।

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নূরানী ক্বায়েদা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৩
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	২৪
মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা	২৫
নুক্বতার পরিচয়	২৭
আরবি বর্ণমালার পরিচয়	২৮
যুক্তাক্ষরের আকৃতি	২৯
হারাকাতের বর্ণনা	৩৩
সুকূন (জযমের) বর্ণনা	৩৮
হামযাহ্ সাকিনের বর্ণনা	৪১
মদের হরফের বর্ণনা	৪১
খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ	৪৫
লীনের হরফের বর্ণনা	৪৯
তান্‌বীনের বর্ণনা	৫২
নূন সাকিনের বর্ণনা	৫৪
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার	৫৫

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা	৫৬
ক্বলক্বলাহ্‌র বর্ণনা	৫৭
তাশদীদের বর্ণনা	৫৮
গুন্নার বর্ণনা	৫৯
পুর ও বারীক অক্ষরসমূহের বর্ণনা ও হুরুফে মুস্তালিয়া	৬০
আলিফের নিয়ম	৬০
র এর ক্বায়েদাহ্ (পুর এর বর্ণনা)	৬১
কিছু হরফ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না	৬৩
‘আল্লাহ’ শব্দের নিয়ম	৬৬
মদ এর বর্ণনা	৬৭
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব	৬৮
নূনে ক্বুতনীর বর্ণনা	৬৮
নূন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম	৬৯
মীম সাকিনের নিয়ম	৭২
অক্বফ করার নিয়ম	৭৩
হুরুফে মুকাত্ত্বায়াত	৭৫

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন সমূহ	৭৬
হিফযে সূরাহ — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭৭
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৭৭
তা'আওউয	৭৯
তাসমিয়া	৭৯
সূরায়ে ফাতেহা	৭৯
সূরা ফিল	৮০
সূরা কুরাইশ	৮০
সূরা মাঊন	৮১
সূরা কাউছার	৮১
সূরা কাফিরুন	৮২
সূরা নছর	৮২
সূরা লাহাব	৮৩
সূরা ইখলাছ	৮৩
সূরা ফালাক্ব	৮৪
সূরা নাছ	৮৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২-হাদীস	
দুআ, সুন্নত — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৫
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৮৫
খানার শুরুর দু'আ	৮৬
শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে	৮৬
খানার শেষের দু'আ	৮৬
খানার সুন্নাতসমূহ	৮৭
দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ	৮৮
পানি পান করার পর দু'আ	৮৮
পানি পান করার সুন্নতসমূহ	৮৮
দুধ পান করার দু'আ	৮৯
ঘুমানোর পূর্বের দু'আ	৮৯
ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ	৮৯
ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর দু'আ	৯০
ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ	৯১
(বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে দু'আ	৯১

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর দু'আ	৯১
বাইতুল খালার সুন্নতসমূহ	৯২
উযূর পূর্বের দু'আ	৯৩
উযূর মাঝের দু'আ	৯৩
উযূর পরের দু'আ	৯৩
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৯৪
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ	৯৪
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	৯৫
মসজিদ থেকে বের হবার সুন্নাতসমূহ	৯৫
কাপড় পরিধান করার দু'আ	৯৬
আযানের পর দু'আ	৯৬
শয়তান থেকে হেফাজতে থাকার দু'আ	৯৭
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ	৯৭
হিফযে হাদীস — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৯৯
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	৯৯
হাদীস নং ১ ঈমান সম্পর্কিত	১০১

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং ২ ইবাদাত সম্পর্কিত	১০১
হাদীস নং ৩ লেনদেন সম্পর্কিত	১০১
হাদীস নং ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত	১০১
হাদীস নং ৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত	১০২
হাদীস নং ৬ ঈমান সম্পর্কিত	১০২
হাদীস নং ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত	১০২
হাদীস নং ৮ লেনদেন সম্পর্কিত	১০২
হাদীস নং ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত	১০৩
হাদীস নং ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত	১০৩
হাদীস নং ১১ ঈমান সম্পর্কিত	১০৩
হাদীস নং ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত	১০৩
হাদীস নং ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত	১০৪
হাদীস নং ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত	১০৪
হাদীস নং ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত	১০৪
হাদীস নং ১৬ ইমান সম্পর্কিত	১০৪
হাদীস নং ১৭ ইবাদাত সম্পর্কিত	১০৫

ফর্মা : ০২

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং ১৮ লেনদেন সম্পর্কিত	১০৫
হাদীস নং ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত	১০৫
হাদীস নং ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত	১০৫
৩- আকাইদ, মাসাইল	
আক্বাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০৬
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১০৬
কালিমায়ে তৈয়্যেবা	১০৮
কালিমায়ে শাহাদাৎ	১০৮
কালিমায়ে তামজীদ	১০৮
কালিমায়ে তাওহীদ	১০৯
কালিমায়ে ইস্তিগফার	১০৯
ইমানে মুজমাল	১১০
ইমানে মুফাসসাল	১১০
তাওহীদ	১১১
ফেরেশতাগণ	১১২
আসমানী কিতাবসমূহ	১১৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নবী ও রাসূল	১১৭
আখেরাত	১২০
তাক্বদীর	১২১
মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া	২২৩
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২৬
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	১২৭
উযূর ফরযসমূহ	১২৯
উযূর মাসনূন পদ্ধতি	১২৯
উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	১৩১
গোসলের ফরযসমূহ	১৩২
গোসলের মাসনূন পদ্ধতি	১৩২
গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ	১৩৩
নামাযের নিয়ম পদ্ধতি	১৩৫
নামাযের কালিমাসমূহ	১৩৭
ছানা	১৩৮
তাশাহ্হুদ্ (আত্তাহিয়্যাতু)	১৩৯

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দুরূদশরীফ	১৪০
দুআয়ে মাসূরাহ্	১৪০
নামাযের পরের দুআ	১৪১
নামাযের মাসনূন তরীকা	১৪২
পাঁচ ওয়াক্ত নামায	১৪৯
নামাযের শর্তসমূহ	১৫০
নামাযের আরকান	১৫১
নামাযের ওয়াজিবসমূহ	১৫১
সিজদায়ে সাহু’র মাসাইল	১৫৩
সিজদায়ে সাহু কখন ওয়াজিব হয়?	১৫৩
‘সিজদায়ে সাহু’র পদ্ধতি	১৫৫
নামায ভঙ্গকারী আমলসমূহ	১৫৬
নামাযের ওয়াক্তসমূহ	১৫৭
নামাযের মাকরূহ সময়সমূহ	১৫৮
আযান	১৫৯
ইক্বামত	১৬১

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
জামাতের সাথে নামায	১৬২
জামাতের সাথে নামাযের পদ্ধতি	১৬২
বিতিরের নামায	১৬৫
দু‘আয়ে কুনূত	১৬৫
জুমআর নামায	১৬৭
দুই ঈদের নামায	১৬৮
দুই ঈদের নামাযের সময়	১৬৮
দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি	১৬৮
দুই ঈদের নামাযের ধারাবাহিক পদ্ধতি	১৬৯
মুসাফিরের নামায	১৭০
অসুস্থ ব্যক্তির নামায	১৭২
কাফন-দাফনের মাসাইল	১৭৪
মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সুন্নত পদ্ধতি	১৭৬
মাইয়্যেতকে কাফন দেয়ার মাসাইল	১৭৯
কাফন পরানোর সুন্নত পদ্ধতি	১৮০
জানাযা নিয়ে যাওয়ার সুন্নত পদ্ধতি	১৮১

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
জানাযার নামায	১৮৩
জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি	১৮৪
জানাযার নামাযের মাসাইল	১৮৫
জানাযার নামাযের সুন্নত দু'আসমূহ	১৮৬
দাফনের মাসাইল	১৮৭
রোযার মাসাইল	১৮৯
রোযার ফযীলত	১৮৯
রোযার নিয়ত	১৯০
রোযার নিয়তের সময়	১৯০
রোযার মুস্তাহাব আমলসমূহ	১৯১
যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়	১৯২
যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না	১৯৩
কাফফারা কখন ওয়াজিব হয়?	১৯৪
৩- মহিলাদের বিশেষ মাসাইল	
হায়েজ নেফাস ও ইস্তেহাজার বর্ণনা	১৯৬
হায়েজ এর বিধানসমূহ	১৯৬

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইস্তেহাজাহ অবস্থায় নামাজ আদায়ের পদ্ধতি	১৯৯
ঋতুকালীন সময়ের বিধানসমূহ	২০০
নেফাস এর মাসআলাসমূহ	২০২
পর্দার বিধানসমূহ	২০৪
আপন স্বামীর সাথে মহিলাদের পর্দা আছে কি?	২০৬
মহিলাদের মাহরাম আত্মীয়-স্বজন	২০৭
মহিলাদের আওয়াজের পর্দা	২০৯
ঘরের মধ্যে কারো মৃত্যু আসা প্রসঙ্গে	২১১
মৃত ব্যাক্তিকে গোসল করানো	২১৪
মৃত ব্যাক্তিকে কাফন পরানো প্রসঙ্গে	২১৬
৪- ইসলামী তারবিয়াত	
ইসলামী তারবিয়াত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২১৮
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	২১৮
নবীজীর পূর্বের	২২০
আমাদের নবীজীর জন্ম	২২১
আমাদের নবীজীর বংশ পরিচয়	২২১

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আমাদের নবীজীর গোত্র পরিচয়	২২৩
আমাদের নবীজির ছেলেবেলা	২২৪
আমাদের নবীজির লালন-পালন	২২৬
আমাদের নবীজির যৌবন	২২৭
আমাদের নবীজির ব্যবসা-বাণিজ্য	২২৭
সিরিয়ার সফর	২২৮
নবীজির বিবাহ	২২৮
শান্তির প্রচেষ্টা ও হাজরে আসওয়াদের ফয়সালা	২২৯
নবুওয়াতপ্রাপ্তি	২৩০
আল্লাহর পয়গাম	২৩২
সর্বপ্রথম যারা ঈমান আনল	২৩২
পাহাড়ের নসীহত	২৩৩
আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রসারিত হতেই থাকল	২৩৫
হাবশার হিযরত	২৩৬
হযরত জাফর রা.এর ভাষণ	২৩৭
মুসলমানদের সাথে বয়কট	২৩৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বেদনার বছর	২৩৯
তায়েফের সফর	২৪০
মেরাজ	২৪১
মদীনা মুনাওয়ারা হিজরত	২৪২
সহজ দ্বীন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৪৪
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	২৪৪
আল্লাহ তাআ'লাই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন	২৪৭
'বিসমিল্লাহ' বলে প্রত্যেক কাজ শুরু করা	২৫০
ইনসাফ ও কল্যাণকামিতা	২৫১
পিতা-মাতার সম্মান	২৫৩
কারো সামনে হাত পেতো না	২৫৫
ইসলামের শিক্ষা	২৫৭
নামাযের গুরুত্ব	২৫৯
উপকারের কৃতজ্ঞতা	২৬০
প্রত্যেককে সালাম করা	২৬১
মিথ্যার ক্ষতি	২৬২

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি	২৬৪
মসজিদের সম্মান	২৬৬
হালাল রুযীর ফায়দা ও বরকত	২৬৭
কথাবার্তার আদাব	২৬৯
রাস্তা হতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরানো	২৭১
দ্বীন ইসলাম	২৭২
সুন্নতের উপর আমল করা	২৭৫
পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন না করা	২৭৬
হিজরী সনের গুরুত্ব	২৭৮
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব	২৮০
সৃষ্টিকাল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা	২৮২
মাসনূন দু'আ সমূহের ইহতিমাম করা	২৮৪
মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া	২৮৫
মাতা-পিতাকে কষ্ট না দেওয়া	২৮৭
গালমন্দ থেকে বাঁচা	২৮৯
৫- আরবি ভাষা	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আরবি শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৯১
পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা	২৯১
গণনা	২৯২
দশক সংখ্যাসমূহ	২৯৪
সপ্তাহের দিনসমূহ	২৯৪
মাসসমূহ	২৯৫
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য	২৯৭
ব্যবহারিত জিনিসসমূহ	২৯৯
শরীরের অঙ্গপতঙ্গসমূহ	২৯৯
রং-এর নামসমূহ	৩০১
বিবিধ শব্দ	৩০২
দিকসমূহ, বিবিধ পেশা	৩০৩
রাষ্ট্র ও মন্ত্রী	৩০৪
বিবিধ প্রশ্ন	৩০৫
শিক্ষার্থীদের নামাযের তালিকা	৩০৭
মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা	৩১২

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

❖ ক্বায়েদাহ্ শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিত ভাবে পড়াবেন।

❖ সবক পড়ানোর পর শিক্ষার্থীদের নিকট হতে সবক শুনবেন।

❖ শিক্ষার্থীদেরকে হরফের উচ্চারণ বুঝানোর জন্য 'মাখরাজের বয়ান' থেকে সাহায্য নিতে পারেন।

❖ প্রত্যেক সবকের অধীনে উল্লেখিত কায়দা কানূন শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে মুখস্থ করে দিবেন এবং মাশক এমনভাবে করাবেন যেন পূর্বের সবকগুলোরও অনুশীলন হয়ে যায়।

❖ যদি কোনো শিক্ষার্থী শুরু থেকেই নাযেরায়ে কুরআন পড়তে চায় তাহলে তাদের জন্য এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, 'নূরানী ক্বায়দা' ও 'হিফযে সূরা'-এর পাশাপাশি প্রতিদিন 'নাযেরায় কুরআন'-ও পড়িয়ে দিবেন। তাদের উচ্চারণের ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে মাশক করিয়ে দিবেন এবং সর্বদা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের উৎসাহ দিবেন।

❖ প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে কুরআনের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং তাদেরকে হরফের মাখরাজ আদায়ের ক্ষেত্রে এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে যাতে বড় ধরণের ভুল না হয়।

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ক্বায়েদাহ্ ঃ যে বইতে কুরআন পড়ার নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয় তাকে 'ক্বায়েদাহ্' বলে।

হাদীস ঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

[বুখারী-৫০২৭, উসমান رضي الله عنه]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের একটি অক্ষর পাঠ করল, তার জন্য একটি নেকী, আর এক নেকীর বিনিময় দশ নেকীর সাওয়াব সমতুল্য।

[তিরমিযী-২৯১০, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কিতাব। যাকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং তাকে উভয় জগতের জন্য সফলতার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং একে শিক্ষা করা, পাঠ করা এবং এর বিধান অনুযায়ী আমল করা অনেক বড় ইবাদত এবং মহা প্রতিদান খায়ের ও বরকত এবং কল্যাণের মাধ্যম। এ কারণে প্রত্যেক নর-নারীর উচিত, তারা যেন কুরআনে কারীম পাঠ করা শিখে এবং তা বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করে।

deeniyat

মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা

যে কোন বর্ণের মাখ্‌রাজে (উচ্চারণ স্থান) জানার সহজ নিয়ম হল, বর্ণকে সাকিন করে তার প্রথমে একটা হামযাহ্ লাগিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, আওয়ায কোথায় গিয়ে থামছে, যেখানে থামবে ঐ অংশটা সেই অক্ষরের মাখ্‌রাজ হবে। যেমন: اِبْ، اِتْ، اِثْ

ا مدّه، و مدّه، ی مدّه	: মুখের ভিতরের খালি অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: بَا، بُوْ، بِيْ
ء، ه	: কণ্ঠনালীর বুকের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِءْ، اِهْ
ع، ح	: কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِعْ، اِحْ
غ، خ	: কণ্ঠনালীর মুখের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِغْ، اِخْ
ق	: জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِقْ
ك	: জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِكْ
ج، ش، ی غیرمده	: জিহ্বার মাঝখান এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِجْ، اِشْ، اِیْ
ض	: জিহ্বার কিনারা এবং তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِضْ
ل	: জিহ্বার আগার কিনারা এবং সামনের উপরের আটটি দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِلْ
ن	: জিহ্বার আগা এবং উপরের সামনের একটি ধারালো দাঁত থেকে নিয়ে অন্য ধারালো দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِنْ

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

ر	: জিহ্বার আগা ও উল্টা পিঠ এবং সামনের উপরের চার দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِرْ
ت د ط	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِتْ، اِدْ، اِطْ
ث ذ ظ	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِثْ، اِذْ، اِظْ
ز س ص	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের চার দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِزْ، اِسْ، اِصْ
ف	: নীচের ঠোঁটের ভিজা অংশ উপরের দুটি দাঁতের কিনারার সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِفْ
ب	: দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِبْ
م	: দুই ঠোঁটের শুষ্ক অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِمْ
و غیرمدہ	: দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَوْ

বিঃ দ্রঃ ● এই সমস্ত বর্ণগুলো সর্বদা পুর উচ্চারণ হয়: خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ

● এই বর্ণগুলোর উচ্চারণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে, পরিষ্কারভাবে একে অপরের আওয়ায মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়।

ء ع، ث س ص، ط ت، ذ ظ ث، د ض، ظ ض، ق ك، ح ه

deeniyat

সবক ঃ ১ নুক্বতার পরিচয়

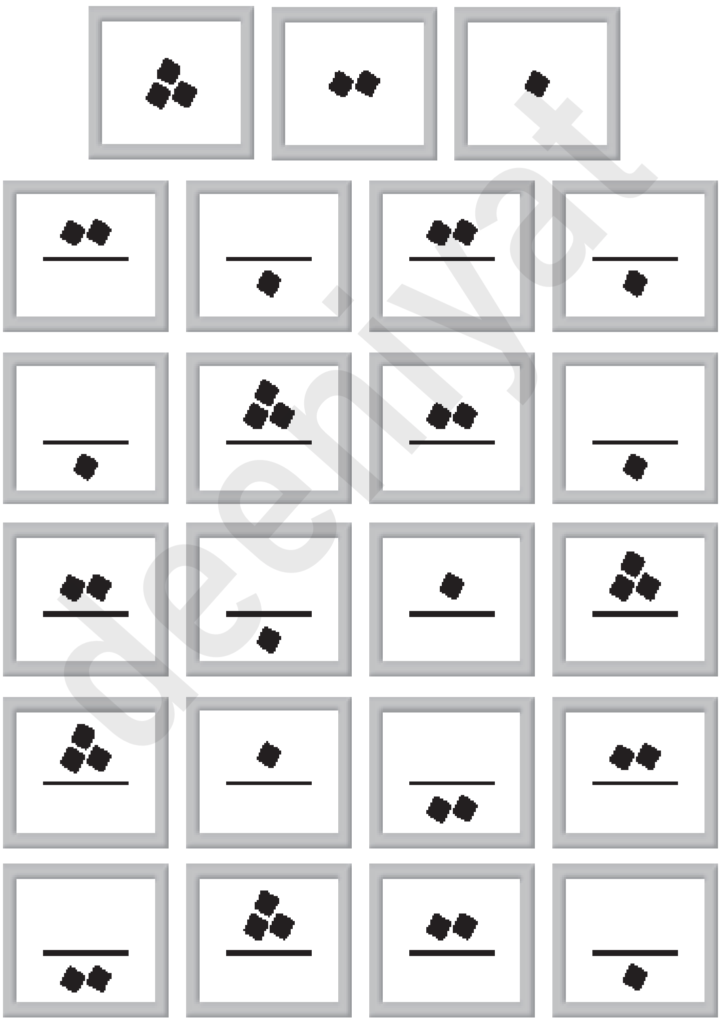

deeniyat

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

সবক ঃ ২ আরবি বর্ণমালার পরিচয়

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ى	ء	ه	و

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

সবক ঃ ৩ যুক্তাক্ষরের আকৃতি

ا — ا ـا	ب — بـ ـبـ	ت — تـ ـتـ
ث — ثـ ـثـ	ج — جـ ـجـ	ح — حـ ح
خ — خـ ـخـ	د — ـد	ذ — ـذ
ر — ـر	ز — ـز	س — سـ ـسـ
ش — شـ ـشـ	ص — صـ ـصـ	ض — ضـ ـضـ
ط — ط ـط	ظ — ظ ـظ	ع — عـ ـعـ
غ — غـ ـغـ	ف — فـ ـفـ	ق — قـ ق
ك — كـ ـكـ	ل — لـ ـلـ	م — مـ ـمـ
ن — نـ ـنـ	و — ـو	ه — هـ ـهـ ـه
ء — ئـ ـئـ	ى — يـ ـيـ	

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

ظلك بدن حجب مز بب بصل اب

সবক ঃ 4 যুক্তাক্ষরের অনুশীলন

ا ، ـا	اب با ام ما ال لا اك كا	
بـ ـبـ / تـ ـت / ثـ ـثـ	بب بج بتر تت ثن لث بق تف	
جـ ـجـ / حـ ـح / خـ ـخـ	جب جل حجب حل لح	حى خف خس خق مخ
ـد ـذ / ـر ـز	دب بد بدن ذر بذل لذ	رس سر زمر مز زر زن
سـ ـسـ / شـ ـشـ / صـ ـصـ / ضـ ـضـ	سج سل مسسل شر شط طش	صب بص بصل ضا كض نضر
ط ظ	طب بط بطل حط ظر اظ ظلك كظ	

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন | তারিখ | শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

عـ ـعـ غـ ـغـ	عش	شع	عد	فعل	غل	لغ	غم	مغ
فـ ـفـ ـف قـ ـقـ ـق	فت	فر	صف	قفس	قد	قط	حق	حقا
كـ ـكـ ـك لـ ـلـ	كج	جلك	لن	صلك	خل	كف	فلك	كن
مـ ـمـ ـم نـ ـنـ	مل	بم	عم	مع	نف	منه	كن	عن
و ـو هـ ـهـ ـه	سو	وس	ذو	شو	هل	بهم	له	هب
أُ ـأُ ئِ ـئِ أَ ؤ ئ	أم	فئه	يد	فيه	يو	مأ	يؤ	مرئ

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

حقا بشر فيه عدل حجج فهم عنب

সবক ঃ ৫
যুক্তাক্ষর প্রথম, মাঝ ও শেষে হওয়ার মশ্ক

ثمر	ختم	تبع	بحر	حقا
عدل	سخر	حجج	جبل	كثر
صبر	بشر	شيم	مسك	سبع
بكر	قفس	فهم	فعل	بصر
هضم	عنب	نمو	ملك	لحق
	ليس	يلد	فيه	

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৬ হারাকাতের বর্ণনা

① এক যবর ـَـ ,এক যের ـِـ ,ও এক পেশ ـُـ কে হারাকাত বলে ।

② যে হরফে যবর, যের কিংবা পেশ হয় তাকে মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত হরফ) বলে ।

③ হারাকাতযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়, টেনে পড়া নিষেধ । যেমন, بَسَ এর بَا

④ আলিফ সর্বদা (হারাকাত এবং জযম থেকে) খালি হয় । হামযাহ্ কখনও খালি হয় না ।

যবর ـَـ

“যবর” যুক্ত হরফ তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না ।

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ءَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ
			يَ			

deeniyat

ফর্মা : ৩

যবরযুক্ত দুই হরফের মশ্‌ক

فَرَ	بَرَ	كَاَ	لَكَ	ضَعَ	فَعَ
جَدَ	دَرَ	وَلَ	اَرَ	حَجَ	نَفَ

فَعَ :ফা- যবর فَ, আঈন যবর عَ = فَعَ

যবরযুক্ত তিন হরফের মশ্‌ক

بَلَغَ	دَخَلَ	كَسَبَ	عَبَدَ	وَدَعَ	دَرَسَ
سَمَكَ	لَحَدَ	مَجَدَ	سَجَدَ	بَصَرَ	وَجَدَ
اَحَدَ	قَمَرَ	عَدَدَ	فَطَرَ	مَثَلَ	اَخَذَ

دَرَسَ : দাল যবর دَ, রা-যবর رَ, دَرَ, সীন যবর سَ = دَرَسَ

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৭ যের ـِـ

যেরযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না, মা'রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (যের এর আওয়ায নীচের দিকে হয়)

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ءِ	هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ
			يِ			

যেরযুক্ত দুই হরফের মশ্ক

بَرِ	اِرَ	فِيَ	لِيَ	بِهِ	بِلِ	اِبِ
	جَزِ	كَوِ	ثِكَ	رَتِ	ثِقَ	

اِبِ : হামযাহ যের اِ, বা যের بِ = اِبِ

deeniyat

যেরযুক্ত তিন হরফের মশ্‌ক

اِبِلِ	رَدِفَ	حَمِدَ	شَهِدَ	بَخِلَ
سَخِرَ	رَحِمَ	لَعِبَ	شَرِبَ	عَمِلَ
بَرِقَ	خَطِفَ	جَزِعَ	سَقِمَ	غَشِيَ

اِبِلِ : হামযাহ যের اِ, বা- যের بِ اِبِ, লাম যের لِ = اِبِلِ

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ পেশ ـُ

পেশযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না। মা'রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (পেশ এর আওয়ায সামনের দিকে যায় আর ঠোঁট গোল হয়)।

أُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ	خُ
دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ	شُ	صُ
ضُ	طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ	قُ

deeniat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

ءُ	هُ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ
			يُ			

পেশযুক্ত দুই হরফের মশ্‌ক

حَرُ	خُلُ	كُتُ	تُبُ	حُفُ	كُفُ	لُثُ
	هُدَ	لُقَ	لَهُ	كُلُ	غُزَ	

لُثُ: লাম পেশ لُ, সা পেশ ثُ = لُثُ

পেশযুক্ত তিন হরফের মশ্‌ক

قَلَمُ	كَرُمَ	صُحُفُ	سُدُسُ	رُسُلُ
نَضَعُ	قُتِلَ	نَصَرُ	قُدِرَ	بَلَدُ
قَرُبَ	بَعُدَ	شَجَرُ	حَجَرُ	حَرُمَ

رُسُلُ: র পেশ رُ, সীন পেশ سُ، رُسُ, লাম পেশ - لُ=رُسُلُ

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৯ সবধরনের হারাকাতের মশ্‌ক

كَمَثَلِ وَجَعَلَ وَبَسَرَ فَبَصُرَ فَسَجَدَ

وَرَجِلِ فَفَزِعَ خَلَقَكَ وَوَقَعَ وَجُمِعَ

رَزَقَكَ ذَرَاكَ وَيَرِثُ فَقُتِلَ وَجَدَكَ

فَبُهِتَ اَعِظُكَ رُسُلِكَ وَقَعَتِ شَجَرَةُ

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ সুকূন (জযমের) ـــْـــ বর্ণনা

সুকূনকে “জযম”ও বলে, যে হরফের উপর জযম হয় তাকে “সাকিন” বলে। সাকিনযুক্ত হরফকে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে।

যবরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন - হামযাহ বা- যবর -اَبْ ,বা- তা- যবর- بَتْ

بَتْ حَثْ كَجْ مَخْ بَخْ

شَدْ	اَهْلَ	عَرْضَ	گَشْفَ	نَصْرَ
حَمْدَ	بَعْدَ	اَسْفَرْ	اَمْلَمْ	اَسْلَمْ
	نَفْعَلْ	اَكْبَرْ	عَسْعَسْ	

যেরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন : নূন-বা-যের نِبْ ওয়াও-তা-যের وِتْ

بِسْ	حِصْ	عِظْ	مِعْ	صِغْ
صِفْ	مِلْكَ	مِلْحْ	طِفْلْ	ذِكْرَ
زِلْتَ	كِبْرْ	اَكْرِمْ	اَنْزِلْ	تَمْلِكْ
	اَحْسِنْ	يَغْفِرْ	مَسْجِدْ	

পেশসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন : دُفْ : দাল- ফা- পেশ = دُفْ

دُفْ	بُكْ	دُلْ	هُمْ	كُنْ
قُلْ	مُلْكُ	حُزْنُ	اُذْنُ	قُلْتُ
فُلْكُ	حُسْنُ	هُدْهُدُ	قُلْتُمْ	اُدْخُلْ
	يُبْعَثُ	يُغْفَرُ	يُشْهَدُ	

তিন হারাকাতসহ সুকূনের মশ্ক

نَفْعَلُ	وَعْدَكَ	اِحْمِلْ	اِهْبِطْ	قُلْتُمْ
اَحْسِنْ	اَمْهِلْ	عَنْهُمْ	يَحْكُمُ	اِرْحَمْ
طِبْتُمْ	خِفْتُمْ	يُبْعَثُ	مُهْلِكْ	تُسْمِعْ

4 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১১ হামযাহ্ সাকিনের বর্ণনা

সাকিনযুক্ত হামযাহ্‌কে একটু ঝট্‌কা দিয়ে পড়তে হয়, হামযাহ্ কখনও আলিফের আকারে, কখনও ওয়াও এর আকারে, আবার কখনও ইয়ার আকারে লেখা হয়।

بِئْ	تُؤْ	يُؤْ	يَأْ	بَأْ
يَأْبَ	ضَأْنِ	كَأْسَ	نَأْتِ	شَأْنُ
يُؤْتِكُمْ	يُؤْخَذُ	يُؤْمِنُ	يُؤْتِ	مُؤْمِنُ
بِئْرُ	ذِئْبُ	شِئْتَ	بِئْسَ	جِئْتَ

4 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ মদের হরফের বর্ণনা

মদের হরফ তিনটি :

① যবরের বামপাশে খালি আলিফ ② পেশের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও ③ যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া মদের হরফ হইলে তার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যবরের বামপাশে খালি আলিফ ـَـا

যবরের বামপাশে খালি আলিফ মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন - বা- আলিফ যবর بَا

أَا بَا تَا ثَا جَا حَا خَا

دَا ذَا رَا زَا سَا شَا صَا

ضَا طَا ظَا عَا غَا فَا قَا

كَا لَا مَا نَا وَا هَا يَا

মশ্‌ক

زَادَ خَافَ تَابَ كَذَا لَهَا

جَاهَدَ حَاسَبَ جُنَاحُ شَارَبَ دَعَانَا

فَقَالَا كَانَتَا

زَادَ :যা আলিফ যবর زَا, দাল যবর دَ = زَادَ

8 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৩ " যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা " یْ ـِ

যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন, বা ইয়া যের بِیْ

اِیْ	بِیْ	تِیْ	ثِیْ	جِیْ	حِیْ	خِیْ
دِیْ	ذِیْ	رِیْ	زِیْ	سِیْ	شِیْ	صِیْ
ضِیْ	طِیْ	ظِیْ	عِیْ	غِیْ	فِیْ	قِیْ
کِیْ	لِیْ	مِیْ	نِیْ	وِیْ	هِیْ	ئِیْ
			یِیْ			

মশ্ক

دِیْنِیْ	فِیْهِ	اَرِنِیْ	دُوْنِیْ	اُجِیْبُ
یُوَارِیْ	مَفَاتِیْحُ	رَازِقِیْنَ	مُؤْمِنِیْنَ	عَذَابِیْ
تَمَاثِیْلُ	مَقَادِیْرُ			

دِیْنِیْ : দাল ইয়া- যের دِیْ, নূন ইয়া- যের - نِیْ = دِیْنِیْ

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৪ “ পেশ এর বামপাশে জযম ওয়ালা” ـُـوْ

পেশের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন, ওয়াও পেশ

خُوْ	حُوْ	جُوْ	ثُوْ	تُوْ	بُوْ	اُوْ
صُوْ	شُوْ	سُوْ	زُوْ	رُوْ	ذُوْ	دُوْ
قُوْ	فُوْ	غُوْ	عُوْ	ظُوْ	طُوْ	ضُوْ
ءُوْ	هُوْ	وُوْ	نُوْ	مُوْ	لُوْ	كُوْ
			يُوْ			

মশ্ক

يَقُوْمُ	يُوْحِىْ	نُوْرُ	طُوْرُ	نُوْحُ
سَبَقُوْنَا	دَاخِرُوْنَ	قَارُوْنُ	هَارُوْنُ	تَكُوْنُ
	رَاجِعُوْنَ	بَاسِطُوْنَ		

نُوْحُ : নূন ওয়াও পেশ نُوْ , হা- পেশ حُ = نُوْحُ

deeniyat

সবধরনের মশক

جَمَعَ	طَاغُوْتَ	قُتِلَتْ	صَحِبَ	كَلَامَ
رَشِيْدُ	حَاوَلَ	عُرِفَ	نَافَقَ	يَقُوْلُ
مُحِيْطُ	ثَمُوْدُ	قَابِلُ	جَبَلُ	أُمِرَتْ
	يَكُوْنُ	رِيْحَ		

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৫ খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ

খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশকে সর্বদা এক আলিফ পরিমান টেনে পড়তে হয়।

খাড়া যবর ـٰ

খাড়া যবর আলিফে মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয় ب খাড়া যবর بٰ = ب আলিফ যবর بَا

اٰ	بٰ	تٰ	ثٰ	جٰ	حٰ	خٰ

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

صٰ	شٰ	سٰ	زٰ	رٰ	ذٰ	دٰ
قٰ	فٰ	غٰ	عٰ	ظٰ	طٰ	ضٰ
ءٰ	هٰ	وٰ	نٰ	مٰ	لٰ	كٰ

يٰ

মশ্‌ক

سَمٰوٰتِ	اَبٰوٰهُ	مٰلِكِ	اٰمَنَ	اٰدَمَ
كِتٰبُ	هٰذَا	اِلٰهُنَا	يٰصٰلِحُ	غٰوِيْنَ

ذٰلِكَ رِسٰلٰتِ

اٰدَمَ : হামযাহ খাড়া যবর اٰ, দাল যবর دَ, اٰدَ মীম যবর مَ = اٰدَمَ

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

খাড়া যের ইয় ـٖ

খাড়া যের ইয়া- মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয়, বা খাড়া যের بٖ বা-ইয়া যের بِيْ

اٖ	بٖ	تٖ	ثٖ	جٖ	حٖ	خٖ
دٖ	ذٖ	رٖ	زٖ	سٖ	شٖ	صٖ
ضٖ	طٖ	ظٖ	عٖ	غٖ	فٖ	قٖ
كٖ	لٖ	مٖ	نٖ	وٖ	هٖ	ءٖ
			يٖ			

মশ্‌ক

اٖلٰفِ	بِهٖ	عِبَادِهٖ	رُسُلِهٖ	نُوْرِهٖ
وَقِبْلِهٖ	هٰذِهٖ	بِاٰيٰتِهٖ	بِكَلِمٰتِهٖ	وَكُتُبِهٖ
بِيَمِيْنِهٖ	بِتَأْوِيْلِهٖ			

اٖلٰفِ: হামযাহ্ খাড়া যের اٖ, লাম খাড়া যবর لٰ, اٖلٰ, ফা- যের فِ = اٖلٰفِ

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

উল্টা পেশ ٗ

উল্টা পেশ ٗ ওয়াও মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয় । বা উল্টা পেশ بٗ = বা ওয়াও পেশ بُوْ

أٗ بٗ تٗ ثٗ جٗ حٗ خٗ

دٗ ذٗ رٗ زٗ سٗ شٗ صٗ

ضٗ طٗ ظٗ عٗ غٗ فٗ قٗ

كٗ لٗ مٗ نٗ وٗ هٗ ءٗ

یٗ

মশ্‌ক

لَهٗ دَاوٗدَ رَسُوْلُهٗ اٰيٰتُهٗ جُنُوْدُهٗ

تِلَاوَتُهٗ وَرِثَهٗ مَوَازِيْنُهٗ جَعَلَهٗ مَاوٗرِیَ

غَاوٗنَ قَرِيْنُهٗ

دَاوٗدَ: দাল আলিফ যবর دَا, ওয়াও উল্টা পেশ وٗ, দাউ, دَاوٗ দা যবর دَ = دَاوٗدَ

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৬ লীনের হরফের বর্ণনা

লীনের হরফ দুইটি :- ১. যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, ২. যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

ওয়াও লীন وْ ـَ

যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন: بَا ওয়াও যবর بَوْ

خَوْ	حَوْ	جَوْ	ثَوْ	تَوْ	بَوْ	اَوْ
صَوْ	شَوْ	سَوْ	زَوْ	رَوْ	ذَوْ	دَوْ
قَوْ	فَوْ	غَوْ	عَوْ	ظَوْ	طَوْ	ضَوْ
ءَوْ	هَوْ	وَوْ	نَوْ	مَوْ	لَوْ	كَوْ
			يَوْ			

মশ্‌ক

مَوْتُ	سَوْفَ	صَوْمُ	حَوْلَ	اَوْفِ

deeniyat

فَوْزُ	كَوْثَرَ	بَغَوْتَ	شَرَوْهُ	دَعَوْتُ
بَنَوْهَا	بَلَوْنَا			

اَوْفِ : হামযাহ্ ওয়াও যবর اَوْ, ফা যের ফী فِ=اَوْفِ

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

ইয়ায়ে লীন ـَیْ

যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন: বা ইয়া যবর بَيْ

اَيْ	بَيْ	تَيْ	ثَيْ	جَيْ	حَيْ	خَيْ
دَيْ	ذَيْ	رَيْ	زَيْ	سَيْ	شَيْ	صَيْ
ضَيْ	طَيْ	ظَيْ	عَيْ	غَيْ	فَيْ	قَيْ
كَيْ	لَيْ	مَيْ	نَيْ	وَيْ	هَيْ	ئَيْ
يَيْ						

deeniyat

اَبَوَيْهِ عَلَيْهَا
اَيْنَ
سُلَيْمٰنَ يَرَوْنَهَا
مَكَانَ - رٰزِقِيْنَ

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

মশ্ক

اَيْنَ	صَيْفِ	اِلَيْكَ	غَيْرِىْ	عَلَيْهَا
اَوْحَيْتُ	اَبَوَيْهِ	عَيْنَيْنِ	بَنَيْنَا	هَيْهَاتَ
لَارَيْبَ	سُلَيْمٰنَ			

اَيْنَ : হামযাহ্ ইয়া যবর اَىْ , নূন যবর نَ = اَيْنَ

মদের হরফ ও লীনের হরফের মশ্ক

بَيْنِىْ	بِاَيْدِىْ	رٰزِقِيْنَ	عَيْنَيْنِ
مَوْعُوْدُ	مَكَانَ	يَسْتَوْفُوْنَ	رُءُوْسِهِمْ
فِرْعَوْنَ	عَلَيْهِمْ	هَيْهَاتَ	يَرَوْنَهَا
سَيَعْلَمُوْنَ	كَفَرُوْنَ	كَيْدِىْ	يَسْمَعُوْنَ

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৭ তান্‌বীনের বর্ণনা

দুই যবর ًـ , দুই যের ٍـ , এবং দুই পেশ ٌـ , কে তান্‌বীন বলে। তান্‌বীনের আওয়াজ নাকের মধ্যে হয়। যেমন বা দুই যবর بًا, বা দুই যের بٍ , বা দুই পেশ بٌ।

দুই যবর এর তান'বীন ًـ

- যে অক্ষরের উপর দুই যবর হয় ঐ অক্ষরের পরে আলিফ লেখা হয়।

خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ءًا	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا
			يًا			

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

দুই যের এর তান'বীন ٍ

خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ
قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ
ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ
			يٍ			

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

দুই পেশ এর তান'বীন ٌ

خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	اٌ
صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ
قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ

deeniyat

كُّ	لُّ	مُّ	نُّ
وُّ	هُّ	ءُّ	يُّ

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৮ নূন সাকিনের বর্ণনা

যে নূনের উপর সুকূন (জযম) হয় তাকে নূন সাকিন বলে । তান্‌বীন্ এবং নূন সাকিনের আওয়ায একই রকম হয় । যেমন: বা দো যবর বান بًا বা যবর নূন জযম بَنْ

تًا	تَنْ	تٍ	تِنْ	تٌ	تُنْ
ثًا	ثَنْ	ثٍ	ثِنْ	ثٌ	ثُنْ
جًا	جَنْ	جٍ	جِنْ	جٌ	جُنْ
دًا	دَنْ	دٍ	دِنْ	دٌ	دُنْ

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৯ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর হুরূফে হালক্বীর ছয়টি হরফ অর্থাৎ “ء،ه،ع،ح،غ،خ” এর মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তখন নূন সাকিন অথবা তানবীনের আওয়াযকে বিনা গুন্নায় তাড়াতাড়ি পড়তে হয় ।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ	جُرُفٍ هَارٍ	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
نَارٌ حَامِيَةٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
مِنْ اَخِيْهِ	مِنْ هَادٍ	فَمَنْ عُفِيَ
وَمَنْ حَوْلَهٗ	مِنْ غَيْرِهٖ	لِمَنْ خَشِيَ

طَيْرًا اَبَابِيْلَ: ত্ব-ইয়া যবর طَيْ, র-দু’যবর رًا=طَيْرًا। হামযাহ্ যবর اَ = طَيْرًا اَ ।
বা-আলিফ যবর بَا=طَيْرًا اَبَا বা-ইয়াযের بِيْ = طَيْرًا اَبَابِيْ -লাম যবর لَ
= طَيْرًا اَبَابِيْلَ

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২০ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা

নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনের পর ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ অর্থাৎ "ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك" র মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তাহলে সে নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনকে গুন্নার সাথে পড়তে হয়।

فَاَنْجَيْنٰهُمْ	مَنْ ثَقُلَتْ	اَنْتَ مُنْذِرٌ
اَنْزَلْنَا	وَاَنْذِرْهُمْ	مَنْ دَخَلَهٗ
تُنْصَرُوْنَ	مِنْ شَيْءٍ	عَنْ سَبِيْلِهٖ
يَنْظُرُوْنَ	مِنْ طِيْنٍ	عَنْ ضَيْفِ
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ	خَالِدًا فِيْهَا

اَنْتَ مُنْذِرٌ:হামযাহ্ নূন যবর اَنْ,তা- যবর تَ = اَنْتَ, মীম নূন পেশ مُنْ, اَنْتَ مُنْ,যাল যের ذِ, اَنْتَ مُنْذِ,র- পেশ رٌ = اَنْتَ مُنْذِرٌ

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২১ ক্বলক্বলাহ্‌র বর্ণনা

ক্বলক্বলাহ্‌র হুরূফ পাঁচটি ”ق،ط،ب،ج،د“ যার সমষ্টি ‘কুতবু জাদ্দিন’ (قُطْبُ جَدٍّ)।
যখন এ হরফগুলোর উপর জযম বা সাকিন হয়, তখন পড়ার সময় তার শব্দ ফিরে আসে। একে ‘ক্বলক্বলাহ’ বলে।

اَبْ	اِبْ	اُبْ	جَبْ	جِبْ	جُبْ
بَجْ	بِجْ	بُجْ	سَدْ	سِدْ	سُدْ
قَطْ	قِطْ	قُطْ	جَقْ	جِقْ	جُقْ

اَحْبَبْتَ	يَجْعَلُ	قَدْحًا	يُطْعِمُنِىْ
مُجِيْبْ	بُرُوْجْ	لَقَدْ	مُحِيْطْ
يَقْطَعُ	خَلَقْ		

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২২ তাশদীদের বর্ণনা ـــّـ তাশদীদ

① এক সাকিন এবং এক হারাকাত মিলে তাশ্‌দীদ তৈরী হয়।

② তাশদীদের আওয়ায একটু শক্ত হয়।

③ যে হরফে তাশদীদ থাকে সেই হরফকে ‘ মুশাদ্দাদ’ বলে।

④ ‘মুশাদ্দাদ’ হরফকে দুবার পড়া হয়। যেমন হামজাহ্ বা যবর اَبْ বা যবর বা بَ = اَبَّ

اُبِّ	اِبِّ	اَبِّ	اُبَّ	اِبَّ	اَبَّ
اُتِّ	اِتِّ	اَتِّ	اُتَّ	اِتَّ	اَتَّ
اُجِّ	اِجِّ	اَجِّ	اُجَّ	اِجَّ	اَجَّ
اُبٍّ	اِبٍّ	اَبٍّ	اُبًّا	اِبًّا	اَبًّا
تُبٌّ	تِبٍّ	تَبًّا	بُبٌّ	بِبٌّ	بَبٌّ
حَيَّ	حُضٌّ	عَلَّ	سُجِّ	كُوِّ	فَعَّ

deeniyat

মশ্‌ক

عَلَّمَ	كَذَّبَ	رَبَّكَ	قَدَّرَ
حَبَّبَ	زُيِّنَ	يُسَبِّحُ	رَبِّكَ
سُيِّرَتْ	لَدَيَّ	اَوَّلُ	قُوَّةٌ
كُوِّرَتْ	فَاَصَّدَّقَ	مُدَّثِّرُ	يَتَوَلَّ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক : ২৩ গুন্নার বর্ণনা

নাকে আওয়ায নিয়ে যাওয়াকে গুন্নাহ বলে। নূন এবং মীম এর উপর তাশদীদ হলে এক আলিফ পরিমান গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

اَنَّ	سِنَّ	مَنَّ	هُنَّ	يَظُنُّ	جَهَنَّمَ
ثُمَّ	اُمِّ	عَمَّ	هَلُمَّ	مِمَّ	وَتَمَّتْ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক : ২৪ পুর ও বারীক হুরুফসমূহের বর্ণনা

হুরুফে মুস্তালিয়া

হুরুফে মুস্তালিয়া সাতটি, যেগুলোকে সর্বদা পুর পড়তে হয়, যার সমষ্টি হল خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

এগুলো ছাড়া হুরুফে মুস্তাফিলা বাইশটি রয়েছে, যেগুলোকে বারীক পড়তে হবে। কিন্তু আলিফ, আল্লাহ্ শব্দের লাম এবং রা কে কখনো পুর এবং কখনো বারীক পড়তে হয়।

خَلَقَ	يَحُضُّ	يَقْطَعُ	يَضْرِبُ	ظِلًّا
مَغْرِبُ	يَخْطَفُ	بَرْقٌ	خَابَ	صَالَ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক: ২৫ আলিফের নিয়ম

আলিফের পূর্বে পুর হরফ হলে আলিফও পুর হবে। যেমন: قَالَ، طَالَ

আলিফের পূর্বে বারীক হরফ হলে আলিফও বারীক হবে। যেমন: زَالَ، مَالَ

طَالَ	قَالَ	غَابَ	ضَانَ	পুর
مَالَ	زَالَ	نَاسِ	نَارَ	বারীক

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

رَبِّ ارْجِعُوْنِ সবকঃ ২৬ র এর ক্বায়েদাহ্ (পুর এর বর্ণনা)

১ যে 'রা' এর উপর যবর বা পেশ হয় সেই 'রা' পুর হবে।

২ যে 'রা' সাকিন এর পূর্বে যবর বা পেশ হয় সেই 'রা' পুর হবে ।

৩ যে 'রা' এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হয় সেই 'রা' পুর হবে।

৪ 'রা' মুশাদ্দাদ এর উপর যবর বা পেশ হলে 'রা' পুর হবে।

৫ 'রা' সাকিন এর পূর্বে কোন হরফ সাকিন হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ হলে 'রা' সাকিন পুর হবে।

رَزَقْنَا	رُبَمَا	اَرْسَلْنَا	قُرْاٰنٌ
بِرًّا	بِرٌّ	خَيْرًا	خَبِيْرٌ
	عَشْرٌ	خُسْرٌ	

اَرْسَلْنَا: হামযাহ্ 'রা' যবর اَرْ সীন লাম যবর سَلْ, اَرْسَلْ নূন আলিফ যবর نَا = اَرْسَلْنَا

নোট ঃ নীচের উদাহরণগুলোতে 'রা' কে পুর পড়তে হবে।

مِرْصَادًا	فِرْقَةٌ	اِرْجِعِيْ	رَبِّ ارْجِعُوْنِ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

رِجَالٌ تُحَرِّمُ
بَرٍّ مُنْهَمِرٍ
بَصِيْرٌ بَرِقَ

রা-এর ক্বায়েদাহ্ (বারীক এর বর্ণনা)

① যে ‘রা’র নীচে যের হবে, সেই ‘রা’কে বারীক পড়তে হবে।

② ‘রা’ সাকিনের পূর্বে যের হলে ‘রা’ সাকিনকে বারীক পড়তে হবে।

③ যে ‘রা’র নীচে দুই যের হবে সেই ‘রা’ কে বারীক পড়তে হবে।

④ তাশ্‌দীদযুক্ত ‘রা’র নীচে যের হলে ‘রা’ বারীক হবে।

⑤ ‘রা’ সাকিনের পূর্বে ইয়া সাকিন হলে ‘রা’ সাকিনকে সর্বদা বারীক পড়তে হবে।

⑥ যদি ‘রা’ সাকিনের পূর্বেও কোন হরফ সাকিন হয় এবং তার পূর্বে যের হয়, তখনও সে ‘রা’ সাকিন বারীক হবে।

بَرِقَ	شَرِبَ	رِزْقًا	رِجَالٌ
وَاصْبِرْ	مُنْهَمِرٍ	فِرْعَوْنَ	اَنْذِرْ
مُسْتَمِرٍّ	تُحَرِّمُ	بِرٍّ	بَرٍّ
ضَيْرٌ	خَيْرٌ	بَصِيْرٌ	نَصِيْرٌ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২৭ কিছু হরফ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না

লেখার নিয়ম	لٰى	ذُوالُ	وَالُ	فَاعُ	ذٰى
পড়ার নিয়ম	لٰ	ذُلُ	وَلُ	فَعُ	ذٰ

فَاعُفُ	هُدٰى	عَلٰى	وَاَنَا لَكُمْ
ذُوالْفَضْلِ	وَالْاُوْلٰى	نَرٰىكَ	يٰاَيُّهَا
وَالْعٰدِيٰتِ	ذُوالْجَلٰلِ	فِى الْاَرْضِ	فَادْعُ لَنَا

اَنَا কুরআন মাজীদে যেখানেই আসুক তার আলিফ পড়া নিষিদ্ধ।
নোট ঃ প্রতিটি শব্দ পড়ানোর সময় ছাত্রদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে তার মধ্যে কোন্ হরফটি পড়া হবে না।

عَلٰى: আঈন যবর عَ লাম খাড়া যবর লা لٰ = عَلٰى
فَادْعُ لَنَا : ফা-দাল যবর فَادْ, আঈন পেশ عُ, فَادْعُ লাম যবর لَ, فَادْعُ لَ
নূন আলিফ যবর نَا = فَادْعُ لَنَا
ذُوالْفَضْلِ : যাল লাম পেশ ذُوالُ ফা-দোয়াদ যবর فَضْ, ذُوالْفَضْ লাম যের لِ = ذُوالْفَضْلِ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

তাশ্‌দীদ যুক্ত হরফের পূর্বের হরফে কোন হারকাত না থাকলে তা লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না।

وَاللّٰ (وَلّٰ)	بِاللّٰ (بِلّٰ)	كَالدِّ (كَدِّ)	فِى السَّ (فِسَّ)
وَالسَّ (وَسَّ)	لُ الرَّ (لُرَّ)	وَالصّٰ (وَصّٰ)	وَالَّ (وَلَّ)

وَاللّٰهِ : ওয়াও লাম যবর وَالَ, লাম খাড়া যবর, لٰ, وَاللّٰ হা-যের هِ = وَاللّٰهِ

وَاللّٰهِ	بِاللّٰهِ

كَالدِّهَانِ	فِى السَّمٰوٰتِ	وَالسَّلٰمُ
يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ	وَالصّٰلِحٰتِ	وَالَّذِيْنَ

كَالدِّهَانِ : কাফ দাল যবর كَالدَ দাল যের دِ, كَالدِّ হা- আলিফ যবর هَا , كَالدِّهَا , নূন যের نِ = كَالدِّهَانِ

وَالصّٰلِحٰتِ : ওয়াও ছোয়াদ যবর وَالصَ ছোয়াদ খাড়া যবর صٰ = وَالصّٰ

লাম যের لِ , وَالصّٰلِ হা খাড়া যবর حٰ = وَالصّٰلِحٰ, তা যের تِ = وَالصّٰلِحٰتِ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সাকিনযুক্ত হরফের পর তাশ্‌দীদযুক্ত হরফ আসলে সাকিন হরফকে পড়া হয় না ।

جَدْتُّ (جَتُّ)	قُلْ رَّ (قُرَّ)	اِذْظَّ (اِظَّ)	كِدْتَّ (كِتَّ)

يُدْرِكْكُّمْ	اِذْ ذَّهَبَ	اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ
لَقَدْ كِدْتَّ	مَا وَعَدْتَّنَا	يَجْعَلْ لَّهٗ
اِذْ ظَّلَمُوْا	وَجَدْتُّمْ	مَهَّدْتُّ
لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ	قَدْ تَّبَيَّنَ	قُلْ رَّبِّ

বিঃ দ্রঃ- উপরের উদাহরণেও যে হরফগুলো পড়া হবে না, তা সুস্পষ্ট করতে হবে ।

مَهَّدْتُّ : মীম হা যবর مَهْ হা তা যবর هَتْ مَهَّدْتَ তা পেশ تُ = مَهَّدْتُّ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৮ 'আল্লাহ' শব্দের নিয়ম

① যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর পূর্বে যবর বা পেশ হয় তখন 'আল্লাহ' শব্দের লামকে পুর পড়তে হবে । যেমন: هُوَاللهُ، رَسُوْلُ اللهِ

② যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর পূর্বে যের হয় তবে 'আল্লাহ' শব্দের লাম কে বারিক পড়তে হবে । যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

যবরের উদাহরণ

اِنَّ اللهَ	قَالَ اللهُ	سَمِعَ اللهُ

পেশের উদাহরণ

حُدُوْدُ اللهِ	يُرِيْدُ اللهُ	خَلْقُ اللهِ

যেরের উদাহরণ

بَلِ اللهُ	دِيْنِ اللهِ	اَمْرِ اللهِ

اِنَّ اللهَ : হামযাহ্ নূন যের اِنْ নূন লাম যবর نَلْ, اِنَّ الْ লাম খাড়া যবর لَ, اِنَّ اللّٰ, হা যবর هَ = اِنَّ اللهَ

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৯ মদ এর বর্ণনা

① মদ্দে মুত্তাসিল ঃ একই শব্দে হুরূফে মাদ্দাহর পর হামযাহ্ হলে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। তার পরিমাণ চার আলিফ।

② মদ্দে মুনফাসিল ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পর ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা হলে মদ্দে মুনফাসিল হবে, তার পরিমাণ তিন আলিফ।

③ মদ্দে লাযিম ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পরবর্তী হরফে জযম বা তাশ্দীদ হলে মদ্দে লাযিম হবে, তার পরিমাণ পাঁচ আলিফ।

জَآءَ	شَآءَ	سُوْٓءَ	سِيّٓـَٔتْ	মদ্দে মুত্তাসিল
إِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	لَهٗٓ اَضْعَافًا	فِيْٓ اَمْرِنَا	মদ্দে মুনফাসিল
الٓـمّٓ	حَآجُّوْكَ	وَالصّٰٓفّٰتِ	ضَآلًّا	মদ্দে লাযিম

جَآءَ : জীম আলিফ যবর جَا, এর উপরে মাদ جَآ, হামযাহ্ যবর ءَ = جَآءَ

فِيْٓ اَمْرِنَا : ফা- ইয়া যের فِيْ, এর উপর মাদ فِيْٓ, হামযাহ্ মীম যবর اَمْ = فِيْٓ اَمْ,
রা-যের رِ = فِيْٓ اَمْرِ, নূন আলিফ যবর نَا = فِيْٓ اَمْرِنَا

ضَآلًّا : দোয়াদ আলিফ লাম যবর ضَالْ, এর উপরে মাদ ضَآلْ, লাম দুই যবর لًّا = ضَآلًّا

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩০
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর পর যদি "ب" আসে তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে "م" পরিবর্তন করে গুন্নাহ্‌র সঙ্গে পড়তে হয়, একে ইক্বলাব বলে ।

مَنْۢ بَخِلَ	مِنْۢ بَعْدِ	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	رَسُوْلٌۢ بِمَا	مُطَهَّرَةٍۭ بِاَيْدِىْ
لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ	مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ	

مَنْۢ بَخِلَ : মীম মীম যবর مَمْ বা যবর بَ = مَنْۢ بَ খা যের خِ = مَنْۢ بَخِ ,
লাম যবর لَ = مَنْۢ بَخِلَ

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৩১ নূনে ক্বুতনীর বর্ণনা

কুরআনে কারীমে কোন কোন জায়গায় আলিফের নীচে ছোট্ট নূন লেখা হয় । ঐ ছোট্ট নূন কে নূনে ক্বুত্বনী বলা হয় । একে পড়ার সময় আলিফের পরিবর্তে নূন পড়তে হবে ।

خَيْرًاۨ الْوَصِيَّةُ	شَيْـًٔاۨ اتَّخَذَهَا	نُوْحُۨ ابْنَهٗ

لُمَزَةِ الَّذِيْ	قَدِيْرُ الَّذِيْ	أَمْوَالُ ِاقْتَرَفْتُمُوهَا

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩২ নূন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম ইদগামে বেলাগুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর ‘‘ل’’ অথবা ‘‘ر’’ এর কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়াই মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ل এর মধ্যে

مِنْ لَّدُنْهُ	يَكُنْ لَّهٗ	أَنْ لَّمْ يَرَهٗ
أُفٍّ لَّكُمْ	كُلٌّ لَّهٗ	رِزْقًا لَّكُمْ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ر এর মধ্যে

مِنْ رَّبِّكَ	أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى	إِلَّا مَنْ رَّحِمَ
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	تَوَّابًا رَّحِيْمًا

مِنْ رَّبِّكَ : মীম নূন রা যের مِنْ رُ র-বা-যবর رَبْ = مِنْ رَبْ , বা যের بِ = مِنْ رَّبِّ কাফ যবর كَ = مِنْ رَّبِّكَ

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

ইদগাম বিলগুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর ی , م , و , ن এর মধ্য হতে কোন হরফ আসলে, সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ی এর মধ্যে

مَنْ يَّعْمَلُ	مَنْ يَّقُوْلُ	مِنْ يَّوْمٍ
عَيْنًا يَّشْرَبُ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ

مَنْ يَّعْمَلُ : মীম নূন ইয়া যবর مَنْ يَ, ইয়া আইন যবর يَعْ = مَنْ يَعْ
মীম লাম যবর مَلُ = مَنْ يَّعْمَلُ ।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম و এর মধ্যে

مَنْ وُّعِدَ	اِنْ وَّهَبْتَ	مِنْ وَّاقٍ
اِلٰهًا وَّاحِدًا	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

deeniyat

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম م এর মধ্যে

عَنْ مَّنْ	وَلَئِنْ مُّتُّمْ	نَاجٍ مِّنْهُمَا
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ن এর মধ্যে

فَمَنْ نَّكَثَ	مِنْ نَّبِيٍّ	مِنْ نِّعْمَةٍ
صِدِّيْقًا نَّبِيًّا	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩৩ মীম সাকিনের নিয়ম

মীম সাকিনের ইযহার

মীম সাকিনের পর ‘‘ب’’ এবং ‘‘م’’ ছাড়া অন্য কোন হরফ আসলে সে মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুন্না ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। এটাকে “ইযহারে শাফাবী” বলে।

أَلَمْ تَرَ	هُمْ فِيهَا	لَكُمْ دِينُكُمْ
أَلَمْ نَجْعَلْ	لَمْ يَلْبِسُوا	أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

أَلَمْ تَرَ: হামযা যবর اَ লাম মীম যবর لَمْ, أَلَمْ তা যবর تَ, أَلَمْ تَ রা যবর رَ = أَلَمْ تَرَ

মীম সাকিনের ইখফা

মীম সাকিন এর পর ‘‘ب’’ আসলে সে মীম সাকিন কে গুন্নাহ এবং ইখফার সঙ্গে পড়তে হবে, এটাকে “ইখফায়ে শাফাবী” বলে।

رَبَّهُمْ بِهِمْ	وَاثَقَكُمْ بِهِ	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ	نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا	

رَبَّهُمْ بِهِمْ: রা বা যবর رَبْ বা যবর بَ = رَبَّ, হা মীম পেশ هُمْ = رَبَّهُمْ
বা যের بِ = رَبَّهُمْ بِ, হা মীম যের هِمْ = رَبَّهُمْ بِهِمْ

মীম সাকিনের ইদগাম

মীম সাকিন এর পর ‘‘م’’ আসলে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীম এর সঙ্গে মিলিয়ে - গুন্নাহর সাথে পড়তে হবে। এটাকে “ইদগামে শাফাবী” বলে।

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ	فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ : হামযাহ যের اِ লাম ইয়া যবর لَىَ = اِلَىَ কাফ মীম পেশ كُمْ, اِلَيْكُمْ মীম রা পেশ مُرْ = اِلَيْكُمْ مُّرْ, সীন যবর سَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَ লাম ওয়াও পেশ لُوْ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْ নূন যবর نَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৪ অক্বফ করার নিয়ম

এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই পেশ, দুই যের, উল্টো পেশ এবং খাড়া যের যুক্ত হরফকে সাকিন করে ওয়াকফ্ করতে হয়।

خَلَقَ ○ خَلَقْ ○	مِنْ رَّبِّكَ ○ مِنْ رَّبِّكْ ○	بِالْقَلَمِ ○ بِالْقَلَمْ ○
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ تُرْجَعُ الْاُمُوْرْ ○	مَشْهُوْدٍ ○ مَشْهُوْدْ ○	مَرْقُوْمٌ ○ مَرْقُوْمْ ○

طَعَامِهٖ○	سُبْحٰنَهٗ○
طَعَامِهٗ○	سُبْحٰنَهٗ○

خَلَقَ : খ যবর خَ ,লাম যবর لَ=خَلَ, ক্বফ যবর قَ=خَلَقَ, ওয়াকফের সময় خَلَقْ

অক্বফ এর অবস্থায় দু যবর কে আলিফ মাদ্দাহ এ এবং গোল তা [ةٌ] কে হায়ে সাকিনা [هْ] এ পরিবর্তন করে পড়তে হয়।

اَعْمَالًا○	عُذْرًا○	حُسْنًا○	سَبَبًا○
اَعْمَالَا○	عُذْرَا○	حُسْنَا○	سَبَبَا○

اَلْاٰخِرَةِ○	نَاظِرَةٌ○	مُّؤَصَدَةٌ○	خَاشِعَةٌ○
اَلْاٰخِرَهْ○	نَاظِرَهْ○	مُّؤَصَدَهْ○	خَاشِعَهْ○

اَعْمَالًا : হামযাহ আঈন যবর اَعْ , মীম আলিফ যবর مَا , اَعْمَا
লাম আলিফ দুই যবর لًا, اَعْمَالًا অক্বফের সময় = اَعْمَالَا

خَاشِعَةٌ : খা আলিফ যবর خَا, শীন যের شِ = خَاشِ আঈন যবর عَ = خَاشِعَ
তা দুই পেশ ةٌ = خَاشِعَةٌ, অক্বফের সময় = خَاشِعَهْ

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

খাড়া যবর এবং সাকিন কে আপন অবস্থায় পড়তে হবে ।

فَسَوّٰى ۝	يَرْضٰى ۝
فَكَبِّرْ ۝	فَاَنْذِرْ ۝
تَنْهَرْ ۝	فَانْصَبْ ۝

يَرْضٰى : ইয়া রা যবর يَرْ , দোয়াদ খাড়া যবর ضٰى = يَرْضٰى

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৫ হুরুফে মুকাত্ত্বায়াত

নীচে প্রদত্ত হরফগুলোকে পৃথক পৃথক করে পড়তে হবে যেমন: আলিফ, লাম, মীম ।

حٰمٓ	الٓرٰ	الٓمّٓرٰ	الٓمّٓ
طٰهٰ	الٓمّٓصٓ	يٰسٓ	حٰمٓ عٓسٓقٓ ★
كٓهٰيٰعٓصٓ ★	طٰسٓمّٓ	طٰسٓ	قٓ

★ তেলাওয়াতের সময় এ সকল হরফগুলোর শেষে পঠিত নূনকে ইখফার গুন্নাহ করে পড়তে হবে ।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন سكته، وقف

কুরআনে কারীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যা সকলে জানে না। এ জন্যে কুরআনে কারীমের মাঝে মাঝে কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। যেন কুরআনের পাঠকগণ সঠিক জায়গায় থামতে পারেন এবং অর্থের বিকৃতি না ঘটে। যার বিবরণ এই রকম :

م : এ চিহ্ন যেখানে, থামা জরুরি।

ط، ج : এ চিহ্ন যেখানে, থামা উচিত।

لا : এ চিহ্ন যেখানে, না থামা উচিত।

ز، صلى، ص، ق، قف : এ চিহ্ন যেখানে, না থামা উত্তম।

سكته، وقفه : এ চিহ্ন যেখানে, থামতে হবে কিন্তু শ্বাস বন্ধ হবে না।

- সাকতায় কম এবং অক্বফের সময় বেশি থামতে হবে।

۝ : এটা আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআান

٨

[হিফযে সূরাহ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে সূরার কোর্সে এ বছর সূরা ফাতিহা ব্যতিত ১০টি সূরা (সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সূরা মুখস্থ করানোর সময় তাজবীদের প্রতি এতটুকু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন লাহনে জ্বলী (বড় ভুল) না হয়। কারণ এমন ভুল নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহে তাহরীমী।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরাহ ঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে "হিফযে সূরাহ" বলে।

হাদীসঃ নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং তা মুখস্থ করল এবং এর মধ্যে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনে আমল করল, এমন ব্যাক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশব্যাক্তির ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করবেন যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

[তিরমিযী - ২৯০৫ আলী رضي الله عنه]

কুরআন আল্লাহর কিতাব। একে পাঠ করলে সীমাহীন সাওয়াব পাওয়া যায়। একে মুখস্থ করার ফযীলতও অনেক। নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে হাফেযের কুরআন তিলাওয়াত সুন্দর এবং

deeniyat

মুখস্থও ভাল, কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে ঐসব সম্মানিত অনুগত ফেরেশতাদের সাথে, যারা লাওহে মাহফুয হতে কুরআন মাজীদ স্বহস্তে নকল (স্থানান্তর) করেছিলেন। [মুসলিম - ১৯৯৮ আয়শা رضي الله عنها]

নবীজী আরো ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে কুরআনের কিছু অংশও সংরক্ষণ নেই, তা জনমানবহীন উজাড় ঘরের মত।

[তিরমিযী- ১৯১৩- ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী যেমন বসবাসকারীর দ্বারা হয়, তদ্রূপ মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদীও কুরআন স্মরণ রাখার দ্বারা হয়। যে যেই পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রাখবে, সে সেই পরিমাণ উঁচু মর্যাদা জান্নাতে অর্জন করবে। এ কারণে আমাদের কুরআন কারীম হিফয করা উচিত। কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই সবার মুখস্থ থাকতে হবে; যতটুকু নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত করতে হয়। [আবু দাউদ:১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ১ তা'আওউয

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿﴾

তাস্‌মিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২ সূরায়ে ফাতেহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿٤﴾

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾ ع

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ৪ ৩ سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ৪ 8 سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۵

وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

8 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৫ سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ط ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ

الْيَتِيْمَ لا ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ط ۝٣ فَوَيْلٌ

لِّلْمُصَلِّيْنَ لا ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ لا ۝٥

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ لا ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ع ۝٧

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط ۝٢ اِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ع ۝٣

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৭

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ع﴿۶﴾

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ صلے

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع﴿۳﴾

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ৯ সূরায়ে লাহাব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ١ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا

كَسَبَ ؕ ٢ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ ٣ وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ

حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ ٤ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ٥ ع

৮	অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ সূরায়ে ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ٢ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ ٣

وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٤ ع

৮	অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ১১ সূরায়ে ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ

غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾

وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ ع

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ সূরায়ে নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ۵ الۡخَنَّاسِ ۖ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ

صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾ ع

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দু'আ ও সুন্নতের অধীনে ঐসব দু'আ এবং সুন্নতের আলোচনা সন্নেবেশিত হয়েছে, যেগুলো সাধারণত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন পড়ে। যেমন- খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, বাথরুমে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া, পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানে ও সময়ে পাঠযোগ্য মাসনুন দু'আসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের মুখে মুখে সর্বদা লেগে থাকা উচিত। যেমন- আলহামদুলিল্লাহ- জাযাকাল্লাহু খাইরান ইত্যাদি। অধিকাংশ দু'আ পূর্ণ রেওয়ায়াতসহ সংযোজিত হয়েছে। অতএব দু'আগুলো মুখস্থ করাতে হবে, অর্থ, ফযীলত ও সুন্নতসমূহ ভালভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে এসব দু'আ ও সুন্নতসমূহ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ দিতে থাকবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

দু'আ, সুন্নাত ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে "দু'আ" এবং আমাদের নবী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে ।

হাদীসঃ রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে আমার সুন্নত জিন্দা করল, সে আমার সঙ্গে মুহাব্বত রাখল আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে। [তিরমিযী-২৬৭৮ আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আমলই গ্রহণযোগ্য যা রাসূলুল্লাহর সুন্নত অনুযায়ী হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত ও তরীকাকে জানা এবং তাঁর শিখানো দু'আ, সুন্নতসমূহ ও আদবসমূহ শিক্ষা করা, এবং সে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরি। এসব দু'আ ও সুন্নতসমূহের উপর আমল করলে আখেরাতের সফলতা তো অবশ্যই থাকবে; সাথে সাথে দুনিয়াতে ও সম্মান অর্জন করা যায়, বালা-মুসিবত হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং অন্তরের অনাবিল প্রশান্তি অর্জিত হয়।

২-হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]

সবক ঃ ১ খানার শুরুর দু'আ

হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করবে যে, শয়তান তার সঙ্গে পানাহার, ঘুম ও রাত যাপনে শরীক না হবে, তাহলে সে যেন ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম করে এবং খাওয়ার সময় 'بِسْمِ اللهِ' বলে। অর্থ: আমি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি।

সবক ঃ ২ শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়বে

হযরত উমাইয়া বিন মাখশী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এক ব্যক্তিকে খাবার খেতে দেখছিলেন। সে بِسْمِ اللهِ পড়েনি। যখন শেষ লোকমার সময় সে এ দু'আ পড়ল- بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ অর্থ: আমি শুরু-শেষ আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করছি। তখন নবীজী তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, শয়তান তার সঙ্গে খানা খাচ্ছিল, যখন সে بِسْمِ اللهِ পড়ল, তখন শয়তান যা কিছু তার সঙ্গে খেয়েছিল সবকিছু বমি করে দিল। [আবু দাউদ-৩৭৬৮]

সবক ঃ ৩ খানার শেষের দু'আ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যখন খানা খেয়ে শেষ করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানালেন। [তিরমিযী-৩৪৫৭]

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ খানার সুন্নাতসমূহ

১. দস্তরখান বিছানো। [বুখারী : ৫৪১৫, আনাস رضي الله عنه]

২. দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه]

৩. খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

৪. এক হাঁটু বা উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা। [ইবনে মাজাহ-৩২৬৩ ইবনে উমর رضي الله عنه ফাতহুল বারী: ৯/৫৪২]

৫. ডান হাত দিয়ে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

৬. নিজের সামনে থেকে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

৭. তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। (রুটির ক্ষেত্রে) [মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক رضي الله عنه]

৮. লুকমা পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নেওয়া। [মুসলিম : ৫৪২১, জাবির رضي الله عنه]

৯. পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২০, জাবির رضي الله عنه]

১০. হেলান দিয়ে না খাওয়া। [তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা رضي الله عنه]

১১. খাবারের দোষ-ত্রুটি না ধরা। [বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

১২. অত্যাধিক গরম খাদ্য না খাওয়া। [মুসতাদ্রাক : ৭১২৫, জাবির رضي الله عنه]

১৩. খাওয়ার পর দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

১৪. খাওয়ার শেষে হাত ধোয়া ও কুলি করা। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه, বুখারী ৫৪৫৪, সুওয়াইদ رضي الله عنه]

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৫ দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ

হযরত মিক্বদাদ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم দাওয়াত খাওয়ার সময় এ দু'আ পড়েছেন-

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَّنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ালো, তুমিও তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করালো, তুমিও তাকে পান করাও। [মুসলিম-৫৪৮৩]

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ পানি পান করার পর দু'আ

হযরত আবু জা'ফর رضي الله عنه বলেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যখন পানি পান করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজ দয়ায় আমাদেরকে মিষ্টি পানি পান করালেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি।
[কানযুল উম্মাহল-১৮২২৬]

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৭ পানি পান করার সুন্নতসমূহ

১ ডান হাত দ্বারা পান করা। [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর رضي الله عنهما]
২ বসে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস رضي الله عنه]
৩ দেখে পান করা। [আবূদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما,বযলুল মাজহুদ:১১/৪৫০,ম]
৪ "بِسْمِ اللهِ" বলে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]
৫ তিন শ্বাসে পান করা। [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস رضي الله عنه]
৬ পান করার পর "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" পড়া। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ দুধ পান করার দু'আ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা দুধ পান করাবেন সে যেন এ দু'আ পাঠ করে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ: হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং তা আরো বাড়িয়ে দিন [তিরমিযী-৩৪৫৫]

সবক ঃ ৯ ঘুমানোর পূর্বের দু'আ

হযরত হুযায়ফা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم রাতে যখন বিছানায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন ডান হাতের তালু নিজের গালের নীচে রেখে এ দু'আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই।

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

১. ঈশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করা, দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা। [বুখারী ঃ ৫৯৯, আবু বারযাহ্ رضي الله عنه]

২. ঘুমানোর পূর্বে কাপড় পরিবর্তন করা। [সুবুলুলহুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/৩৫৯, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

৩. উযু করে ঘুমানো। [বুখারী: ৬৩১১, বারা ইবনে আযিব رضي الله عنه]

৪. তিনবার বিছানা ঝেড়ে শোয়া। [বুখারী ঃ ৭৩৯৩, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

২-হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]

⑤ উভয় চোখে তিন তিনবার সুরমা লাগানো।
[তিরমিযীঃ ২০৪৮, ইব্‌নে আব্বাস رضي الله عنه]

⑥ তিনবার ইস্তিগফার أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ পড়া।
[তিরমিযীঃ৩৩৯৭, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

⑦ তাস্‌বীহে ফাতেমী سُبْحَانَ اللهِ ৩৩বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللهُ أَكْبَرُ ৩৪বার পড়া।
[বুখারীঃ ৫৩৬১, আলী رضي الله عنه]

⑧ সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস পড়া।
[বুখারী ঃ ৫০১৭, আয়েশা رضي الله عنها]

⑨ ডান কাতে কেবলামূখী হয়ে শুয়ে হাত চোয়ালের নীচে রাখা।
[বুখারীঃ ৬৩১৫, বারা رضي الله عنه, মুসনাদে আবি য়া'লাঃ ৪৭৭৪, আয়েশা رضي الله عنها]

⑩ পেটের উপর উপুড় হয়ে না ঘুমানো। [তিরমিযীঃ২৭৬৮,আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

⑪ ঘুমানোর দুআ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا পড়া।
[বুখারীঃ ৬৩১৪, হুযাইফা رضي الله عنه]

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১১ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর দু'আ

হযরত হুযাইফা رضي الله عنه বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন দান করেছেন এবং তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। [বুখারী-৬৩১৪]

deeniyat

সবক ঃ ১২ ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ

① ঘুম থেকে উঠেই উভয় হাত দ্বারা মুখ ও চোখ মলা ।

[বুখারী : ১৮৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

② ঘুম থেকে ওঠার দুআ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ পড়া ।

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

③ মেসওয়াক করা ।

[বুখারী : ২৪৫, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৩ বাইতুল খালায় (বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে দু'আ

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শুন! এই বাইতুল খালায় জিন ও শয়তান ইত্যাদি আসা-যাওয়া করে । তাই তোমাদের কেউ এগুলোতে প্রবেশ করার সময় যেন এ দু'আ পড়ে নেয় (এতে সে নিরাপদ থাকবে)-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রবেশ করছি । হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নারী-পুরুষ জ্বিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ।

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস رضي الله عنه]

সবক ঃ ১৪ বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর দু'আ

হযরত আয়শা رضي الله عنها বলেন, নবী কারীম ﷺ যখন বাইতুল খালা হতে বের হয়ে আসতেন, তখন বলতেন- غُفْرَانَكَ অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি । [ইবনে মাজাহ-৩০০]

এবং হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী কারীম صلى الله عليه وسلم যখন বাইতুল খালা হতে বের হতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টকে দূর করলেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করলেন। [ইবনে মাজাহ-৩০১]

বি: দ্রঃ- غُفْرَانَكَ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ উভয় দু'আ মিলিয়ে পড়বে।

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৫ বাইতুল খালার সুন্নতসমূহ

১. মাথা ঢেকে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]
২. জুতা, স্যান্ডেল পরে যাওয়া। [সুনানে কুবরা বাইহাক্বী: ৪৬৫,হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]
৩. দুআ পড়ে প্রবেশ করা। [বুখারী : ৬৩২২, আনাস رضي الله عنه]
৪. প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها ফাতহুল বারী ঃ ১৬/৪২৫]
৫. ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা। [আবূদাউদ : ৮, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]
৬. কথা-বার্তা না বলা। [আবূ দাউদ ঃ ১৫, আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]
৭. দাড়িয়ে প্রশ্রাব না করা। [ইবনে মাযাহ্ : ৩০৯, জাবির رضي الله عنه]
৮. বাম হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। [বুখারী : ১৫৪, আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه]
৯. ইস্তিঞ্জার পর মাটি কিংবা সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা। [আবূ দাউদ : ৪৫, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]
১০. ডান পা দিয়ে বের হয়ে আসা। [বুখারী : ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]
১১. বের হয়ে আসার পর দুআ পড়া। [ইবনে মাজাহ্ : ৩০০,আয়েশা رضي الله عنها,৩০১,আনাস رضي الله عنه]

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৬ উযূর পূর্বের দু'আ

হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী কারীম صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন بِسْمِ اللهِ (অর্থ: আমি আল্লাহর নামে উযূ শুরু করছি) বলে উযূ শুরু করো। [নাসাই-৭৮]

সবক ঃ ১৭ উযূর মাঝের দু'আ

হযরত আবু মূসা আশআরী رضي الله عنه বলেন, আমি নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হলাম। নবীজী উযূ করলেন। আমি তাঁকে এ দু'আ পড়তে শুনেছি-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন। আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে অমুক অমুক দু'আ পড়তে শুনেছি। নবীজী ইরশাদ করলেন, আমি সেই বাক্যগুলো দ্বারা চাওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো কিছু বাদ রেখেছি? [সুনানে কুবরা নাসাই-৯৯০৮]

ফায়দা: অর্থাৎ এ দু'আর মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের সব ধরনের কল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে; যেমন আখেরাতে মাগফিরাত হয়ে যাক; দুনিয়ায় প্রশস্ত ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাক; এবং রিযিকে বরকত হোক; সংকীর্ণতা না থাকুক। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশান্তি অর্জিত হয়ে গেল।

সবক ঃ ১৮ উযূর পরের দু'আ

হযরত উমর رضي الله عنه বলেন, রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করল এবং (সুন্নত ও আদবসমূহ রক্ষা করে) উত্তমভাবে উযূ করল, অত:পর এ দু'আ পড়ল, তার জন্য জান্নাতের আটও দরজা খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হল-

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনোও উপাস্য নেই। তিনি একক; তার কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন এবং পবিত্র অর্জনকারী লোকদের দলে শামিল করে নিন। [তিরমিযী-৫৫]

8 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৯ মসজিদে প্রবেশের দু'আ

হযরত আবূ হুমাইদ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে সে যেন এ দু'আ পড়ে-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। (মুসলিম-১৬৮৫)

সবক ঃ ২০ মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

১ প্রথমে বাম পা থেকে জুতা খোলা অত:পর ডান পা থেকে। [বুখারীঃ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

২ ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। [বুখারীঃ ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

৩ بِسْمِ اللّٰهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]

৪ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়া [তিরমিযীঃ৩১৪,ফাতেমা رضي الله عنها]

deeniyat

⑤ মসজিদে প্রবেশের দু'আ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়া।

[মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

⑥ ই'তিকাফের নিয়্যাত করা। [আল আযকার ঃ ১/৫৫]

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২১ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ

হযরত আবু হুমাইদ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ হতে বের হবে, তখন এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। [মুসলিম-১৬৮৫]

সবক ঃ ২২ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

① মসজিদ হতে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। [বুখারীঃ৪২৬,আয়েশা رضي الله عنها]

② بِسْمِ اللهِ পড়া। [ইবনে মাজাহঃ৭৭১,ফাতেমা رضي الله عنها]

③ দুরূদ শরীফ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ পড়া।

[তিরমিযীঃ ৩১৪,ফাতেমা رضي الله عنها]

④ মসজিদ থেকে বের হবার দুআ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ পড়া।

[মুসলিমঃ১৬৮৫,আবূ হুমাইদ رضي الله عنه]

⑤ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা অতঃপর বাম পায়ে । [বুখারীঃ ৫৮৫৬,আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৩ কাপড় পরিধান করার দু'আ

হযরত মুআয ইবনে আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এ দু'আ পড়ল, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। দু'আটি হল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করালেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ ছাড়াই তা আমাকে দান করলেন।
[আবু দাউদ-৪০২৩]

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৪ আযানের পর দু'আ

হযরত জাবের رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আযান পরিপূর্ণ হওয়ার পর এ দু'আ পড়বে, তার জন্য কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে। দু'আটি হল-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا ِۨالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ِۨالَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থ: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের প্রভু! (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ

মর্যাদা দান করুন এবং তাকে অধিষ্ঠিত করুন সেই প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন না। [বুখারী-৬১৪, শুআবুল ঈমান-২০০৯]

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৫ শয়তান থেকে হেফাজতে থাকার দু'আ

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আটি পড়বে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তাকে হেফাযত করা হবে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন, বিতাড়িত শয়তান হতে। [আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ্ লি ইবনিস সুন্নী-৪৯]

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৬ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইয়ান رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আপনার উপর আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমান সালাম দিলে উত্তরে বলবেঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

[মুসনাদে আহমাদ : ১২৬১২, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে পড়বেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

কোন নিয়ামত পেলে বলবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে অথবা ভাল আচরণ করলে বলবেঃ

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে হাদীসের কোর্সে ৪০টি হাদীস অর্থসহ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচটি অধ্যায় এর সাথে- যথা ঈমানিয়্যাত, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাকিয়্যাত সংশ্লিষ্ট। অতএব হাদীসগুলো মুখস্থ করানোর সময় এই অধ্যায়গুলোর ব্যাখ্যা ছাত্রদের ভাল করে বুঝিয়ে দিবেন। যেন হাদীসের সঠিক মর্ম তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে হাদিস গুলোর অর্থও মুখস্থ করিয়ে দিবেন। প্রথম বছরের কোর্সে ২০টি হাদীস দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট হাদীসগুলো দ্বিতীয় বছরের কোর্সে আনা হবে ইনশাআল্লাহ!

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তাঁর কৃত কাজসমূহকে 'হাদীস' বলে। আর সেই 'হাদীস' মুখস্থ করাকে 'হিফযে হাদীস' বলে।

হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদ্ধতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল নবআবিষ্কৃত কাজসমূহ (অর্থাৎ বিদআত) এবং প্রত্যেক বিদআতের পরিণতি হল পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী। [মুসলিম-২০৪২]

আল্লাহ তা'আলা সকল মানবজাতির হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। নবী কারীম ﷺ এই কুরআন-ই মানুষকে পাঠ করে শুনাতেন এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। তিনি যাই বলতেন শতভাগ সঠিক ও সত্য বলতেন। কারণ তার বলা সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে ছিল। নিজের খাহেশ ও প্রবৃত্তির ধোকায় পড়ে মনগড়া কিছুই বলতেন না। যা তিনি বলতেন, তার উপর আমল করে দেখাতেন। নবীজীর এসব কথা ও কাজগুলোকেই 'হাদীস' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিবেদিতপ্রাণ

সাহাবায়ে কিরাম তাঁর বাণীসমূহ খুব আদব ও মনযোগের সাথে শুনতেন, সেগুলো মনে রেখে সে অনুযায়ী আমলও করতেন। সেই বাণীগুলো অন্যদের নিকট পৌঁছেও দিতেন। সাহাবায়ে কিরামের শিষ্যরাও এমনি করেছেন। সাহাবাগণের শিষ্যের শিষ্যরাও এমনই করেছেন। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে দ্বীনী ইলমের এই সুবিশাল ভান্ডার হুবহু আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সুতরাং আমাদের অন্তরে এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হাদীসের শিরোনাম যে বাণীই আমরা পড়বো; তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মূল্যবান বাণী। তাঁর হাদীসগুলো ঠিক সেই রকম আদব ও একাগ্রতার সাথে পড়া ও শোনা উচিত; যেমনটা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পাওয়া যেত। তাতে বর্ণিত উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী আমল করা উচিৎ। যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ ও গুণে আমরাও গুণান্বিত হতে পারি। যেন তাঁর অপছন্দনীয় কথা ও কাজসমূহে আমরা জড়িয়ে না পড়ি। এমনিভাবে এ হাদীসগুলো পড়ে অন্যদের নিকট পৌঁছানোও আমাদের কর্তব্য; যেন নবীজীর দু'আ থেকে আমরা বঞ্চিত না হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস শ্রবণকারী, হেফাযতকারী ও অন্যদের নিকট প্রচারকারীকে দু'আ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সুখী-সমৃদ্ধ রাখুন, যে আমার কোনো হাদীস শুনার পর হুবহু তা অন্যের নিকট প্রচার করে। কারণ এমন লোক অনেক রয়েছে যাদের নিকট হাদীস প্রচার করা হয়; তারা শ্রবণকারীর চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। (তিরমিযী-২৬৫৭ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ দু'আর কারণেই হাদীস পাঠ দানকারী ও পাঠ গ্রহণকারী বহু লোক এমন রয়েছেন যাদের চেহারা দুনিয়াতেই নূরে ঝলমল করতে থাকে। হাদীসের ইলম আমাদেরকেও অত্যন্ত আদব ও ইহতিরামের সাথে অর্জন করতে হবে। যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও সেইসব নেয়ামত ও বরকতসমূহ দ্বারা পুরস্কৃত করেন যা তিনি তার প্রিয় রাসূলের হাদীস শিক্ষা দানকারীদের দান করে থাকেন।

হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

[শুআবুল ঈমান: ৩৮৮১,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন খুব সহজ ও সরল ।

হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নামায বেহেস্তের চাবি ।

হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরারাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ধোকা দেয়, সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।

হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কথাবার্তা বলার পূর্বে সালাম কর ।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর সত্য কথা বলা অপরিহার্য্য ।

হাদীস নম্বর ৬ ইমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১, উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমলের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ।

হাদীস নম্বর ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

[মুসলিম : ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ।

হাদীস নম্বর ৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৯৩৭, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কারোর জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

হাদীস নম্বর ⑨ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।

হাদীস নম্বর ⑩ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১, জনৈক সাহাবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাগ থেকে দূরে থাক।

হাদীস নম্বর ⑪ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

[তিরমিযী-১৯৮৭ আবুযর رضي الله عنه]

অর্থ: যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় কর।

হাদীস নম্বর ⑫ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا تَصِحُّوا

[মু'জামে আওসাত-৮৩১২ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

অর্থ: রোযা রাখ, সুস্থ থাকবে।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

হাদীস নম্বর ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

[তিরমিযী-১২০৯ আবু সাইদ খুদরী رضي الله عنه]

অর্থ: খাটি আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।

হাদীস নম্বর ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ

[তিরমিযী-১৮৯৯ ইবনে উমর رضي الله عنه]

অর্থ: আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

হাদীস নম্বর ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম-৩০৩ হুযাইফা رضي الله عنه]

অর্থ: চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীস নম্বর ১৬ ঈমান সম্পর্কিত

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

[মুসলিম-৩৯৩ আনাস رضي الله عنه]

অর্থ: এমন ব্যক্তি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কেয়ামত আসবে না যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে।

৯	নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

হাদীস নম্বর ১৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

[বুখারী-৫০২৭ উসমান رضي الله عنه]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং শিখায়।

হাদীস নম্বর ১৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

[আবু দাউদ-৩৫৮০ ইবনে উমর رضي الله عنه]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষদাতাও গ্রহীতা উভয়ের উপরই অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীস নম্বর ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلَا بَخِيْلٌ وَّلَا مَنَّانٌ

[তিরমিযী-১৯৬৩ আবু বকর رضي الله عنه]

অর্থ: ধোকাবাজ, খোটা দানকারী এবং কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীস নম্বর ২০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

[তিরমিযী-১১৬২ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

অর্থ: ঈমানদারদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সেই যার স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে ভাল।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আকাইদের মধ্যে ইসলামের পঞ্চ কালেমা, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসাল অর্থসহ দেয়া হয়েছে এবং ঈমানে মুফাসসলের মধ্যে আলোচিত সাতটি মৌলিক আক্বাইদ (যেমন-তাওহীদ, ফিরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, আম্বিয়া আ. আখেরাত, তাক্বদীর এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া)-কে শিরোনামের আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। প্রথমে উভয় কালেমা এবং ঈমানে মুজমাল ও মুফাসসাল অর্থসহ মুখস্থ করাবেন। অবশিষ্ট কালেমাগুলোর অর্থসমূহ ভালভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে দিবেন। পড়ানোর সময় এ কথাও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, উল্লেখিত কালেমাগুলো এবং সবকসমূহে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলোর উপর অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আক্বাইদঃ মানুষ যে সকল বিষয়ের প্রতি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সে গুলোকে আক্বাইদ বলে।

হাদীসঃ হযরত ওমর রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করল- আমাকে বলুন, ঈমান কী জিনিস? নবীজী উত্তর দিলেন- ঈমান হল, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল ও কেয়ামতের দিনকে সত্য বলে স্বীকার কর এবং প্রত্যেক ভাল-মন্দ তাক্বদীরের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর। [মুসলিম-১০২ উমর রা. হতে]

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি; কারণ দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদই রাখা হয়েছে আকীদার উপর। এ কারণেই যখনি কোনো কওমের আকাইদের মধ্যে বিনাশ ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তখনি তার সংশোধনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সকল নবীগণ তাঁদের জাতির প্রতি আকীদাকে বিশুদ্ধ রাখা এবং বিশুদ্ধ আকীদার উপর সুদৃঢ় থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কুরআন-হাদীসেও আক্বীদার ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহর একত্ববাদ, তার অস্তিত্ব ও গুণাগুণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আসমানী কিতাবসমূহ ও প্রেরিত রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা, নবীজীর শেষ নবী হওয়া এবং কুরআনের সর্বশেষ আসমানী কিতাব হওয়ার ব্যাপারে ঈমান রাখা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁর রাসূলগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর যা তিনি স্বীয় রাসূলদের উপর নাযিল করেছেন, এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাব যা তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশেতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ এবং আখেরাতের দিবসকে অস্বীকার করবে তাহলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়বে।

[সূরা নিসা-১৩৬]

আক্বীদা এমন এক মৌলিক বিষয় যাতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ নেই। সামান্য পদস্খলনও অনেক বড় বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। আমলের সাথেও আকাইদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনেক বড় বড় আমলও আল্লাহর নিকট আক্বিদার শুদ্ধতা ব্যতিত গ্রহণ যোগ্য হয় না। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহকে বিশ্বাস না করে, তার সঙ্গে কুফর ও শির্ক করে থাকে; অথবা হুজুর ﷺ কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না এবং তাঁর পর অন্য কোনো নবী আসার আকীদা রাখে; তা সে যেভাবেই হোক, তাহলে এমন ব্যক্তি যত ভাল কাজই করুক না কেন, আল্লাহর দরবারে সে প্রতিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না এবং এর কোনো সওয়াবও তাকে দেয়া হবে না। এ কারণেই আমাদের জন্য অপরিহার্য হল, বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর দৃঢ়তার সাথে জমে থেকে তা অন্তরে ভালভাবে গেথে নেয়া, যেন আমার ঈমান সঠিক থাকে, আল্লাহর নিকট আমাদের আমলগুলো কবুল হয় এবং এর উত্তম প্রতিদান নসীব হয়।

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ১ কালিমায়ে তাইয়্যেবা

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[মু'জামে সাগীর : ৯৯২, উমর رضي الله عنه]

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, (হযরত) মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ।

সবক ঃ ২ কালিমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم তার বান্দা ও রাসূল ।

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

[আবূদাউদ : ৮৩২, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা رضي الله عنه]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সকল দোষক্রটি হতে পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, গুনাহ্ হতে বাঁচার ক্ষমতা এবং সৎ কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, যিনি যিনি সু-উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ।

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

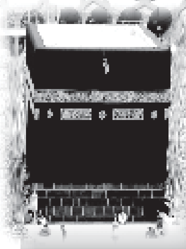

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৪ কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ

وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[মুসনাদে আহমাদ:২৬৫৫১,উম্মে সালমাহ্ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, সকল কল্যাণ তারই আয়ত্ত্বে এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ কালিমায়ে ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّأَنَا

أَعْلَمُهٗ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

[মাজ্মাউঝ ঝাওয়াইদ: ৭৬৭০, আবূ বকর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি জেনে শুনে কাউকে তোমার সঙ্গে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার অজ্ঞাতসারের গোনাহ্ থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি ।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৬ ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর তদ্রূপ ঈমান এনেছি যেমনভাবে তিনি নিজ নাম ও গুণাবলিসহ রয়েছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিয়েছি।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৭ ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, ক্বিয়ামতের দিনের উপর, এবং ভালমন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

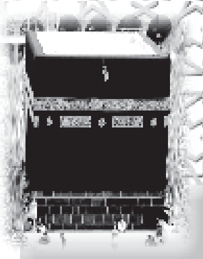

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৮ তাওহীদ

আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বীয় সত্ত্বা ও গুণাবলীতে একক। তার সত্ত্বা ও গুণের মধ্যে কেউ তার অংশিদার নাই। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সকল সৃষ্টি তার ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাকে উপকার পৌঁছাতে চান তাকে সকল মানুষ ও জীন মিলেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না; আর তিনি যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান, সকল মানুষ ও জীন মিলেও তার কোনো উপকার করতে পারবে না। যেমন কুরআনে কারীমে আছে- "যদি আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলেন, তাহলে তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের কল্যাণের ফায়সালা করেন, তাহলে কেউ তা আটকে রাখতে পারবে না।"

[সূরা ইউনুস-১০৭]

আল্লাহ তা'আলা কোন উপকরণ কিংবা সাহায্যকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। তিনি সকল প্রয়োজন পূরণ করেন, দু'আসমূহ তিনিই শুনেন, গুনাহসমূহ তিনিই ক্ষমা করেন, তাঁর সত্তাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য; তিনিই একমাত্র সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত, তিনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী। সারকথা: তাওহীদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সত্তাগতভাবে অদ্বিতীয়, এমনিভাবে স্বীয় গুণাবলীতেও একক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নেই। কুরআনে আছে- কোনো বস্তুই আল্লাহর সদৃশ নয়। [সূরা শুরা-১১]

deeniyat

প্রশ্নমালা :

(১) দু'আসমূহ কে শুনেন?
(২) গুনাহসমূহ কে ক্ষমা করেন?
(৩) উপাসনার উপযুক্ত কে?
(৪) সাহায্য কার কাছে চাওয়া উচিত?
(৫) 'তাওহীদ' -এর অর্থ কি?
(৬) আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলীতে কি কেউ শরীক আছে?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৯ ফেরেশতাগণ

ফেরেশতা হল আল্লাহর নূর দিয়ে তৈরীকৃত একপ্রকার সৃষ্টি ও সম্মানিত বান্দা। তারা সকল পাপরাশি হতে পবিত্র। দিন-রাত তারা আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল থাকেন। যে কাজে আল্লাহ তাদের লাগিয়ে দিয়েছেন, তারা সেকাজেই আজো লেগে আছেন। কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেন না। যেমন কুরআনে আছে- ফেরেশতাগণ আল্লাহর কোনো আদেশই ভঙ্গ করেন না; তারা তাই করেন, যা তাদের আদেশ দেয়া হয়। [সূরা তাহরীম-৬]

ফেরেশতাগণ পুরুষও নন; নারীও নন। তাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তাদের খাবার হল তাদের প্রভুর ইবাদত-বন্দেগী করা; তাঁর আদেশ পালন করা। তারা ইবাদত করে বিরক্ত হন না। ইবাদত করতে তাদের না লজ্জা লাগে; না তারা অহংকার করে। আল্লাহ তাদেরকে আকৃতি পরিবর্তন করার ক্ষমতা দান করেছেন। কখনো তারা মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে; কখনো অন্য কিছুর আকৃতিতে। আসমান-যমীনের সকল শৃংখলার দায়িত্ব আল্লাহ তাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। ফেরেশতারা অগণিত। তাদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ জানে না। কুরআনে আছে- 'তোমার প্রভুর সেনাবাহিনী ফেরেশতাদের সংখ্যা) তিনি ব্যতিত অন্য কেউ জানে না। [সূরা মুদ্দাসসির-৩১]

তাদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সম্মানি।

(১) হযরত জিবরাঈল (আ.) (২) হযরত মিকাঈল (আ.) (৩) হযরত ইস্‌রাফীল (আ.) (৪) হযরত ইযরাঈল (আ.) [উমদাতুল ক্বারী-২২/৪৫৮]

এক. হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানগুলো, কিতাবসমূহ এবং বিভিন্ন বার্তাসমূহ নিয়ে পয়গাম্বার ও রসূলগণের নিকট আগমন করতেন। [শরহুল আরবাঈন আন্নাবাবিয়্যাহ-৬/৩, বিদায়া নিহায়া-১/৪৬]

দুই. হযরত মিকাঈল আ. আল্লাহর সকল সৃষ্টিকূলকে রিযিক পৌঁছানো এবং বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়াদির শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত। তার অধীনে অগণিত ফেরেশতা কাজ করেন। কেউ মেঘের শৃংখলা রক্ষার কাজে, কেউ বাতাসের, কেউ বিজলী গর্জন ইত্যাদি দেখাশুনার কাজে, কেউ নদী, সাগর-মহাসাগরের দেখাশুনায় নিয়োজিত। তারা সবকিছুর শৃংখলা আল্লাহর হুকুমে রক্ষা করে থাকেন।

[শু'আবুল ঈমান-১৫৮ ইবনে সাবিত رضي الله عنه, বিদায়অ নিহায়া-১/৪৬]

তিন. হযরত ইস্‌রাফিল আ. কেয়ামতের দিন সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন

[শুআবুল ইমান-৩৫৩ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

চার. হযরত ইযরাঈল আ. যিনি সৃষ্টিকূলের জান কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তার অধীনেও অগণিত ফেরেশতা কাজ করেন। মুমিন বান্দাদের জান কবজকারী ফেরেশতা পৃথক, কাফের বান্দাদের জান কবজকারী ফেরেশতা পৃথক। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১/৪৭]

এই চার ফেরেশতা ব্যতিত আরো অন্যান্য ফেরেশতাদের কথা কুরআন -হাদীসে আলোচিত হয়েছে। যাদের মধ্যে কয়েকজন ফেরেশতার কাজের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল:-

(১) চার ফেরেশতা। এদেরকে 'কিরামান কাতিবীন' বলে। যাদের দু'জন রাতে এবং দু'জন দিনের বেলায় প্রত্যেক বান্দার সঙ্গেই থাকেন। একজন থাকেন ডান কাঁধে যিনি নেকী লিখেন, অপরজন বাম কাঁধে যিনি গুনাহ লিখেন।

[সূরা ইনফিতার-১১,১২, আদ্দুররুল মানসূল-৮/৪৪০]

(২) কিছু ফেরেশতা মানুষকে বিপদ-আপদে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। যারা সামনে-পিছন থেকে তাদের হেফাযত করেন। এদেরকে 'হাফাযাহ' বলে।

(৩) কিছু ফেরেশতা মানুষের মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করার কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে 'মুনকার-নাকীর' বলে। [তিরমিযী-১০৭১, আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলার সকল ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। যারা তাদেরকে অবিশ্বাস করবে, তারা মুমিন হতে পারবে না।

প্রশ্নমালা :

(১) ফেরেশতা কারা?
(২) ফেরেশতারা কি আল্লাহর নাফরমানী করে?
(৩) ফেরেশতাদের খাবার কী?
(৪) প্রসিদ্ধ চার ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বল?
(৫) 'কিরামান-কাতেবীন' কোন ফেরেশতা?
(৬) 'হাফাযাহ' কোন ফেরেশতাদের বলে?

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ আসমানী কিতাবসমূহ

আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে একাধিক পয়গম্বারদের উপর বহু ছোট-বড় কিতাব নাযিল করেছেন। যেন সেই পয়গাম্বরগণ নিজ নিজ উম্মতদেরকে দ্বীনের কথা বলতে পারেন। ছোট কিতাবসমূহকে 'সহীফা' আর বড় কিতাবসমূহকে 'কিতাব' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে চারটি কিতাব সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

(১) তাওরাত (২) যাবুর (৩) ইঞ্জীল (৪) কুরআন মাজীদ।

[সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৬১ আবুযর رضي الله عنه]

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

এক. তাওরাত হযরত মূসা আ.-এর উপর নাযিল হয়েছে।

[মুসলিম-৪৫৩৬ বারা ইবনে আযিব رضي الله عنه]

দুই. যাবুর হযরত দাউদ আ.-এর উপর নাযিল হয়েছে।

[সূরা নিসা-১৬৩]

তিন. ইঞ্জিল হযরত ঈসা আ.-এর উপর নাযিল হয়েছে।

[সূরা হাদীদ-২৭]

চার. কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এর উপর নাযিল হয়েছে।

[সূরা দাহর-২৩]

এই চার কিতাব ব্যতিত কিছু 'সহীফা' হযরত শীশ আ.-এর উপর, কিছু হযরত ইদরীস আ.-এর উপর, কিছু হযরত ইবরাহীম আ.-এর উপর, কিছু হযরত মূসা আ-এর উপর এবং কিছু অন্যান্য পয়গাম্বরদের উপর নাযিল হয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৬১ আবুযর رضي الله عنه]

সকল আসমানী কিতাবের ব্যাপারে মুসলমানদের এ আক্বীদা থাকতে হবে।

(১) সকল আসমানী কিতাব মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলোতে রয়েছে হেদায়াতপূর্ণ কথামালা, ওয়াজ-নসীহতপূর্ণ বিষয়াদি, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি। এ কথাও রয়েছে যে, নিজ নিজ যামানায় এসব বিধি-বিধান মেনে চললে বান্দারা মুক্তি পেয়ে যাবে। কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপনের মাঝেই রয়েছে মুক্তি। অন্য কোনো ধর্মে বা কিতাবে নয়।

[সূরা মাইদা-৪৪-৪৯, মুসলিম-৬৩৭৮ যায়েদ ইবনে আরক্বাম رضي الله عنه -শরহে আক্বাইদ-১৪২-১৪৩]

deeniyat

(২) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে বহু কিতাব তো আজ পাওয়া যায় না। যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মূল শব্দ ও অর্থসহ সংরক্ষিত নেই। সেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার কালামের সাথে মানুষের কালামও শামিল হয়ে গেছে। পথভ্রষ্ট ও দুষ্ট লোকেরা অনেক কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে এই কিতাবগুলোতে ভরে দিয়েছে। এবং অনেক কথাকে পরিবর্তনও করে দিয়েছে। এজন্য পূর্ববর্তী সেইসব আসমানী কিতাবসমূহের যে কথাগুলো কুরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেগুলো তো সত্য বলে বিবেচিত হবে; আর যেগুলো কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে সেগুলো মিথ্যা। আর যে কথাগুলো কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়; আবার সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা নিরব থাকবো; না সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করবো; না অস্বীকার করবো।

[সূরা মাইদা-১৩, বুখারী শরীফ-৪৪৮৫ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

(৩) আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ সকল কিতাব ও সহীফাসমূহের ব্যাপারে এই মর্মে ঈমান রাখা জরুরি যে, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেউ এসব কিতাবসমূহের কোনটিকে অস্বীকার করবে সে মুমিন থাকবে না।

[সূরা বাক্বারা-৪, সূরা নিসা-১৩৬, শরহে আক্বীদাতুত্তহাবী-১/২৯৭]

প্রশ্নমালা

(১) চারটি আসমানী কিতাবের নাম কী?

(২) আসমানী কিতাবসমূহ কেন নাযিল হয়েছে?

(৩) আসমানী কিতাবসমূহে কী আছে?

(৪) কেয়ামত পর্যন্ত কোন কিতাবের উপর আমল করা হবে?

(৫) আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহের ব্যাপারে কেমন ঈমান রাখতে হবে?

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ১১ নবী ও রাসূল

রিসালাত ও নবুওয়াত-এর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার বার্তাসমূহ বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌঁছানো জন্য নিজের বিশেষ বান্দাদের দুনিয়াতে পাঠান। এই বার্তাবাহকদেরকে 'নবী ও রাসূল' বলা হয়। বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের আগমন পৃথিবীবাসীদের জন্য রহমত ও অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ যদি নবুওয়াত ও রেসালাতের ধারাবাহিকতা না রাখতেন, তাহলে মানবজাতি না নিজের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পেত, না জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান পেত। না ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো; আর না একজন অপরজনের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হত। আল্লাহ তা'আলা অশেষ অনুগ্রহ করে এই নবুওয়াত ও রেসালাতের ধারা জারি করলেন এবং দুনিয়ায় বসবাস কারীদের জন্য সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন।

[সূরা আলে ইমরান-১৬৪, শরহে আক্বীদাতুত্তহাবী লি ইবনে আবিল ইয্‌র-১/১৪৯]

নবী ও রাসূল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আকীদাসমূহ

(১) আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলদেরকে প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। [সূরা ইউনুস-৪৭, সূরা ফাতির-২৪]

(২) নবী ও রাসূলগণ সত্যবাদী হন; কখনো মিথ্যা বলেন না, বদ অভ্যাস, খারাপ কাজ ও ছোট-বড় সকল গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

[শরহু আকাইদে নাসাফিয়্যাহ-১৩৯]

(৩) আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় পয়গাম বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত করেছেন। [সূরা আরাফ-৬৩, সূরা আহযাব-৩৯]

(৪) তারা আল্লাহর পয়গাম বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে কোনো রকম ত্রুটি বা কমী-বেশী করেন না এবং এই পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের থেকে কোনো ভুল-ভ্রান্তিও হয়নি। [সূরা ইউনুস-১৫, নাজম-২-৪]

deeniyat

(৫) তারা আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বান্দাদের থেকে কোনো বিনিময় ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। [সূরা সাবা-৪৭, শুআরা-১৮]

(৬) যারা তাদের পয়গাম গ্রহণ করে, তাদেরকে সাওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদ শুনান, আর যারা গ্রহণ করে না, তাদেরকে আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের ভয় দেখান। [সূরা সাবা-২৮]

(৭) তারা নিজেরাও ভাল কাজ করেন; এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন এবং অন্যদেরকেও সেই রকম করার জন্য আহ্বান করেন। [আল ইরশাদ ইলা সহীহিল ইতিকাদ-১/১৬৯]

(৮) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুজিযা দান করেন। [শরহুল আকাইদ আননাসাফিয়্যাহ-১৩৪]

(৯) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অদৃশ্যের অনেক বিষয়ে অবগত করেন। [আলে ইমরান-১৭৯, জ্বিন-২৬-২৭[

(১০) সকল নবী ও রাসূল মানব ছিলেন এবং সবাই পুরুষ ছিলেন; কোনো নারী নবী-রাসূল হয়নি। [ইউসুফ-১০৯]

(১১) নবুওয়াত ও রেসালাত আল্লাহ প্রদত্ত দান। এতে মানুষের চেষ্টা, ইচ্ছা কিংবা ইবাদাতের কোনো প্রকার প্রভাব নেই। এ কারণেই কোনো আল্লাহর ওলী; চাই তিনি মেহনত-মোজাহাদায় যতবড় মর্যাদাই অর্জন করে থাকুক, কখনো একজন নবীর মর্যাদার সমকক্ষ হতে পারবেন-না। [ছফওয়াতুত্তাফাসীর-১/৫০, শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ-১৬৪]

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাশরীফ এনেছেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম নিম্নে দেয়া হল-

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

হযরত আদম আ., হযরত নূহ আ., হযরত ইদরীস আ., হযরত ইবরাহীম আ., হযরত ইসমাঈল আ., হযরত ইয়াকুব আ., হযরত ইউসুফ আ., হযরত মূসা আ., হযরত দাউদ আ., হযরত সুলাইমান আ., হযরত ঈসা আ., এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ।

[সূরা আম্বিয়া-৪৮, ৮৫, শরহুল আকাইদ আন নাসাফীয়্যাহ-১৩৫]

আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণের সংখ্যা বিষয়ে সঠিক আকিদা হল যে, তার কোনো বিশেষ সংখ্যা নির্ধারণ না করা; বরং এই আকিদা রাখবে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর বহু নবী ও রাসূলগণ তাশরীফ এনেছেন। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলে গেছেন, তাঁদের উপরই ঈমান আনা ফরয। তাঁদের মধ্যে বিভাজন করা অর্থাৎ কাউকে মানা; কাউকে না মানা সরাসরি কুফর।

[সূরা বাকারা-২৮৫, শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ-১৩৮]

প্রশ্নমালা

(১) রেসালাত ও নবুওয়াতের অর্থ কী?

(২) আল্লাহ যদি নবুওয়াত ও রেসালাতের ধারাবহিকতা চালু না করতেন, তাহলে কী হত?

(৩) নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে জরুরি আকীদাসমূহ বলুন?

(৪) কোনো ওলী কি নবী ও রাসূলগণের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে?

(৫) আম্বিয়া ও রাসূলগণের সংখ্যা বিষয়ে কি আকীদা রাখা উচিত?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১২ আখেরাত

'ইয়াওমে আখেরাত'-এর অর্থ পরে আগমনকারী দিন। দুনিয়ার জীবনের পর আখেরাতের জীবন শুরু হবে; যা কখনো শেষ হবে না। সেই অনন্তকালের জীবনকে শরীআতের পরিভাষায় 'আখেরাত' বলে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর-১/৫৯]

এ পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানে বান্দা ভাল-মন্দ যে কাজই করুক আখেরাতে তাকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে- 'যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ কোনো সৎকাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে, আর যে অনু পরিমাণ কোনো মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে। [সূরা যিলযাল-৭-৮]

আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হল, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে। সেখানে মানুষ তার ভাল কৃত কাজের প্রতিদান ও মন্দ কাজের শাস্তি পাবে। মৃত্যুর ফেরেশতা কতৃক রূহ কবজ করা এবং মৃত্যুর পর মুনকার-নাকীরের সাওয়াল-জাওয়াব সব সত্য। কেয়ামতের আলামতসমূহ একটি একটি করে প্রকাশ পাওয়া এবং এরপর কেয়ামত সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত। সকল মৃতদের পুনরুজ্জিবীত হয়ে হাশরের ময়দানে জমা হওয়া, নিসাব-নিকাশ হওয়া, মিযান প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আমলনামা ওজন করা এগুলো সব সত্য ও হক। পুলসিরাত দিয়ে অতিবাহিত হওয়া, সেটি চুল থেকে বেশি চিকন ও তরবারীর চেয়ে বেশি ধারালো হওয়া, ঈমানদারদের তার উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া এবং কাফেরদের জাহান্নামে পতিত হওয়া সত্য। এমনিভাবে জান্নাতে হরেক রকমের নেয়ামত এবং জাহান্নামের কষ্ট ও শাস্তি প্রদান হক এবং সত্য।

[শরহুল আকীদাতুতাহাবী -১/৪২৯]

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

আখেরাত প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে যে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সেই সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা এবং সে সম্পর্কে বর্ণিত সব কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

প্রশ্নমালা

(১) 'আখেরাত' কাকে বলে?

(২) আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখার অর্থ কী?

(৩) আখেরাতের ব্যাপারে কি আকিদা পোষণ করা উচিত?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

আকাইদ

সবক ঃ ১৩ তাক্বদীর

সমগ্র পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে–এসব কিছুর জ্ঞান শুরু থেকেই আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহর এই জ্ঞানকেই 'তাক্বদীর' বলে। [শরহুল আকীদাতুত্তাহাবী-১/২৭২]

তাক্বদীর প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আকাইদ

(১) পৃথিবীতে যা কিছুই হয়েছে; হচ্ছে এবং হবে এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেই 'লাওহে মাহফুযে' লিখে রেখেছেন।

[মুসলিম-৬৯১৯ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ رضي الله عنه]

(২) যেসব বিষয়াদি ঘটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তা কেউ আটকাতে পারবে না। [আবু দাউদ-৪৭০০-উবাদাহ ইবনে সামিত رضي الله عنه]

(৩) ভাল-মন্দ সব পরিস্থিতিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়।

[সূরা নিসা-৭৮]

(৪) যদি ভাল অবস্থা সৃষ্টি হয় তা গর্ব-অহঙ্কার না করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। আর যদি খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হয় তাহলে তাকে নিজের মন্দ কাজের প্রতিফল মনে করে তাওবা-ইস্তেগফার করবে এবং এই ভাববে যে, এতে আল্লাহর কোনো হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে।

[মুসলিম-৭৬৯২, সুহাইব رضي الله عنه -শুআবুল ঈমান-১/২০১]

(৫) কেউ কোনো বিপদে পড়লে কখনো একথা বলবে না যে, যদি আমি এমন করতাম তাহলে এমন হতো না; এমন করতাম তাহলে এমন হত। বরং বলবে, আমার ভাগ্যে এটাই লিখা ছিল।

[মুসলিম-৬৯৪৫, আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

(৬) তাক্বদীর ও অদৃষ্টের উপর ভরসা করে কখনো বসে থাকবে না। অর্থাৎ এমনটা কখনো ভাববে না যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয় পূর্ব থেকেই লিখে রেখেছেন। অতএব এখন আর আমল করে লাভ কী? বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কারণ নেক লোকদের জন্য নেকীর পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং সে পথে চলা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আর বদকার পাপীদের জন্য মন্দের পথ উন্মোচিত করে দেয়া হয় এবং সেই পথে চলা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

[বুখারী -৪৯৪৯-আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

(৭) পূর্বের উম্মতরা তাকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আমরা তাকদীরের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক না করি।

[তিরমিযী-২১৩৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

deeniyat

প্রশ্নমালা

(১) তাকদীর কাকে বলে?

(২) কোন জিনিসগুলো আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেই 'লাওহে মাহফুযে' লিখে রেখেছেন?

(৩) ভাল অবস্থা সৃষ্টি হলে কি করা উচিত?

(৪) খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে কী করা উচিত?

(৫) তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকা কেন ঠিক নয়?

(৬) তাকদীরের ব্যাপারে আমাদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৪ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া

'বা'ছি বা'দাল মাউত'-এর অর্থ হল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো। কেয়ামতের দিন যখন হযরত ইসরাফিল আ. প্রথমবারের মত সিঙ্গায় ফুঁ দিবেন তখন সকল প্রাণীরা মারা যাবে, এরপর হযরত ইসরাফিলকেও আল্লাহ মৃত্যু দান করবেন। লম্বা সময় পার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফিল আ. কে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তিনি দ্বিতীয় বারের মত সিঙ্গায় ফুঁ দিবেন এতে সকল মানব দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে যাবে। একেই 'বাছি বা'দাল মাউত' তথা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া বলে।

[শরহুল আকীদাতুত্তাহাবী-১/৫৩৪]

সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এমন অবস্থায় কবর থেকে বের হয়ে আসবেন যে, তাঁর ডান হাতে থাকবে হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর হাত এবং বাম হাতে থাকবে হযরত ওমর رضي الله عنه এর হাত।

[ইবনে মাজাহ-৪৩০৮ আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه, তিরমিযী-৩৬৬৯ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে]

তারপর হযরত ঈসা আ. ও অন্যান্য আম্বিয়াগণ নিজ নিজ কবর থেকে উঠে আসবেন। এরপর সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীন ও মুমিন বান্দাগণ এ কথা বলতে বলতে উঠবেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদের থেকে দুশ্চিন্তাকে দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল ও মূল্যায়নকারী। [শুআবুল ঈমান-১০০ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

সর্বশেষ কাফের ও পাপী বান্দারা এ কথা বলতে বলতে উঠবে

يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

অর্থ: হায় আফসোস! হায় পোড়া কপাল! কে আমাদেরকে কবর থেকে উঠাল? [শুআবুল ঈমান-৩৫৭ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

যে ব্যক্তি যে অবস্থায় মারা গিয়েছে সে সেই অবস্থায় উঠবে। শহীদদের শরীর থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরবে, যার রং ও সুবাস হবে জাফরানের মত। যে হজ্জ অবস্থায় মারা যাবে, সে 'লাব্বাইক... বলতে বলতে উঠবে। প্রত্যেক ব্যক্তি উলঙ্গ ও খতনা করা ছাড়া উঠবে। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম আ.কে সাদা পোশাক পরিধান করানো হবে। তারপর হযরত ﷺ মুহাম্মাদ কে পোশাক পরিধান করানো হবে (তারপর অন্যান্য নবী-রাসূল ও সাধারণ মানুষদেরকে পোশাক পরিধান করানো হবে) [মুসলিম-৭৪১৩ জাবের رضي الله عنه, বুখারী-২৩৭ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, বুখারী-১৮৫১ ইবনে আব্বাস, বুখারী-৩৩৪৯ ইবনে আব্বাস, মুসনাদে আহমাদ-৩৭৮৭ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

আমরা মুসলমানদের বিশ্বাস হল, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা একটি সত্য বিষয় এবং আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম।

deeniyat

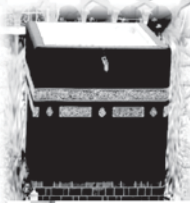

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মৃতদেহের ক্ষয় হওয়া হাড্ডিগুলো এবং মাটিতে মিশে যাওয়ার মাংসের টুকরোগুলো একত্রিত করবেন। চাই তা আগুনে জ্বলে গিয়ে থাকুক অথবা পানিতে ডুবে গিয়ে কিংবা প্রাণীর পেটে হযম হয়ে থাকুক- শরীরের সকল অংশগুলো তিনি জমা করবেন, আর যে সব রূহ দুনিয়ায় দেহসমূহের মধ্যে ছিল, সেগুলোকে দেহের মধ্যে রেখে পুনরায় জীবিত করা হবে। কুরআনে আছে- 'মক্কার পৌত্তালিকরা বলতো, যখন আমরা মারা যাব, আমাদের হাড্ডিগুলোসহ আমরা মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে!! আমাদের পূর্বেই মরে যাওয়া আমাদের বাপ দাদারাও কি পুনরুজ্জীবিত হবে? হে নবী বলে দিন- পূর্বের ও পরের সকল মানুষকে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।

[সূরা ওয়াকিওআহ-৪৭-৫০]

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা এতে সন্দেহ করে তাহলে সে মুমিন নয়।

deeniyat

প্রশ্নমালা

(১) 'বা'ছি বা'দাল মাউত' কাকে বলে?

(২) সর্বপ্রথম কাকে পোশাক পরিধান করানো হবে?

(৩) যে হজ্জ অবস্থায় মারা গেছে সে কি বলতে বলতে উঠবে?

(৪) আমরা মুসলমানদের আকীদা কী?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

❖ মাসাইলের সবকসমূহ ছাত্রদের পড়ানোর পূর্বে নিজে ভালভাবে অধ্যায়ন করে বুঝে নিবেন এবং এসব মাসাইলের বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য গ্রহণযোগ্য ফিকহের কিতাবসমূহও অধ্যায়নে রাখতে পারেন, এতে অনেক উপকার হবে। এমনকি এতে ছাত্রদের মাসাইল বুঝানো ও পরিতৃপ্ত করার ক্ষেত্রে দারুন সহযোগিতা পাবেন।

❖ মাসাইলের বিষয়টি সারা বছরই পড়াতে হবে। সকল মাসাইল ছাত্রদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। সবকের অধীনে প্রদত্ত প্রশ্নমালার উত্তরগুলোও তাদের মুখস্থ করিয়ে দিবেন। সবকের অধীনে দেয়া প্রশ্নমালার উপর নির্ভর না করে নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে মাসাইলগুলো তাদের মস্তিস্কে বসিয়ে দিবেন।

❖ নামাযের মধ্যে পাঠ্য বিষয়াদি মুখস্থ করানোর পাশাপাশি 'নামাযের মাসনূন পদ্ধতি'-কে সামনে রেখে মাসনূন পদ্ধতিতে সপ্তাহে একদিন মাসাইল বর্ণনার সাথে সাথে আমলী মশক্ও করাবেন এবং এ কাজটি বছরের শুরু থেকেই আরম্ভ করবেন।

❖ 'তারকীবে নামায' শিরোনামের অধীনে নামাযের যে পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে তা ছাত্রদের মস্তিস্কে এমনভাবে বসিয়ে দিবেন, যেন সে দু'রাকাত নামায কিভাবে পড়তে হয়- তা নিজের ভাষায় বলে বুঝাতে পারে।

❖ নামাযের দু'আ ও কালেমাসমূহ অর্থসহ লেখা হয়েছে, ছাত্ররা যদি সহজেই অর্থ মুখস্থ করতে পারে, তাহলে মুখস্থ করিয়ে দিবেন; অন্যথায় শুধু অর্থ বুঝিয়ে দিবেন।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

পরিভাষা ও উৎসমূলক কথা

মাসাইলঃ দ্বীনের ঐ সমস্ত কথা যার মাধ্যমে আমলের পদ্ধতি তথা শুদ্ধ-অশুদ্ধের আলোচনা হয়, তাকেই 'মাসাইল' বলে।

নামাযঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর সামনে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করাকে 'নামায' বলে।

হাদীসঃ হযরত আবু যর গিফারী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, আবু যর! যদি ইলমের একটি অধ্যায় শিখতে পার-চাই তার উপর এই মুহূর্তে আমল করতে পার আর না পার (যেমন, পানি পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমের মাসাইল শিক্ষা লাভ করা) তাহলে তা হাজার রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম হবে। [ইবনে মাযাহ-২১৯]
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করবে, সময়মত নামায পড়বে, রুকু-সিজদা ভালভাবে করবে এবং একাগ্রতার সাথে নামায পড়বে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য জরুরি করে নেন। আর যে এমন করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। তিনি চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন; চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন। [আবু দাউদ-৪২৫ উবাদাহ ইবনে সামিত رضي الله عنه]
ইলম আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এর মাধ্যমেই মানুষ জীবন যাপনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানতে পারে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক ও ভুলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। এই ইলম দ্বারাই হালাল-

মাসাইল

deeniyat

হারামের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই সকল মুসলমানের উপর ইলম শিক্ষা করা ফরয। দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। নামাযের মর্যাদা দ্বীনের মধ্যে এমন,যেমন মাথার মর্যাদা দেহের মধ্যে। নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া-আখেরাতের সফলতার ওয়াদা করেছেন। নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা উত্তম জীবন ও বরকতময় রিযিক দান করবেন। নামায আমাদের নবীজীর চোখের শীতলতা ছিল। নামায বেহেশতের চাবি। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হবে। যার নামায ঠিক হবে তার সব আমল ঠিক হয়ে যাবে; আর যার নামায ঠিক হবে না তার অবশিষ্ট আমলগুলোও ঠিক হবে না। সুতরাং সঠিকভাবে শিখা, জানা, সঠিকভাবে পড়া এবং তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সবক ঃ ১ উযূর ফরযসমূহ

উযূতে চার ফরয [সূরা মাইদা-৬]

(১) কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করা। [শামী-১/২৩৫, আরকানুল উযূ]

(২) উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা। [শামী-১/২৪৭, আরকানুল উযূ]

(৩) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা। [শামী-১/২৪৭, আরকানুল উযূ]

(৪) উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা। [শামী-১/২৪৭, আরকানুল উযূ]

প্রশ্নমালা :

(১) উযূর ফরয কয়টি?

(২) উযূর ফরযগুলো শুনান তো?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

মাসাইল

সবক ঃ ২ উযূর সুন্নত পদ্ধতি

নামায পড়ার পূর্বে উযূ করা আবশ্যক। এছাড়া নামায হবে না। উযূর সুন্নত পদ্ধতি হল, সর্বপ্রথম পবিত্র হওয়ার নিয়ত করবে। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে উযূ শুরু করবে। উভয় হাত কবজী পর্যন্ত তিনবার ধুবে। এরপর মেসওয়াক করবে। মেসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে। এরপর তিনবার কুলী করবে। এরপর ডান হাত দিয়ে তিনবার নাকে পানি দিবে; এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। এরপর তিনবার পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করবে; এক কানের লতি

deeniyat

হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত এবং কপালের চুলের গোড়া হতে থুতনীর নিচ পর্যন্ত। এরপর দাঁড়ি খিলাল করবে। এর পদ্ধতি হল, ডান হাতে সামান্য পানি নিবে এবং চিবুকের নিচ থেকে আঙ্গুলগুলো দাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করাবে। এবং উপরের দিকে নিয়ে বের করে আনবে। এরপর তিনবার ডান হাত কনুইসহ ধৌত করবে। এরপর বাম হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করবে। এরপর উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে। এর পদ্ধতি হল, বাম হাতের তালু ডান হাতের পিঠের উপর রেখে আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির ভাঁজে ঢুকিয়ে দিবে; এরপর একইভাবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে। পুনরায় হাত ভিজিয়ে পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করবে। সঙ্গে সঙ্গে কান ও গর্দানের মাসাহও করে নিবে। এরপর বাম হাত দিয়ে ডান পায়ের টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলি দিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাঝে খিলাল করবে। এরপর বাম পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং আঙ্গুলির খিলালও করবে। মুখমন্ডল, হাত ও পাগুলোকে খুব মর্দন করে ধৌত করবে, চেহারায় জোরে পানি মারবে না। সর্বশেষে উযূর পরের দু'আটি পড়বে। [শামী-১/২৭২, ৩৪৫, কিতাবুত্তাহারাত]

মাসআলা: যদি দাঁড়ি এ পরিমাণ ঘন হয় যে, ভিতরের চামড়া বাহির থেকে দেখা যায় না, তাহলে উযূতে সেই ভিতরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক নয়; বরং দাঁড়ির উপরের অংশ ধুয়ে নিলেই চলবে। দাঁড়ির যে অংশ চিবুক থেকে নিচের দিকে ঝুলে থাকে সুগুলো ধৌত করা ফরয নয়; বরং সেগুলো খিলাল করা সুন্নত।

[শামী-১/২৫৪, কিতাবুত্তাহারাত-আরকানুল উযূ]

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

প্রশ্নমালা

(১) উযূ করার পদ্ধতি বলুন!

(২) নাক কোন হাত দিয়ে পরিষ্কার করবেন?

(৩) হাতের আঙ্গুলগুলোর খিলাল কিভাবে করবেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

আটটি জিনিসের দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয় সেগুলোকে 'নাওয়াকিযে উযূ' বলা হয়।

(১) প্রশ্রাব-পায়খানা করা অথবা ঐ দুই রাস্তা দিয়ে অন্যকিছু বের হওয়া। [শামী-১/৩৬৫ নাওয়াকিযুল উযূ]

(২) পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হওয়া। [শামী-১/৩৬৫ প্রাগুক্ত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৩) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। [বাদাইউসসানাই-১/২৪ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৪) মুখভরে বমি করা। [শামী-১/৩৭৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৫) চিত বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো। [শামী-১/৩৮৬, কিতাবুত্তাহারাত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৬) অসুস্থ কিংবা অন্য কোনো কারণে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৭) পাগল বা মাতাল হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৩৯৬, নাওয়াকিযুল উযূ]

(৮) জানাযার নামায ব্যতিত যে কোনো নামাযে উচ্চস্বরে হাসা। [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

deeniyat

প্রশ্নমালা ঃ

(১) কয়টি কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়?

(২) নামাযের বাহিরে উচ্চস্বরে হাসলে কী উযূ ভেঙ্গে যাবে?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ গোসলের ফরযসমূহ

গোসলে তিন ফরয

(১) মুখভরে কুলি করা। [শামী-১/৪২৩ মাতলাবু ফি আবহাসুল গুসলি]

(২) নাকে পানি দেয়া। [শামী-১/৪২৩- প্রাগুক্ত]

(৩) সমস্ত শরীরে এমনভাবে পানি ঢালা যেন, এক চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে। [শামী-১/৪২৭-মাতলাব ফী আবহাসীল গুসল]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) গোসলে কয়টি ফরয?

(২) গোসলে কোনো স্থান শুকনো থাকলে কি গোসল হবে?

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ গোসলের সুন্নত পদ্ধতি

সর্বপ্রথম পবিত্রতার নিয়ত করবে। এরপর উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত ধুবে। এরপর লজ্জা স্থান ধুবে। তারপর শরীরের কোথাও নাপাকী লেগে

deeniyat

থাকলে তা পরিষ্কার করবে। তারপর পরিপূর্ণ উযূ করবে। তারপর মাথায় পানি ঢালবে। তারপর ডান কাঁধে পানি ঢালবে। তারপর বাম কাঁধে। তারপর সারা শরীরে পানি ঢালবে। এভাবে সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালবে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে মর্দনও করবে, সাবান ইত্যাদিও ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে যে, গোসলের সময় সতর যদি খোলা থাকে তাহলে কেবলামুখী যেন না থাকে। [শামী-১/৪৪৩, সুনানুল গুসল]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) গোসলের সুন্নত পদ্ধতি বল?
(২) গোসলের সময় কোন দিকে মুখ করা নিষেধ?

২ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ

যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেগুলোকে ‘মুজিবাতে গুসল’ বলে।

(১) সপ্নদোষ হওয়া। (ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়া) [শামী-১/৪৫৩, কিতাবুত্তাহারাত]

(২) জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হওয়া। [শামী-১/৪৫৩ প্রাগুক্ত]

(৩) স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে সহবাস করা; চাই বীর্য বের হোক বা না হোক। [শামী-১/৪৫৮ প্রাগুক্ত]

(৪) হায়েয তথা মাসিকের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৪৭০ প্রাগুক্ত]

(৫) নেফাস (তথা প্রসব পরবর্তী রক্ত প্রবাহ) বন্ধ হয়ে যাওয়া। [শামী-১/৪৭০ প্রাগুক্ত]

deeniyat

বিঃ দ্রঃ প্রস্রাব ব্যতিত প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে আরো তিনটি বস্তু বের হয়। যেমন-

১. ওদী: ঐ পিছলা পানি যা প্রস্রাবের পর কখনো কখনো বের হয়।

২. মযী: ঐ পাতলা ও পিছলা পানি যা যৌন চিন্তা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জড়াজড়ি বা চুম্বনের সময় বের হয় এবং এটি বের হওয়ার পরও উত্তেজনা কমে না।

৩. মনী: ঐ গাঢ় ও পিছলা পানি যা সঙ্গমের সময় কিংবা চরম উত্তেজনার সময় বের হয় এবং তা বের হওয়ার পর লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও উত্তেজনা শেষ হয়ে যায় (অর্থাৎ বীর্য)। মনী তথা বীর্য বের হওয়ার দ্বারা গোসল ফরয হয়ে যায়; মযী, ওদী এবং মহিলাদের সাদা পানি বের হওয়ার কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়; তবে গোসল ওয়াজিব হয় না।

[শামী-১/৪৭২ সূনানুল গোসল]

মাসআলা: যার উপর গোসল ফরয হয় তার জন্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ও মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। তবে জিকির-আযকার ও মাসনূন দু'আসমূহ পড়তে পারবে। [শামী-১/৪৯৩, ৪৯৭-সুনানুল গোসল]

প্রশ্নমালা ঃ

১. কি কি কারণে গোসল ফরয হয়?

২. মযী বের হওয়ার কারণে কি গোসল ফরয হয়?

২ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৭ নামাযের নিয়ম পদ্ধতি

নামায আদায়ের জন্য সর্বপ্রথম উযূসহ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। যে নামায পড়বে অন্তরে তার নিয়ত করে নিবে। যেমন- আমি ফজরের বা যোহরের নামায পড়ছি, এ নিয়ত মুখে বলাও উত্তম। নিয়ত করার পর উভয় হাত উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর তাহরীমাহ "اَللهُ أَكْبَرْ" বলবে এবং উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধবে।

তারপর ছানা পড়বে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর তাআওউয পড়বে: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ তারপর তাস্‌মিয়া পড়বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর নিচু স্বরে "آمِيْنْ" বলবে,
তারপর পুনঃরায় "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পড়বে।
তারপর কুরআনের কোন সূরাহ্ পড়বে যেমন:

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ؕ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿۳﴾

নামায

তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলতে বলতে রুকুতে যাবে। তারপর রুকুর তাস্‌বীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে ধীর-স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাড়াবে। তারপর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد বলবে। যদি ইমামের পিছনে ইক্তেদা হয়, তবে ইমামের سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার পর "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد" বলবে। তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে সাজদায় যাবে এবং সাজদার তাসবীহ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى" কমপক্ষে তিনবার পড়ার পর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলতে বলতে ধীর-স্থিরভাবে বসবে। তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে দ্বিতীয় সাজদায় যাবে এবং দ্বিতীয় সাজদার তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে দ্বিতীয় রাকাতের পর সোজা দাঁড়িয়ে যাবে এবং এমনিভাবে পুনঃরায় بِسْمِ اللّٰهِ সহ সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর আবার بِسْمِ اللّٰهِ সহ অন্য কোন সূরা পড়বে যেমন :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

এভাবে দ্বিতীয় রাকাত পুরো করে বৈঠকে বসবে।

তারপর তাশাহ্‌হুদ পড়বে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যখন أَشْهَدُ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল মিলিয়ে গোলাকার আকৃতি বানিয়ে নিবে। তারপর لَآ إِلٰهَ পড়তে পড়তে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠাবে এবং إِلَّا اللّٰهُ বলা মাত্র আঙ্গুল নীচে নামিয়ে ফেলবে, কিন্তু নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোলাকার বৃত্তকে বাকী রাখবে। তারপর দুরূদ শরীফ পড়বে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ শেষ পর্যন্ত, তারপর দু'আয়ে মাসূরা اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ পড়বে শেষ পর্যন্ত, তারপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে প্রথমে ডান দিকে, তারপর আবার বলে বাম দিকে সালাম ফেরাবে। এমনি ভাবে দুই রাকাআত নামায সম্পূর্ণ করতে হবে।

কিন্তু যদি তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয়, তবে اَلتَّحِيَّاتُ এর পর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এবং (ফরয) নামায ছাড়া বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নামায সম্পূর্ণ করে শেষ বৈঠকের জন্য বসবে। (ফরয নামাযে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে শুধুমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পড়বে অন্য কোন সূরা পড়বে না) এবং আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায সম্পূর্ণ করবে।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নামাযের নিয়ত কীভাবে করবে?

(২) সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' কীভাবে বলবে?

(৩) ফরযের তৃতীয় রাকাতে কি সূরা পড়তে হবে?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ নামাযের কালিমাসমূহ

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা : (নামায শুরু করার সময় বলতে হয়)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

রুকুর তাস্‌বীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ: আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

তাস্‌মী : (রুকু থেকে ওঠার সময় বলতে হয়)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির কথা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

তাহ্‌মীদ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য।

সাজ্‌দার তাস্‌বীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ: আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

সালাম :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

[তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ: তোমার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

নামায

সবক ঃ ৯ ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

[তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضي الله عنه]

deeniyat

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার প্রশংসা করছি, তোমার নাম বড় বরকতময়, তোমার মর্যাদা সুমহান, এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। [তিরমিযী-২৪২ আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ তাশাহ্হুদ্ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ: সকল কথার ইবাদত, সকল কর্মের ইবাদত এবং সকল সম্পদের ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বার্ষিত হোক আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১১ দুরূদশরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

[বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব্ বিন উযরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ﷺ উপর ও তাঁর পরিবারের উপর, যেভাবে আপনি ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আপনি একমাত্র প্রশংসার অধিকারী ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের উপর যেভাবে আপনি ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত প্রশংসার অধিকারী ও মর্যাদাবান।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ দু'আয়ে মাসূরাহ্

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[বুখারী : ৮৩৪, আবি বাক্‌র رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক বেশি অত্যাচার করেছি। আপনি ব্যতিত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার ক্ষমতা আর কারো নেই। সুতরাং আপনি আমাকে নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি করুণা করুন। নিশ্চয়ই আপনিই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৩ নামাযের পরের দুআ

যখন নামায শেষ করবে, তখন তিনবার "أَسْتَغْفِرُ اللهَ" বলবে।
[মুসলিম : ১৩৬২, সাওবান رضي الله عنه]

তারপর এই দুআ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ،
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[মুসলিম : ১৩৬৩, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়, শান্তি আপনার নিকটই পাওয়া যেতে পারে, হে মর্যাদাবান সুমহান প্রভু! আপনি বড়ই বরকতময়!

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[আবূদাউদ : ১৫২২, মায়ায বিন জাবাল رضي الله عنه]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন, আমি যেন আপনার যিকির করতে পারি। আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি এবং উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি।

* ফজর ও আছরের ফরয নামাযের পরপরই এবং যোহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নত-নফল নামাযগুলো পড়ার পর ৩৩ বার سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله এবং ৩৪ বার الله اكبر পড়বে।

(মুসলিম-১৩৭৭ কাআব ইবনে উজযা রা., শামী-৪/১৪৫, তালীফিসসালাহ)

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৪ নামাযের মাসনূন পদ্ধতি

(১) তাকবীরে তাহরীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং মাথাকে না ঝুকানো। [সূরা বাক্বারা-২৩৮, শামী-৩/৪৭৯ সুনানুস সালাত]

(২) তাকবীর তাহরীমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে (তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত দিয়ে কান স্পর্শ করতে হবে না)
[মুসলিম-৮৯১ মালেক ইবনে হুওয়াইরিস رضي الله عنه,শামী-৪/৪]

(৩) হাতের তালুদ্বয় কেবলার দিকে করে রাখবে ।
[তবরানী কাবীর-৭১১ ইবনে ওমর رضي الله عنه, শামী-৪/৪ সুনানুস সালাত]

(৪) আঙ্গুলগুলোকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে অর্থাৎ না বেশি খুলে ফাঁক করে রাখবে; আর না বন্ধ করে রাখবে।
[সহীহ ইবনে খুযাইমা-৪৫৯ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী৩/৩৭৬]

(৫) উভয় পায়ের মাঝে (কমপক্ষে চার আঙ্গুলের) দূরত্ব রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখবে।
[নাসাঈ-৮৯৩ইবনে মাসউদ رضي الله عنه, শামী-৩/৩৮৪]

(৬) দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখা ।
[সুনানে কবরা বাইহাক্বী-৩৬৮৬ আনাস رضي الله عنه, শামী-৩/৪৮৯-আদাবুস সালাত]

হাত বাঁধার পদ্ধতি

(১) ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা ।
[বুখারী-৭৪০ সাহল ইবনে সা'দ رضي الله عنه, শামী-২/১৭২ সুনানুস সালাহ]

(২) কনিষ্ঠাঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে হলকার মত করে কবজী ধরা ।
[মুআত্তা মালেক-২/৬২, শামী-৪/১৯ সিফাতুল সালাত]

(৩) মধ্যের তিন আঙ্গুলকে কবজীর উপর রাখা ।
[মুআত্তা মালেক-২/৬২, শামী-৪/১৯ সিফাতুস সালাত]

(৪) নাভির নিচে হাত বাঁধা ।
[আবু দাউদ-৭৫৮ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী-৪/১৮ প্রাগুক্ত]

deeniyat

কেরাত পড়ার পদ্ধতি

(১) সানা পড়া।

(২) 'আউযুবিল্লাহ' পড়া। [ফাতাওয়া হিন্দীয়্যাহ-খ- ১/৭২, সুনানুস সলাহ]

(৩) 'বিসমিল্লাহ' পড়া। [ফাতাওয়া হিন্দীয়্যাহ-১/৭২, সুনানুস সলাহ]

(৪) নিচু স্বরে 'আমীন' বলা। [ফাতাওয়া হিন্দীয়্যাহ-১/৭২, সুনানুস সলাহ]

(৫) ফজরের নামাযে 'তিওয়ালে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত, আছর ও ইশার মধ্যে 'আওসাতে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা বুরুজ থেকে সূরা 'লাম ইয়াকুন পর্যন্ত এবং মাগরিবে 'কিসারে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা 'যিলযাল' হতে সূরা 'নাস' পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে পড়া। [ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ-১/৭৭]

(৬) ফজরের প্রথম রাকাত লম্বা করা। [ফাতাওয়া হিঃ-১/৭৮ ফাসলুর রাবি]

(৭) ফরয নামাযসমূহে প্রশান্তির সাথে কেরাত পড়া এবং তারাবীহ এর মধ্যে মধ্যম গতি অবলম্বন করে পড়া।

[শামী-১৮০৪০, ফাসলুন ফিল কিরাআতি]

(৮) ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পাঠকরা। [শামী-৪/৯১, ফাসলুন ফী তালিফিস সালাহ]

রুকু করার পদ্ধতি

(১) রুকুর তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া।

[বুখারী-৭৮৯ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, মামী-৪/৪০ সিফাতুসসলাহ]

(২) রুকুতে উভয় হাঁটু হাত দিয়ে ধরা।

[আবু দাউদ-৭৩১ আবু হুমাইদ رضي الله عنه, শামী-৪/৪০ সিফাতুসসলাহ]

(৩) হাঁটু ধরার সময় হাতের আঙ্গুলী খোলা রাখা।

[আবু দাউদ-৭৩১ আবু হুমাইদ رضي الله عنه, শামী-৪/৪০ সিফাতুসসলাহ]

নামায

(৪) পায়ের গোছাদ্বয় সোজা রাখা।
[তবরানী কাবীর-১২৭৮১, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, শামী-৪/৪০]

(৫) পিঠ সোজা রাখা।
[বুখারী-৮২৮ আবু হুমাইদ رضي الله عنه, শামী-৪/৪০ প্রাগুক্ত]

(৬) মাথা ও কোমর বরাবর এবং দৃষ্টি পায়ের উপর রাখা।
[আবু দাউদ-৭৩১ আবু হুমাইরা رضي الله عنه, শামী-৪/৪০ প্রাগুক্ত]

(৭) রুকূতে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা।
[আবু দাউদ-৮৮৬ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه, শামী-৪/৪০ প্রাগুক্ত]

(৮) রুকূ হতে উঠার সময় ইমামের سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং মুক্তাদীর- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এবং একাকী নামায আদায়কারীর জন্য উভয়টা বলা।
[বুখারী ৭২২ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী-৪/৪৯ প্রাগুক্ত]

(৯) রুকূ হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেরী করা।
[বুখারী ৮২৮ আবু হুমাইদ رضي الله عنه, শামী-৪/৪৯ প্রাগুক্ত]

টিকা: রুকূ হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলে, এটি ওয়াজিব। এজন্য এদিকে বিশেষভাবে নযর দিবে। প্রয়োজনে একটু দেরী করবে। [বুখারী-৭৯৩, শামী-৩/৪৪৫ ওয়অজিবাতে সালাত]

সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি

(১) তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া।
[বুখারী-৭৮৯ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী-৪/৪৫ সিফাতুসসালাহ]

(২) সিজদায় যাওয়ার সময় মাথা ও সীনা না ঝুকানো; বরং সোজা রাখা। [নাসাঈ-১০৮৪ হাকীম رضي الله عنه]

(৩) প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা, এরপর উভয় হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল। [আবু দাউদ-৮৩৮ ওয়াইল ইবনে হজর رضي الله عنه, শামী-৪/৪৫ প্রাগুক্ত]

সিজদার পদ্ধতি

(১) উভয় হাতের মাঝখানে সিজদা করা।

[মুসলিম-৯২৩ ওয়াইল ইবনে হুজর رضي الله عنه, শামী-৪/৫৫ প্রাগুক্ত]

(২) সিজদায় নাক ও কপাল উভয়টা মাটিতে রাখা।

[মুসলিম-১১২৭ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

(৩) সিজদায় পেটকে রান হতে পৃথক রাখা।

[মুসলিম-১১৩৫ মাইমুনা رضي الله عنها, শামী-৪/৬২ প্রাগুক্ত]

(৪) পাজরগুলো বাহু থেকে পৃথক রাখা।

[বুখারী-৩৯০ ইবনে মালেক رضي الله عنه , শামী-৪/৬২ প্রাগুকত]

(৫) কনুইদ্বয় যমীন থেকেঁ উচিয়ে রাখ।

[মুসলিম-১১৩২ বরা رضي الله عنه, মারাকাউল ফালাহ-১/১৩২ সুনানুসসলাহ]

(৬) সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ।

[আবু দাউদ-৮৮৬, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه, শামী-৪/৬৩ সিফাতুসসলাহ]

(৭) সিজদা অবস্থায় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো যমীনের উপরে রেখে কেবলামুখী করে রাখা। [বুখারী-৮২৮ আবু হুমাইদ رضي الله عنه, শামী-৪/৬৩ সিফাতুসসলাহ]

(৮) সিজদা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

[সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯২০ ওয়াইল ইবনে হাজর رضي الله عنه, শামী-৪/৬৩ প্রাগুক্ত]

(৯) সিজদা অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর রাখা।

[শামী-৩/৪৮৯, সিফাতুসসলাহ]

(১০) সিজদা হতে উঠার তাকবীর বলা।

[বুখারী-৭৮৯ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী-৪/৭৩ প্রাগুক্ত]

টিকা: উভয় সিজদার মাঝে স্থীর হয়ে বসাকে 'জলসা' বলে। এটি একটি ওয়াজিব আমল। এজন্য এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

[বুখারী-৭৯৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه, শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

সিজদা হতে উঠার পদ্ধতি

(১) সিজদা হতে উঠার সময়ও মাথা ও সীনা না ঝুকানো; বরং সোজা রাখা। [শামী-৪/৭৩ প্রাগুক্ত]

(২) সিজদা হতে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু উঠানো।

[আবু দাউদ-৮৩৮ ওয়াইল ইবনে হাজর রাযিয়াল্লাহু আনহু, মামী-৪/৫৫ প্রাগুক্ত]

কও'দা [বৈঠকের] নিয়ম

(১) ডান পা দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলামুখী করে রাখা।

[আবু দাউদ-৭৮৩ আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহা, শামী-৪/৮২ প্রাগুক্ত]

(২) উভয় হাত রানের উপর রাখা এবং দৃষ্টি রানের উপর রাখা।

[আবু দাউদ-৭২৬ ওয়াইল ইবনে হাজর রাযিয়াল্লাহু আনহু, শামী-৪/৮২, ৩/৪৮৯]

(৩) বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া।

[বুখারী-১২০২ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, শামী-৪/৫০ ওয়াজিবাতে সালাত]

(৪) তাশাহহুদে ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা হালকা (গোল) বানিয়ে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলী উপরে উঠানো এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় ঝুঁকিয়ে দেয়া।

[আবু দাউদ-৭২৬, ওয়াইল ইবনে হাজর রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইলাউস সুনান-২/৮৮৩, শামী-৪/৮৫]

(৫) শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়া।

[বুখারী-৩৩৭০ কা'আব ইবনে উজযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, শামী-৪/৯১ সিফাতুস সলাহ]

(৬) দুরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করা।

[বুখারী-৮৩৪ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, শামী-৪/১২০ সিফাতুস সলাহ]

নামায

সালাম ফেরানোর পদ্ধতি

(১) উভয় দিকে সালাম ফিরানো।

[মুসলিম-১৩৪৩ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه, শামী-৪/১২৮ সিফাতুস সলাহ]

(২) প্রথমে ডান দিকে; পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

[মুসলিম-১৩৪৩ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه, শামী-৪/১২৮ সিফাতুস সলাহ]

(৩) সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুক ঘোরানো, যেন পিছনের লোকেরা গাল দেখতে পায়।

[মুসিলম-১৩৪৩ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه, শামী-৪/১২৮ সিফাতুস সলাহ]

(৪) ইমামের জন্য মুক্তাদী ফেরেশতা ও ভাল জিনদের নিয়ত করা।

[আউনুল মা'বুদ-৩/২১২, শামী-৪/১৩৪ সিফাতুস সলাহ]

(৫) মুক্তাদির জন্য স্বীয় ইমাম, ফেরেশতা, ভাল জিন ও ডান-বামের মুক্তাদিগণের নিয়ত করা।

[ইবনে মাযাহ-৯২২ সামুরা ইবনে যুনদুব رضي الله عنه, আউনুল মাবুদ-৩/২১২, শামী-৪/১৩৫ প্রাগুক্ত]

(৬) একাকী নামায আদায়কারীর জন্য শুধু ফেরেশতাগণের নিয়ত করা। [শামী-৪/১৩৫]

(৭) মুক্তাদির জন্য ইমামের সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরানো।

[বুখারী-৮৩৮ উতবান ইবনে মালেক رضي الله عنه, শামী-৪/১২৮ প্রাগুক্ত]

(৮) দ্বিতীয় সালামের আওয়াজকে প্রথম সালামের আওয়াজ থেকে নিচু রাখা। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৩০৫৩ আলী رضي الله عنه, শামী-৪/১৩২ প্রাগুক্ত]

মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

(১) তাকবীর তাহরীমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা, তবে হাত ওড়নার বাহিরে আনবে না।

[তবরানী কাবীর-১৭৪৯৭ ওয়াইল ইবনে হুজর رضي الله عنه, জুযউ রফউল ইয়াদাইন লিল বুখারী-২২ আবদে রব্বীহী رضي الله عنه, শামী-৪/৭১ সিফাতুস সলাহ]

(২) মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর বিছিয়ে রাখবে। [শামী-৪/৭১ সিফাতুস সলাহ]

(৩) রুকুতে মহিলারা সামান্য ঝুকবে; অর্থাৎ এতটুকু ঝুকবে, যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পিঠ-কোমর সোজা করবে না, উভয় হাত শুধু হাঁটুতে রাখবে; ধরবে না এবং যতটুকু সম্ভব সংকোচিত হয়ে রুকু করবে। [মুসান্নাফে ই/ আবী শাইবাহ-২৭৭৮ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, শামী-৪/৭১ সিফাতুস সলাহ]

(৪) সিজদায় মহিলারা পা দাঁড় করিয়ে রাখবে না; বরং ডান দিকে বের করে বিছিয়ে দিবে। অর্থাৎ খুব সংকোচিত হয়ে, নিচু হয়ে সিজদা করবে, পেট উভয় রানের সাথে এবং উভয় বাহু পাজরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখবে, উভয় কুনুই জমিনের উপরে রাখবে। [সুনানে কুবরা লিল বাইহাক্বী-৩৩২৪ ইবনে ওমর رضي الله عنه, ৩৩২৫ যায়েদ ইবনে হাবীব رضي الله عنه, মুসান্নাফে আ. রাজ্জাক-৫০৭২ আলী رضي الله عنه, শামী-৪/৭১ সিফাতুস সলাহ]

(৫) বৈঠকে বসার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং উভয় হাতকে রানের উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। [সুনানে কুবরা লিল বাইহাক্বী-৩৩২৪ ইবনে ওমর رضي الله عنه, মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা ১৩৬ ইবনে ওমর رضي الله عنه, শামী-৪/৭১ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নামাযে হাত বাঁধার পদ্ধতি বলুন?

(২) সিজদায় যাওয়ার নিয়ম বলুন?

(৩) সালাম ফিরানের নিয়ম বলুন?

(৪) মহিলাদের নামাযে কী কী পার্থক্য আছে?

৫ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামায

(১) ফজর (২) যোহর (৩) আছর (৪) মাগরিব (৫) ইশা

ফরয নামাসমূহের পূর্বে ও পরের সুন্নত ও নফলসমূহ

নামায	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা	জুমা
মোট রাকাত	৪	১২	৮	৭	১৭	১৪
সুন্নতে মুআক্কাদাহ ফরযের পূর্বে	২	৪	x	x	x	৪
সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ ফরযের পূর্বে	x	x	৪	x	৪	x
ফরয রাকাত	২	৪	৪	৩	৪	২
সুন্নতে মুআক্কাদাহ ফরযের পর	x	২	x	২	২	৪
সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ ফরযের পর	x	x	x	x	x	২
নফল	x	২	x	২	২	২
ওয়াজিব	x	x	x	x	৩	x
নফল	x	x	x	x	২	x

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

(আবু দাউদ-১২৭৫ আলী রাযি. বাদাইউস সানাই'-১/৯১ কিতবুস সলাহ, ১/২৬৯ সালাতুল জুমুআ, এমনিভাবে-২৮৪-২৮৫ আসসলাতুল মাসনূরাহ)

নোট: সুন্নতে মুআক্কাদাহ অবশ্যই পড়বে; এতে কখনো অবহেলা করবে না।

৬ ষষ্ট মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৬ নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে ৭টি ফরয আছে সেগুলোকে নামাযের 'শর্ত' বলে।

(১) শরীর পাক হওয়া। [শামী-৩/২৪২ শুরুতুস সলাহ]

(২) কাপড় পাক হওয়া। [মামী-৩/২৪২ প্রাগুক্ত]

(৩) জায়গা পাক হওয়া। [শামী-৩/৪২ প্রাগুক্ত]

(৪) সতর ঢেকে রাখা। [শামী-৩/২৪৯ প্রাগুক্ত]

(৫) নামাযের সময় হওয়া। [বাদইউস সনাই'-১/১২১ শুরুতু আরকানিস সলাহ]

(৬) কেবলার দিকে মুখ করা। [মামী-৩/৩৩০ প্রাগুক্ত]

(৭) নিয়ত করা। [শামী-৩/২৮৫ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নামাযের শর্ত কাকে বলে?

(২) নামাযের শর্তসমূহ বল?

৬ ষষ্ট মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সবক ঃ ১৭ নামাযের আরকান

নামাযের মধ্যে ৬টি ফরয রয়েছে, যেগুলোকে ‘আরকান’ বলে ।

(১) তাকবীর তাহরীমা اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলা । [শামী-৩/৩৭৬ সিফাতুস সলাহ]

(২) কেয়াম করাঃ অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো । [শামী-৩/৩৮১) প্রাগুক্ত]

(৩) কেরাত পড়া (কুরআন থেকে পড়া) [শামী-৩/৩৮৯ প্রাগুক্ত]

(৪) রুকু করা । [শামী-৩/৩৯২) প্রাগুক্ত]

(৫) দুই সিজদা করা । [শামী-৩/৩৯৩ প্রাগুক্ত]

(৬) আখেরী বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা । [শামী-৩/৩৯৬ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নামাযের আরকান কাকে বলে?

(২) নামাযের আরকান বল?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৮ নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ঐসব আমল যেগুলো ভুলে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করতে হয়

(১) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এবং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া । [শামী-৩/৪২৬ সিফাতুস সলাহ)

(২) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একটি বড় আয়াত কিংবা তিনটি ছোট আয়াত তিলাওয়াত করা । [শামী-৩/৪২৬ প্রাগুক্ত]

(৩) সূরা ফাতিহাকে সূরার পূর্বে পাঠ করা । [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]

(৪) ক্বেরাতের পর রুকু এবং রুকুর পর সিজদার ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা । [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]

deeniyat

(৫) ক্বওমা করা অর্থাৎ রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৬) জালসা করা অর্থাৎ উভয় সিজদার মাঝখানে স্থীর হয়ে বসা।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৭) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে ধীর ও স্থীরতা বজায় রাখা, তাড়াহুড়া না করা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৮) কও'দায়ে উলা করা অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৯) উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া। [শামী-৩/৪৫০ প্রাগুক্ত]

(১০) ইমামের জন্য ফযর, মাগরিব, ইশা, জুম'আ, দুই ঈদের নামায, তারাবীহ এবং রমযানের বিতির নামাযে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়া। [শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১১) যোহর ও আছরের নামাযে ক্বেরাত নিম্নস্বরে পড়া।
[শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১২) 'সালাম' শব্দ দ্বারা নামায শেষ করা।
[শামী-৩/৪৫৬ প্রাগুক্ত]

(১৩) বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনূতের জন্য তাকবীর বলা এবং দু'আয়ে কুনূত পড়া। [শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

(১৪) উভয় ঈদের নামাযে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
[শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) তা'দীলে আরকানের হুকুম বলুন! (২) তাশাহ্হুদের হুকুম বলুন!
(৩) কা'দায়ে উলার হুকুম বলুন! (৪) নামাযের কয়েকটি ওয়াজিব শুনান!

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৯ সিজদায়ে সাহু'র মাসাইল

'সাহু' অর্থ ভুলে যাওয়া। নামাযে যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে যায়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য 'সিজদায়ে সাহু' ওয়াজিব করা হয়েছে। যেহেতু শয়তান মানুষকে কোনো ভাল কাজ করতে দেখা সহ্য করতে পারে না, তাই সর্বদা সে তাদেরকে অলসতা ও উদাসীনতায় লিপ্ত করতে থাকে। বিশেষ করে নামাযের সময় বান্দার আল্লাহর দিকে মনযোগকে বিনষ্ট করার সব রকমের চেষ্টা সে করে। এ কারণেই হাদীসে এসেছে, 'যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাযে কোনো ভুল হয়ে যায়, তখন নামাযান্তে দু'টি সাহু সিজদা করে নিও। [মুসলিম-১৩১৩ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সিজদায়ে সাহু কখন ওয়াজিব হয়?

(১) নামাযের ওয়াজিবসমূহ থেকে কোনো ওয়াজিব আমল ভুলে ছুটে গেলে। যেমনঃ কও'দায়ে উলা (প্রথম বৈঠক) ছুটে গেল। [শামী-৫/৩৫৩ সুজুদুস সাহু]

(২) কোনো ওয়াজিব আমলে ভুলবশতঃ দেরী হয়ে যাওয়া। যেমন- সূরা ফাতেহাকে সূরার পূর্বে না পড়ে, পরে পড়া। [আল-বাহরুর রাইক-২/১০১ প্রাগুক্ত]

(৩) কোনো ওয়াজিবের গুণাবলী ভুলে বদলে ফেলা। যেমন– সিররী (যে নামাযে কেরাত আস্তে পড়া) নামাযে জোর কেরাত পড়া কিংবা জেহরী (যে নামাযে কেরাত জোরে পড়া) নামাযে আস্তে কেরাত পড়া। [শামী-৫/৩৫৩ প্রাগুক্ত]

(৪) ভুলবশতঃ কোনো ফরযে দেরী হয়ে যাওয়া। যেমন- কও'দায়ে উলার পর দাঁড়িয়ে যাওয়র ক্ষেত্রে ভুলে 'আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা মুহাম্মাদ' পর্যন্ত পড়ে ফেলা। কারণ এতে তৃতীয় রাকাতের কেয়ামের মধ্যে দেরী হয়ে গেছে। [শামী-৫/৩৫৩ প্রাগুক্ত]

টিকা ঃ ফরজ এবং ওয়াজিবের মধ্যে দেরী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা পরিমাণ সময় বিলম্ব করা।

নামায

(৫) কোনো ফরযকে ভুলে দ্বিতীয়বার আদায় করা। যেমন-রুকু দু'বার করল। সিজদা তিনবার করে ফেলল। [শামী-৩/৪৬১ প্রাগুক্ত]

মাসআলাঃ যে কোনো ফরয আমল ভুলেও যদি ছুটে যায়, তাতেও নামায বাতিল হয়ে যাবে; সিজদায়ে সাহুর দ্বারা নামায বিশুদ্ধ করা যাবে না। [শামী-৪/৪৭৫) মা ইউফসিদুস সলাহ]

মাসআলাঃ কোনো ওয়াজিব যদি জেনে-বুঝে ছেড়ে দেয় তা হলে নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। সিজদায়ে সাহু যথেষ্ট হবে না। [শামী-৫/৩৫৩ সুজুদ্দুসসাহু]

মাসআলাঃ কোনো সুন্নত বা মুস্তাহাব ছুটে গেলে নামাযের সাওয়াব কমে যাবে; তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। [শামী-৩/৪৭১প্রাগুক্ত]

মাসআলাঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল যে কোনো নামাযে যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মত কোনো উপসর্গ পাওয়া যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [বাদাইউসসানাই'-১/১৬৪]

মাসআলাঃ কারো যদি নামাযের রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়ে যায় এবং বুঝতে না পারে যে, কত রাকাতপড়েছে; তাহলে এর তিনটি অবস্থা হতে পারে-

(১) নামাযে সন্দেহ করা তার অভ্যাস নয়; কখনো কখনো হয়, তাহলে নামায ভেঙ্গে ফেলবে অথবা বসে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় নতুন করে নামায আদায় করবে। [শামী-৫/৩৯৩ সুজুদুসসাহু]

(২) যদি নামাযে সন্দেহ বারবার হয়, তাহলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে। অর্থাৎ রাকাতের যেই সংখ্যার উপর প্রবল ধারণা হবে, সেই সংখ্যা ধরেই অবশিষ্ট নামায শেষ করবে। এক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। [শামী-৫/৩৯৩]

(৩) সন্দেহ যদি বারবার হয় এবং নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার উপর প্রবল ধারণা হচ্ছে না, তাহলে কমসংখ্যাকে ধরে অবশিষ্ট নামায শেষ করবে এবং সামনের প্রত্যেক রাকাতে বৈঠক করবে ও সর্বশেষে সিজদায়ে সাহু করবে। [শামী-প্রাগুক্ত]

মাসআলাঃ নামায শেষ হওয়ার পর যদি রাকাতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে একে গুরুত্ব দিবে না; নামায হয়ে গেছে। তবে যদি সন্দেহ শুধু সন্দেহই নয়; বরং প্রবল ধারণাই হয়ে যায়, তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে। [শামী-৫/৩৯৪প্রাগুক্ত]

মাসআলাঃ কেউ যদি নামাযে ভিন্ন কোনো চিন্তায় এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, সে কোনো ফরয অথবা ওয়াজিব আদায়ে এক রোকন পরিমাণ দেরী করে ফেলে, তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। যেমন-কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াল, এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছু ভাবতে লাগল, একটু দেরী করে সূরা ফাতিহা শুরু করল, এখন সূরা ফাতিহা শুরু করতে দেরি করার কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।
[শামী-৫/৩৯৬ প্রাগুক্ত]

‘সিজদায়ে সাহু’র পদ্ধতি

কও’দায়ে আখিরাহ তথা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাবে। তারপর ‘ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ’ বলে সিজদায় চলে যাবে এবং নামাযের মত দুটি সিজদা করবে এবং কমপক্ষে তিনবার ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা’ বলবে, দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে উঠে বসবে এরপর তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ, দুআয়ে মাছুরাহ পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। [শামী-৫/৩৪৬ প্রাগুক্ত]

deeniyat

মাসআলাঃ কেউ যদি 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর সালাম না ফিরিয়েই সিজদা সাহু করে ফেলে, তারপরও নামায হয়ে যাবে।

[শামী-৫/৩৪৬ প্রাগুক্ত]

মাসআলাঃ যদি ভুল করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং পরে মনে পড়ে যে, আমার উপর সিজদায়ে সাহু আছে; তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই; মনে পড়তেই সিজদায়ে সাহু করে নিবে নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি নামাযে একাধিক ভুল হয়ে যায়, তাহলেও সব ভুলের পক্ষ থেকে একটি সিজদায়ে সাহুই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

[শামী-৫/৩৮৮ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) 'সাহু' এর অর্থ কী?

(২) সিজদায়ে সাহু কখন ওয়াজিব হয়?

(৩) সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি বল

(৪) নামাযে একাধিক ভুলের জন্যে কয়টি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২০ নামায ভঙ্গকারী আমলসমূহ

(১) নামাযে কথা বলা, ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক; অল্প হোক কিংবা বেশি। [শামী-৪/৪১৬ মা ইউফসিদুছছলাহ...]

(২) নামাযের বাইরের কোনো ব্যক্তির দু'আয় 'আমীন' বলা।

[শামী-৪/৪৩৬ প্রাগুক্ত]

(৩) কোনো ব্যথা-বেদনার কারণে কাতরানো কিংবা উহ্-আহ্ শব্দ করা। [শামী-৪/৪৩২ প্রাগুক্ত]

(৪) কুরআন শরীফ দেখে পড়া। [শামী-৪/৪৫১ প্রাগুক্ত]

(৫) কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন ভুল করা যার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। [শামী-৪/৪৭৯ প্রাগুক্ত]

(৬) নামায অবস্থায় এমন কোনো কাজ করা যার কারণে নামাযের বাইরের কেউ তাকে দেখে মনে করবে; 'লোকটি নামাযে নেই। [শামী-৪/৪৫৪ প্রাগুক্ত]

(৭) নামাযে কোনো কিছু খাওয়া। [শামী-৪/৪৪৯ প্রাগুক্ত]

(৮) বিনা কারণে কেবলার দিক থেকে সীনা ঘুরে যাওয়া। [শামী-৪/৪৬৪ প্রাগুক্ত]

(৯) নাপাক স্থানে সিজদা করা। [শামী-৪/৪৫৮ প্রাগুক্ত]

(১০) নামাযে কোনো ফরয আমল ছেড়ে দেয়া। [শামী-৪/৪৭৫ প্রাগুক্ত]

(১১) ইমামের স্থান থেকে আগে বেড়ে যাওয়া। [শামী-৪/৪৬০ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নামাযে কুরআন দেখে পড়লে কী হয়?

(২) নামায ভঙ্গকারী ছয়টি আমল বল?

(৩) নামাযে যদি ফরয ছুটে যায়,তাহলে তার হুকুম কী?

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২১ নামাযের ওয়াক্তসমূহ

নামায আদায় করার একটি শর্ত এটাও যে, নামাযের জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে; সে সময়ের মধ্যেই আদায় করা। সময়ের পূর্বে নামায পড়লে তা আদায় হবে না। আর সময় শেষ হওয়ার পর পড়লে তা কাযা হবে; আদায় নয়। দিনে-রাতে সর্বমোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও ইশা।

(১) ফজরের নামাযের সময় হল; সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। [শামী-৩/৭৭ সালাত]

(২) যোহরের নামাযের সময়ঃ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। [শামী-৩/১০৪ প্রাগুক্ত]

(৩) আছরের নামাযের সময়ঃ যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। [শামী-৩/১০৯ কিতাবুস সালাত]

(৪) মাগরিবের নামাযের সময়ঃ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিকের আকাশে উদিত শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। [শামী৩/১১৩ প্রাগুক্ত]

(৫) ইশার নামাযের সময়ঃ আকাশের শুভ্রতা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত। [শামী-৩/১১৪ প্রাগুক্ত]

নামাযের মাকরূহ সময়সমূহ

নিম্নোল্লিখিত সময়গুলোতে কোনো ধরনের নামায পড়া জায়েয নেই। চাই নামায ফরয হোক কিংবা নফল; আদা হোক কিংবা কাযা। এমনিভাবে সিজদায়ে তেলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ।

(১) সূর্যোদয় হতে সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত প্রায় বিশ মিনিট। [শামী-৩/১১৪]

(২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসা থেকে নিয়ে ঢলে পড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মিনিট। [শামী-৩/১৪৪) দুখুলুল ওয়াক্ত]

(৩) সূর্যের মধ্যে হলদেভাব আসা থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত প্রায় বিশ মিনিট। [শামী-৩/১৪৪) প্রাগুক্ত]

মাসআলা: আছরের নামাযকে সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত দেরী করা নিষিদ্ধ। তবে কোনো কারণে দেরী হয়ে গেলে কেবল সেই দিনের আছরের নামায আদায় করতে পারবে।

[শামী-৩/১৪৯ প্রাগুক্ত]

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

যে দুই ওয়াক্তে নফল নামায পড়াও মাকরূহ

(১) সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত । [শামী-৩/১৫৩]

(২) আছরের নামাযের পর সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত । [শামী-৩/১৫৩]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) ফজরের নামাযের সময় কখন হয়?

(২) ইশার নামাযের সময় কখন হয়?

(৩) কোন কোন সময় নামায পড়া মাকরূহ?

(৪) কোন দুই সময়ে শুধু নফল পড়া মাকরূহ?

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২২ আযান

নামাযের পূর্বে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বিশেষ শব্দমালা ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও আযমত বর্ণনা করে এবং নামাযের আহ্বান করে; একে 'আযান' বলে এবং আযান পাঠকারী ব্যাক্তিকে 'মুআয্যিন' বলে । পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমার নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় ।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ   أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ

اَللّٰهُ أَكْبَرْ اَللّٰهُ أَكْبَرْ   لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

ফজরের আযানে "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ" এরপর "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" বাড়াতে হয়।

বি. দ্র. সকল কালেমার শেষ অক্ষরে জযম পড়বে; এমনকি 'أَكْبَرْ' এর "رْ" এর মধ্যেও জযম পড়বে।

আযানের উত্তর

আযানের উত্তরে হুবহু আযানের বাক্যগুলোই পুনরাবৃত্তি করবে; তবে "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ" ও "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ" এর উত্তরে "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" এবং "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" এর উত্তরে "صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ" বলতে হবে।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আযান দিয়ে শুনান!

(২) আযানের উত্তর কিভাবে দিবে?

৭	সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

Deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সবক ঃ ২৩ ইক্বামত

জামাত দাঁড়ানোর সময় তাড়াতাড়ি যেই বাক্যগুলো বলা হয়, তাকে 'ইক্বামত' বলে ।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ   اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ   أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ   قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ   لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

ইক্বামত এর উত্তর

আযানের উত্তরের মতই ইকামতের উত্তর দেয়া উচিত; তবে "قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ" এর উত্তরে "أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا" বলতে হবে ।

বিঃ দ্রঃ ইক্বামতে দুটি বাক্যকে এক শ্বাসে বলতে হবে এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর মধ্যে গোল তা কে হা- পড়বে; চাই সেখানে ওয়াক্‌ফ করুক আর নাই করুক ।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) ইক্বামত বলেন!

(২) ইক্বামতের উত্তর কীভাবে দিবে?

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

নামায

ফর্মা : ১১

সবক ঃ ২৪ জামাতের সাথে নামায

কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে এমনভাবে নামায পড়া যে, এদের মধ্যে একজন নামায পড়ান এবং বাকীরা তার পিছনে নামায পড়ে, একে' জামাতের সাথে নামায' বলে। নামায যিনি পড়ান, তাকে 'ইমাম' এবং পিছনে যারা নামায পড়েন, তাদেরকে 'মুক্তাদী' বলে। জামাতের সাথে নামায আদায় করা 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ'। জামাতের সাথে নামায পড়ার সাওয়াব একাকী নামায পড়ার চেয়ে সাতাশগুণ বেশি। [বুখারী-৬৪৫ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

ওজর ব্যতিত জামাত ছেড়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর ওজর (সমস্যা) ব্যতিত নামায ছেড়ে দিল, তার নামায হবে না। [ইবনে মাজাহ-৭৯৩ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

জামাতের সাথে নামাযের পদ্ধতি

নিঃসন্দেহে নামাযের ইমামতি অনেক বড় দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদ। বরং এটি এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব। কারণ ইমাম এমন ব্যক্তি দেখে নিযুক্ত করতে হয়, যে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে এই মহান পদে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যদি তোমরা পছন্দ কর যে, তোমাদের নামাযগুলো গ্রহণ যোগ্যতা ও মাকবুলিয়্যাতের স্তরে পৌঁছুক; তবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরহেযগার ব্যাক্তি যেন ইমামতি করে। কারণ সে তোমাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে একজন প্রতিনিধি।

[মুসতাদরাকে হাকিম-৪৯৮১ আবী মাবছাদ আল গানাবী رضي الله عنه]

এই মহান পদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সে, যে কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানে মাসায়েল জানে, সঙ্গে সঙ্গে নেককার পরহেযগারও। তার পিছনে ডান ও বাম দিকে সমান করে মুসল্লিরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, প্রথম ছফ আগে পূরণ করবে এরপর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয়, এভাবে অবশিষ্ট ছফগুলোও। এক ছফ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় ছফ বাঁধবে না। ছফ-এর মাঝখানে খালি জায়গা রাখবে না; বরং এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন সকল মুসল্লির কাঁধগুলো পরস্পরে মিলে থাকে এবং তাদের পায়ের গোড়ালীগুলো একটি অপরটি সমান সমান থাকে; একটুও আগে পিছে না হয়। ইমাম সাহেব নামায শুরু করার পূর্বে কাতারগুলো ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিবে। [শামী-৪/২৩০-২৬৬ বাবুল ইমামাহ]

পিছনে নামায আদায়কারী কোনো মুক্তাদী ইক্বামত পড়বে। এরপর ইমাম যে নামায পড়াচ্ছেন, সেই নামাযের নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে ইমামতীর নিয়তও করতে হবে যে, আমি এই জামাতের নামায পড়াচ্ছি। এমনিভাবে পিছনে নামায আদায়কারী মুক্তাদীরা ও নামাযের নিয়তের পাশাপাশি ইমামের পিছনে নামায আদায় করার নিয়তও করে নিবে; যে আমি এই ইমামের পিছনে নামায আদায় করছি। এবার ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধবে। মুক্তাদিরাও ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরপরই তাকবীর বলে নামাযে শামিল হয়ে যাবে। এরপর ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই 'ছানা' পড়বে। মুক্তাদী 'ছানা' পড়ে নিরব হয়ে যাবে, আর ইমাম সূরা-কেরাত পাঠ করবেন। ফজর, মাগরিব ও ইশায় উঁচু আওয়াজে এবং যোহর-আছরে নিচু আওয়াজে কেরাত পড়বে। ক্বেরাত পূরো হওয়ার পর 'اَللّٰهُ أَكْبَرْ' বলে রুকূতে যাবে,ইমামের অনুসরণ করে মুক্তাদীও 'اَللّٰهُ أَكْبَرْ' বলে রুকুতে যাবেন। ইমাম-মুক্তাদী

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

উভয়ই রুকুর তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ কমপক্ষে তিনবার পড়বে, রুকু হতে উঠার সময় ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে আর মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। মুক্তাদী এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকবে যেন নামাযের কোনো আরকান আদায় করার ক্ষেত্রে ইমামের আগে না চলে যায়; বরং সঙ্গে সঙ্গে অথবা পিছনে-পিছনে থাকবে। রুকুর পর অবশিষ্ট নামায সেভাবেই পূর্ণ করবে; যেভাবে নামাযের পদ্ধতির অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুক্তাদী শুধু কেয়ামের মধ্যে নিরব দাঁড়িয়ে থাকবে, এছাড়া তাকবীরসমূহ, রুকু সিজদার তাসবীহসমূহ, তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাছুরা পড়বে। [শামী-৩/৪৯৫, ৪/১১৯ সিফাতুছ ছলাত[

মুক্তাদী ইমামের পিছনে কি পড়বে আর কি পড়বে না-

	তাকবিরে তাহরিমা	ছানা	তাআউয, তাসমিয়া, ফাতিহা	আমিন	সূরা	রুকুর তাকবির	রুকুর তাসবিহ	তাসমিয়া	তাহমিদ	সিজদার তাকবির	সিজদার তাসবিহ	বৈঠকের তাকবির	কওমার তাকবির	তাশাহহুদ	দুরুদ শরীফ	দোয়ায়ে মাসূরা	সালাম
ইমাম	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
মুক্তাদী	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

প্রশ্নমালা ঃ

(১) জামাতের সাথে নামাযের ফযীলত কি?

(২) কেমন লোককে ইমাম নিযুক্ত করা উচিত?

(৩) ইমামের পিছনে কি মুক্তাদি ক্বেরাত পড়বে?

(৪) জামাতের সাথে নামাযের পদ্ধতি কি!

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৫ বিতিরের নামায

বিতিরের নামায ওয়াজিব। যদি বিতির ছুটে যায় তবে এর কাযা করা আবশ্যক। বিতিরের নামায ইশার নামাযের ফরয আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করা যায়।

বিতিরের নামায পড়ার পদ্ধতি হল, ইশার সুন্নতসমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিন রাকাত বিতিরের নামাযের নিয়ত বাঁধবে। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এবং সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পর 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করে নাভির নিচে বেঁধে ফেলবে, এবং দু'আয়ে কুনূত পাঠ করবে। অতঃপর নিয়মতান্ত্রিক অবশিষ্ট নামায পুরো করে নিবে। [শামী-৩/১১৪, আওকাতুস সলাহ, ৫/১১২-১২৪]

এরপর যখন নামায থেকে ফারেগ হবে তখন তিনবার এই তাসবীহ পাঠ করবে- سبحان الملك القدوس

[নাসাঈ: ১৭২৯ উবাই ইবনে কা'ব رضي الله عنه]

মাসআলা: রমযান শরীফে বিতিরের নামায জামাতের সাথে পড়া মুস্তাহাব। এই নামাযে ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীও দু'আয়ে কুনূত পড়বে। [শামী: ৫/২৬২ বাবুল বিতির]

দু'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ
نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই, ক্ষমা চাই, এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি, এবং তোমার উপর ভরসা করি, এবং তোমার উৎকৃষ্ট প্রশংসা করি, এবং তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাকে বর্জন করি যে তোমার নাফারমানী করে। হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি। এবং কেবল তোমার জন্যই নামায আদায় করি, সিজদা করি এবং তোমার দিকেই ছুটে চলি ও ঝাঁপিয়ে পড়ি। এবং কেবল তোমারই রহমতের আশা রাখি এবং আমরা তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদের উপর নিপতিত হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ দু'আয়ে কুনূতের স্থলে অন্য দু'আও পড়া যায়। তবে উত্তম হল, ঐসব দু'আ পাঠ করা যেগুলো হাদীস দ্বারা প্রমানিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) বিতিরের নামায কোন সময় পর্যন্ত পড়তে পারবে?

(২) বিতিরের নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(৩) দু'আয়ে কুনূত শুনান।

৮	অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৬ জুমআর নামায

ইসলামে জুমআর দিনটি একটি ফযিলতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় এরমধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে হযরত আদম আ. সৃষ্টি হলেন। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে পাঠানো হয়। এ দিনেই তিনি জান্নাতের বাইরে তাশরীফ এনেছেন এবং কেয়ামতও এ দিনে কায়েম হবে। [মুসলিম-২০১৪-আবূ হুরায়রা رضي الله عنه]

সুতরাং জুমআর দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং আগে আগে মসজিদে এসে যিকির তিলাওয়াত ও নফল নামাযে মাশগুল হয়ে যাবে। জুমআর নামায ফরয। এটি যোহরের ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করা হয়। এতে দু'রাকাত আদায় করতে হয়। জুমআর নামাযের পূর্বে ইমাম মিম্বারে বসে যাবেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে মুআয্যিন আযান দিবে। আযানের পর ইমাম নামাযীদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু'টি খুৎবা দিবেন। প্রথম খুৎবার পর কিছুক্ষণ নিরবে বসে থাকবেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা দিবেন। যখন দ্বিতীয় খুৎবা দেওয়া শেষ হবে তখন ইমাম মিম্বার হতে নেমে নামাযের মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়াবেন এবং মুআয্যিন ইক্বামত পড়বেন। এরপর ইমাম সবার কাতার ঠিক করিয়ে জুমআর দু'রাকাত ফরয নামায ঠিক সেভাবেই পড়াবেন যেভাবে 'জামাতের নামায পড়ানোর পদ্ধতি' শিরোনামে বলা হয়েছে। জুমআয় উভয় রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা উচ্চ স্বরে পড়তে হয়। [শামী: ৬/৩৬-৮০ বাবুল জুমআ]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) জুমআর দিনের ফযীলত বলুন।
(২) জুমআর নামাযের পদ্ধতি বলুন!
(৩) খুৎবার সময় কথা-বার্তা বলা ঠিক কিনা?

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৭ দুই ঈদের নামায

ইসলাম আনন্দ-উৎসবের জন্য দুটি দিনকে নির্ধারিত করেছে। একটি হল ঈদুল ফিতর; যা রমযানুল মুবারক শেষ হওয়ার পর শাওয়াল মাসের ১ম তারিখে উদযাপিত হয়। দ্বিতীয়টি হল ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) যা যিলহজ্জ্ব মাসের ১০ম তারিখে উদযাপন করা হয়। এই উভয় ঈদে মুসলিম পুরুষদের উপর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ দু'রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব। এটি জামাতের সাথে আদায় করা শর্ত; জামাত ব্যতিত দু'ঈদের নামায আদায় হয় না; তাতে আযানও দেওয়া হবে না; ইক্বামতও পড়া হবে না। [শামী-৬/১৩৭ বাবুল ঈদাইন]

দুই ঈদের নামাযের সময়

উভয় ঈদের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে পড়ার আগে আগে শেষ হয়ে যায়। [শামী৬/১৫৬]

দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি

দুই ঈদের নামায সাধারণ নামাযের মতই পড়া হয়; তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এতে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হয়। তিনটি তাকবীর প্রথম রাকাতে 'ছানা' এর পর বলা হয়, আর বাকি তিনটি তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর রুকুর পূর্বে বলা হয়।

deeniyat

দুই ঈদের নামাযের ধারাবাহিক পদ্ধতি

সর্বপ্রথম অন্তরে এই নিয়ত করবে যে, আমি ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহা (যেটাই পড়বে)-এর দুই রাকাত নামায ইমামের পিছনে আল্লাহর জন্য আদায় করছি। যদি ইমাম হয়, তাহলে নামায পড়ানোর নিয়ত করবে। তারপর উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং ' اَللّٰهُ أَكْبَرُ ' বলে হাত বেঁধে নিবে। তারপর 'ছানা' পড়বে। যখন 'ছানা' পড়া শেষ হবে তখন উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং ' اَللّٰهُ أَكْبَرُ ' বলে নিচে ছেড়ে দিবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। এবং ' اَللّٰهُ أَكْبَرُ ' বলে হাত নিচে ছেড়ে দিবে। পুনরায় তৃতীয়বার উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে ফেলবে। অতঃপর ইমাম তাআওউয, তাসমিয়া সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে। আর মুক্তাদীগণ নিরব হয়ে শুনবে। অতঃপর রুকু-সিজদা করবে। এই হল এক রাকাত। যখন দ্বিতীয় রাকাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন ইমাম তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়বে এবং মুক্তাদীগণ নিরব হয়ে শুনবে। সূরা ফাতিহা পড়ার এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং নিচে ছেড়ে দিবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার 'আল্লাহু আকবার বলে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিচে ছেড়ে দিবে।

অতঃপর চতুর্থবার হাত না উঠিয়েই 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে চলে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায সাধারণ নামাযের মতই পূর্ণ করে নিবে এবং দু'আ করবে। তারপর ইমাম দু'টি খুৎবা দিবেন এবং খুৎবায় 'তাকবীরে তাশরীক' বেশি বেশি পড়বে। প্রথম খুৎবার শুরুতে ৯বার এবং দ্বিতীয় খুৎবার শুরুতে ৭বার লাগাতার তাকবীর পড়া মুস্তাহাব। মুক্তাদীগণ স্থীরচিত্তে খুৎবা শুনবে; খুৎবা শুনা ওয়াজিব। [শামী-৬/১৫৮, ১৬৮ বাবুল ঈদাইন]

তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এই তাকবীরটি ৯ম যিলহজ্বের ফযর থেকে শুরু করে ১৩ই যিলহজ্বের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর একবার পড়া ওয়াজিব। পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং নারীগণ নিচুস্বরে পড়বেন। [শামী-৬/১৭৫, ১৮২ বাবুল ঈদাইন]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কখন করা হয়?
(২) উভয় ঈদের নামাযের ওয়াক্ত বলুন!
(৩) উভয় ঈদের নামাযের পদ্ধতি বলুন!
(৪) তাকবীরে তাশ্রীক কখন পড়া ওয়াজিব?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৮ মুসাফিরের নামায

মুসাফির: যখন কোনো ব্যক্তি ৪৮ মাইল (প্রায় ৭৮ কি. মি.) সফর করার নিয়ত করে জনপদ বা গ্রাম থেকে বাহির হবে, তখন সে শরীআতের দৃষ্টিতে মুসাফির হয়ে যাবে; চাই সেই দূরত্ব একাধিক ঘণ্টায় পার হোক; কিংবা কয়েক মিনিটে।

[শামী-৫/৪৮৫ কিতাবুল মুসাফির, কিতাবুল মাসায়েল-১/৫১২]

deeniyat

মুসাফিরের জন্য নামাযে কছরের বিধান

মুসাফির ব্যক্তি যোহর, আছর এবং ঈশা-এর নামাযে কছর করবে; অর্থাৎ ফরয নামাযে চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়বে। ফজর, মাগরিব এবং বিতিরের নামায নিজ নিজ অবস্থায় পড়া হবে। সুন্নত পড়ার সুযোগ হলে পড়ে নিবে। যদি সুযোগ না হয় তাহলে সুন্নত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে; তবে ফজরের সুন্নতের গুরুত্বারোপ করবে। [শামী-৫/৪৬৫, ৬/১৮ সালাতুল মুসাফির]

মাসআলাঃ মুসাফির যদি যোহর, আসর এবং ঈশার ফরয নামাযসমূহ জেনে বুঝে চার রাকাত আদায় করে, তাহলে গুনাহগার হবে; যদি ভুলে চার রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে বসে তাশাহ্হুদ পড়ে, তাহলে প্রথম দু রাকাত ফরয বলে গণ্য হবে এবং অন্য দু'রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে; তবে শেষে সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হবে। [শামী-৬/৮ সালাতুল মুসাফির]

মাসআলাঃ মুসাফির যতক্ষণ কোনো এক স্থানে পনের দিন অবস্থান করার নিয়ত না করবে, ততক্ষণ কছর করতে থাকবে, আর যখন পনের দিন অবস্থান করার নিয়ত করে নিবে তখন পুরো নামাযই আদায় করবে। [শামী-৬/১ সালাতুল মুসাফির]

মাসআলাঃ মুসাফির যখন নিজ এলাকার সীমানা অতিক্রম করবে, তখন থেকেই নামাযে কছর করা শুরু করবে।

[শামী-৫/৪৮৯ সালাতুল মুসাফির]

মাসআলাঃ সফরে যদি কারো নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে বাড়ীতে পৌঁছে যোহর, আছর এবং ঈশার নামায দু'রাকাত করেই কাযা পড়বে।

[শামী-৬/২০]

deeniyat

মাসআলা: মুসাফির যদি কোনো মুকিম ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তাহলে ইমামের সঙ্গে চার রাকাতই আদায় করতে হবে; কছর করা যাবে না। [শামী-৬/১৫ সালাতুল মুসাফির]

মাসআলা: মুসাফির যদি অসুস্থ না হয় তাহলে তার জন্য ট্রেন বা অন্য যানবাহনে বসে নামায পড়া জায়িয নেই।

[শামী-৫/৪২১ সালাতুল মারীয]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মানুষ কখন মুসাফির হয়?

(২) কোন কোন নামাযে কছর করা হবে?

(৩) মুসাফির যদি সম্পূর্ণ নামায পড়ে তবে হুকুম কী?

(৪) মুসাফির কখন থেকে কছর শুরু করবে?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২৯ অসুস্থ ব্যক্তির নামায

নামায দ্বীনের খুঁটি। সর্বাবস্থায় নামায পড়া আবশ্যক। অসুস্থাবস্থায়ও নামায মাফ হয় না; তবে এতে কিছুটা শিথিলতা অবশ্যই আছে। সেই শিথিলতা হল, অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারে, তবে বসে বসে পড়বে। যদি বসে বসে পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে শুয়ে শুয়ে পড়বে।

কোন কোন অবস্থায় বসে বসে নামায পড়া জায়েয?

(১) অসুস্থতার দরুণ দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকলে।

(২) দাঁড়ানোর কারণে খুব কষ্ট হলে।

(৩) রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।
(৪) মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভয় হলে।
(৫) দাঁড়ানোর ক্ষমতা তো আছে; তবে রুকু-সিজদার ক্ষমতা না থাকলে।

এসব অবস্থায় নামায বসে বসে পড়া জায়েয আছে। অত:পর বসে নামায পড়া অবস্থায় যদি রুকূ-সিজদা করা সম্ভব হয়, তবে তাই করবে। অন্যথায় ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা করবে এবং সিজদার মধ্যে মাথা একটু বেশি ঝুঁকাবে। [শামী-৫/৪০২ বাবূ সাতুল মারীয]

কোন কোন অবস্থায় শুয়ে নামায পড়া জায়েয?

যদি অসুস্থ ব্যক্তির মাঝে বসেও নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে শুয়ে শুয়েই নামায পড়বে। শুয়ে নামায পড়ার দুটি নিয়ম রয়েছে।

(১) চিত হয়ে শুয়ে পা দুটি কেবলামুখী করে রাখবে; তবে পা মেলে দেয়া উচিত নয়, পেন্ডলী দাঁড় করিয়ে রাখবে এবং মাথার নিচে বালিশ লাগিয়ে নিবে, যেন চেহারা কেবলামুখী হয়ে থাকে এবং রুকু-সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে নামায পড়বে। এটাই উত্তম নিয়ম।

(২) পাজরের উপর শুয়ে চেহারা কেবলামুখী করে নিবে এবং এ অবস্থায় ডান পাজরের উপর শয়ন করা উত্তম।

[শামী-৫/৪০২ সালাতুল মুসাফির]

আর যদি শুয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করেও নামায পড়তে না পারে, তাহলে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর যদি একদিন একরাত থেকে বেশি সময় ধরে তার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে ছুটে যাওয়া নামাযগুলোর কাযা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি একদিন একরাত কিংবা তারচেয়ে কম সময়ের মধ্যে অন্তত ইশারা করে নামায পড়ার ক্ষমতা এসে যায়, তাহলে রুগীকে ছুটে

যাওয়া নামাযগুলোর (যা পাঁচ নামায অথবা তার চেয়ে কম হবে) কাযা করা তার উপর আবশ্যক। [শামী-৫/৪০৩]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) কোনে কোন অবস্থায় বসে বসে নামায আদায় করা যায়?

(২) বসে নামায পড়ার নিয়ম বলুন।

(৩) শুয়ে নামায পড়ার নিয়ম বলুন।

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩০ কাফন-দাফনের মাসাইল

যখন কারো উপর মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকবে; অর্থাৎ তার পা ঢিলা হয়ে যাবে, নাক বাঁকা হয়ে যাবে, কানপট্টি দেবে যাবে, নিঃশ্বাস ঘন ঘন উঠা-নামা করতে থাকবে, তখন তাকে ডান কাত করিয়ে কেবলামুখী করে শুইয়ে দিবে এবং কালেমায়ে শাহাদাত ও কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ এর তালকীন (বারবার নিজে পড়া) করবে। যেমন কোন দ্বীনদার লোক তার পাশে বসে একটু উঁচু আওয়াজে বারবার বলতে থাকবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

যেন এটি শুনে সেও পড়তে পারে; তবে তাকে পড়ার জন্য চাপাচাপি করা যাবে না। কারণ সে তখন নিজ কষ্টেই অস্থির যদি সে একবারও পড়ে নেয়, তাহলে তালকীন কারী নিরব হয়ে যাবে। যদি তালকীনের পর কোনো দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে ফেলে, তবে পুনরায় তালকীন করাবে। এক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, তার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করা, সুগন্ধি রাখা, আশ-পাশে নেককার ও দ্বীনদার লোকেরা অবস্থান করবে।

এমনিভাবে তার হাত-পা সোজা করে দিবে। তারপর যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন এ দু'আ পাঠ করবে-

إِنَّـالِلَّـهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ رَاجِـعُـونَ اللَّـهُـمَّ أُجُـرْنِـى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا

এবং কাপড়ের পট্টি দিয়ে থুতনীকে মাথার সঙ্গে টেনে বেঁধে দিবে, যেন মুখ হা হয়ে না থাকে এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় এক করে বেঁধে দিবে। যেন পা ছড়িয়ে না যায় এবং খুব কোমল হাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। বন্ধ করার সময় এ দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَابَعْدَهُ، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ. وَاجْعَلْ مَاخَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

অর্থ: আল্লাহর নামে এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর আদর্শের উপর। হে আল্লাহ! এই মৃতব্যক্তির উপর তার কাজ সহজ করে দাও। তার জন্য ঐ সময়কে সহজ করে দাও, যা এর পরে আসছে, তাকে তোমার দ্বীদার দ্বারা ধন্য কর। এবং সে যেখানে গেল (অর্থাৎ আখেরাতে) তাকে উত্তম করে দাও সেই স্থানের তুলনায় যেখান থেকে সে বের হয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়া হতে) এরপর তাকে একটি লম্বা চাদরে আবৃত করে চকি বা খাটের উপর রাখবে; মাটির উপর নয়। তারপর তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সংবাদ দিবে। যেন তার জানাযায় বেশি থেকে বেশি মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সবাই তার জন্য দু'আ করতে পারে। কাফন-দাফনের কাজে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করা উত্তম।

বি. দ্র. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার আশপাশে কুরআন পড়া নিষেধ এবং হায়েয-নেফাস অবস্থায়ও মৃতব্যক্তির নিকট যাওয়া নিষেধ। [মারাকিল ফালাহ-১/২১০-২১৩ আহকামুল জানাইয]

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির নিকট উচ্চস্বরে কি পড়ার বিধান রয়েছে?
(২) কারো উপর যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পায়, তখন কী করা উচিত?
(৩) মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা থুতনি মাথার সঙ্গে টেনে বাঁধার সময় কি পড়বে?
(৪) মৃত বক্তির নিকট গোসলের পূর্বে কুরআন পাঠ করার বিধান কী?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩১ মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সুন্নত পদ্ধতি

যে খাটে রেখে মাইয়্যেতকে গোসল দিবে, তাকে তিনবার লোবান (সুগন্ধী বা আগরবাতি) দ্বারা ধূমায়িত করবে এবং মাইয়্যেতকে তাতে শোয়াবে। শরীরের কাপড় ছিড়ে বের করবে। লুঙ্গি দিয়ে সতর ঢেকে দিয়ে শরীরের কাপড় লুঙ্গী না সরিয়েই ভিতরে ভিতরে খুলে ফেলবে। তারপর পেটের উপর আলতোভাবে হাত দিয়ে চাপ দিবে (মনে রাখতে হবে, যে অঙ্গে জীবিত অবস্থায় হাত লাগানো হারাম ছিল, মৃত্যুর পরও সেই অঙ্গে কোনো আড়াল ব্যতিত স্পর্শ করা জায়েয হবে না। তাই গ্লাভ্স কিংবা অন্য কোনো কাপড় ব্যবহার করবে) এরপর পেট থেকে কোনো নাপাকী বের হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় হাতে গ্লাভ্স বা মুজা পরিধান করে তিনটি বা পাঁচটি ঢিলা ব্যবহার করিয়ে তাকে ইস্তঞ্জা করাবে এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করবে। ধোয়ার সময় সর্বপ্রথম মুখমন্ডল ধোয়াবে, তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াবে। তারপর মাথা মাসেহ করাবে। তারপর উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়াবে এরপর তিনবার তুলা ভিজিয়ে দাঁত ও দাঁতের মাড়িগুলো পরিষ্কার করে দিবে।

deeniyat

এবং নাকের উভয় ছিদ্রেও এরূপ তুলা ব্যবহার করবে। এটাও জায়েজ আছে। (তবে যদি মায়্যিত গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মারা যায় তাহলে মুখে ও নাকে পানি পৌঁছানো আবশ্যক) শুরুতেই নাক, মুখ ও কানের ছিদ্রে তুলা ভরে দিবে। যেন ওযূ কিংবা গোসলের সময়ঐ ছিদ্রগুলো দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। যখন ওযু শেষ হবে, তখন সাবান ইত্যাদি দ্বারা মাথা ধুয়ে নিবে। তারপর মাইয়্যেতকে বাম কাত করে শুইয়ে যেন ডান পাশ আগে ধোয়া যায়। বরইপাতা সিদ্ধ কুসুম গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে যেন বাম পাশ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। অত:পর ডান কাত করে শুইয়ে পূর্বের ন্যায় বাম পাশের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত এত পানি ঢালবে যেন ডান পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর মাইয়্যেতকে নিজের বুকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসাবে এবং কোমল হাতে পেটে চাপ দিবে এবং নিচের দিকে মলতে থাকবে। যদি কোনো নাপাকী বের হয়, তাহলে তা মুছে ফেলবে। ওযূ গোসলকে পুনরায় করানোর প্রয়োজন নেই। এরপর তাকে বাম কাত করে শোয়াবে এবং কাফুর মিশ্রিত পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুনরায় তিনবার ঢালবে এবং কোনো কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দেবে। যদি বরইপাতা সিদ্ধ করা পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে হালকা কুসুমগরম পানিই যথেষ্ট। তা দিয়েই গোসল করিয়ে দিবে। খুব গরম পানি দ্বারা গোসল দেবে না।

বি. দ্র. গোসল দেওয়ার যে পদ্ধতি উপরে আলোচিত হয়েছে, তা সুন্নত পদ্ধতি। যদি কেউ সেভাবে গোসল দিতে না পারে; বরং একবার সারা শরীরকে ধুয়ে দেয়। তাতেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। যখন গোসলের কাজ শেষ হবে,তখন মাথায় আতর বা সুগন্ধী মাখিয়ে দিবে। পুরুষ হলে দাঁড়িতেও মাখাবে।

তারপর কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতায় (অর্থাৎ যে অঙ্গগুলো নামাযে ব্যবহার হত) সুগন্ধি মেখে দিবে। কেউ কেউ কাফনের কাপড়ে আতর মাখিয়ে দেয়। আতর মাখা তুলা টুকরা কান, নাকের ছিদ্রে দেয়। এসব মুর্খতা। শরীয়তে যতটুকু পাওয়া যায় এর বেশি কিছু করা ঠিক নয়। [মারাকিল ফালাহ-১/২১৩, ২১৫ আহকামুল জানাইয]

মাসআলাঃ মাথার চুল আঁচড়াবে না, নখ বা শরীরের অন্যান্য লোম ও চুল যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিবে। [মারাকিল ফালাহ-১/২১৫]

মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে তার কোনো আত্মীয় গোসল দেয়াই সবচেয়ে উত্তম। যদি না হয়, তাহলে কোনো দ্বীনদার নামাযী ব্যক্তি গোসল দিবে। [মারাকিল ফালাহ-১/২১৪]

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি গোসল দিবে সে গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব। [মারাকিল ফালাহ)-১/৪৮]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার মাসনূন পদ্ধতি কী?

(২) কার দ্বারা মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া উত্তম?

(৩) মাইয়্যেতকে গোসল দানকারীর জন্য পরে গোসল করে নেয়া কি?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩২ মাইয়্যেতকে কাফন দেয়ার মাসাইল

মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার মত কাফন পরিধান করানোও ফরযে কিফায়াহ। পুরুষের জন্য মাসনূন কাপড় হল তিনটি-

(১) ইযার (২) জামা (৩) লিফাফা। ইযার ও লেফাফা মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা হবে এবং জামা (হাতা ও কলি ব্যতিত) ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হবে।

মহিলাদের জন্য মাসনূন কাপড় পাঁচটি-

(১) জামা (২) ইযার (৩) উড়না (৪) চাদর বা লেফাফা (৫) সীনাবন্দ।

জামা ঘাড় থেকে টাখনু পর্যন্ত লম্বা। সীনাবন্দ বুকের উপরীভাগ থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত। উড়না কমপক্ষে তিন হাত লম্বা, ইযার ও লেফাফা বা চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হতে হবে।

সর্বোত্তম কাফন হল সাদা কাপড়ের। এক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন সবই সমান। পুরুষদের জন্য খাটি রেশমী বা রঙ্গীন কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া মাকরূহ। তবে মহিলাদের জন্য তা অনুমতি রয়েছে।

[মারাকিল ফালাহ-১/২১৬, ২১৭]

বি. দ্র. কাফনের মধ্যে কোনও কাপড় সিলানো থাকবে না, জামার গলার জন্য মধ্যখানে শুধু কেটে নিবে।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) পুরুষদের জন্য মাসনূন কাফন কয়টি?

(২) মহিলাদের জন্য মাসনূন কাফন কয়টি?

(৩) সর্বোত্তম কাফন কোনটি?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩৩ কাফন পরানোর সুন্নত পদ্ধতি

পুরুষের কাফনঃ কাফনের কাপড়কে একবার/তিনবার/পাঁচবার সূগন্ধিতে ধুমায়িত করে নিবে। পুরুষের জন্য প্রথমে লিফাফা হিছাবে। তার উপর জামার অর্ধাংশ বিছাবে এবং বাকি অংশ মাথার দিকে গুটিয়ে রাখবে যেন পরবর্তিতে সহজে মাথা ঢুকানো যায় অত:পর মাইয়্যেতকে জামার নিচের অংশের উপর শুইয়ে, গুটানো অংশের কলার দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে জামা পরিয়ে দিবে। এরপর ইযারকে প্রথমে বাম দিক থেকে অত:পর ডান দিকে থেকে গায়ে জড়িয়ে দিবে। এরপর ইযারের ন্যায় লিফাফাকেও প্রথমে বামদিক থেকে এরপর ডান দিক থেকে গায়ে জড়িয়ে দিবে। সর্বশেষে কাফনের মাথার শেষাংশ ও পায়ের শেষাংশের কোনো রশি বা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিবে।

মহিলাদের কাফনঃ মহিলাদের জন্য প্রথমে চাদর বিছাবে, তার উপর ইযার, তার উপর সীনাবন্দ তার উপর জামা বিছাবে। তারপর মাইয়্যেতকে তাতে শুইয়ে জামা পরাবে। জামা পরানোর পর মাথার চুলগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে তার বুকের উপর রেখে দিবে। তারপর উড়না তার উপর বিছিয়ে দিবে। তারপর সীনাবন্দকে উভয় বোগলের নিচ দিয়ে এনে হাঁটু পর্যন্ত বুকের উপর জড়িয়ে দিবে। প্রথমে বাম দিকে, তারপর ডান দিকে এরপর ইযার এরপর লিফাফা। প্রথমে বাম দিকে তারপর ডান দিকে। এরপর পৃথক কাপড়ের টুকরা দিয়ে মাথার দিকে ও পায়ের দিক বেঁধে দিবে। সীনাবন্দকে ইযারের উপরেও বাধা যায়। অথবা সমস্ত কাফনের উপরও সীনাবন্দ জড়ানো জায়েয আছে। কাফনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর জানাযার নামায আদায় করবে।

[মারাকিল ফালাহ-১/২১৬, ২১৭ আহকামুল জানাইয]

মাসআলাঃ যে কোন ব্যক্তি যেই শহরে মারা যাবে, তাকে সেই শহরেই দাফন করা উত্তম। অন্যত্র নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তবে অপারগতা যদি থাকে, তাহলে অসুবিধে নেই।

মাসআলাঃ কাফনের মধ্যে অথবা কবরের ভিতর 'অঙ্গিকার নামা' নিজের পীরের শাজারায়ে নসব অথবা অন্য কোনো দু'আ লেখা ঠিক নয়। এমনিভাবে কাফনের উপর অথবা মাইয়্যেতের বুকের উপর কাফুর কিংবা কালি দ্বারা কালেমায়ে তায়্যিবা বা অন্য কোনো দু'আ লেখাও উচিৎ নয়।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) পুরুষকে কাফন পরিধানের মাসনূন পদ্ধতি কী?

(২) মহিলাকে কাফন পরিধানের মাসনূন পদ্ধতি কী?

(৩) কাফনের মধ্যে কিংবা কবরের ভিতরে কিছু রাখার বিধান কী?

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৪ জানাযা নিয়ে যাওয়ার সুন্নত পদ্ধতি

জানাযা নিয়ে চলার সুন্নত পদ্ধতি হল, জানাযা উঠানোর সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়বে এবং চারজন লোক খাটের চার পায়ায় ধরে নিয়ে চলবে, প্রত্যেক দশ কদম পরপর চারো পায়ার কাঁধগুলো পরিবর্তন করবে এবং চারো পায়ার সঙ্গে এমন করবে। চার জনের প্রত্যেকেই খেয়াল রাখবে যে আমাকে খাটের চারো পায়ায় একবার করে কাঁধ লাগাতে হবে। প্রতি দশ কদম পরপর কাঁধ পরিবর্তন হবে। মাইয়্যেতের ডান পাশের পায়া দুটিতে সামনে একটি পিছনে একটি ডান কাঁধ স্পর্শ করবে এবং বাম পাশের পায়া দুটিতে বাম কাঁধ স্পর্শ করবে, সর্বোত্তম পদ্ধতি হল মাথার দিকে

deeniyat

ডান দিকের পায়াকে সর্বপ্রথম ডান কাঁধে রাখবে, দশ কদম চলার পর ডান দিকের পিছনের পায়া ডান কাঁধে তুলবে। এরপর মাথার বাম পাশের সামনের পায়ায় বাম কাঁধ রাখবে এরপর পিছনে এসে পিছনের বাম পায়া বাম কাঁধে তুলে নিবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অদল-বদল করে চলতে থাকবে যেন প্রত্যেকেই এভাবে কাঁধ পরিবর্তন করে চল্লিশ কদম চলতে পারে।

জানাযা নিয়ে খুব দ্রুত চলা উচিত। তবে এতটা দ্রুত নয় যে, জানাযা নড়তে থাকে। জানাযার মাথার দিকটা আগে থাকবে। (পায়ের দিকে চলবে না) জানাযার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম। বাহনে করে যাওয়াও জায়েয আছে; তবে জানাযার আগে আগে যাওয়া মাকরূহ। জানাযার সঙ্গে সঙ্গে গমনকারীরা নিরব থাকবে। কথাবার্তা বলা বা উচ্চস্বরে দু'আ, জিকির বা তিলাওয়াত করা মাকরূহ। কবরস্থানে জানাযা মাটিতে রাখার পূর্বে বসাও মাকরূহ। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হল, যতক্ষণ দাফন শেষ হয়ে কবর বন্ধ না হবে ততক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকা; না বসা। [মারাকিল ফালাহ-১/২২৩, ২২৪ ফাসলুন ফি হামলিহা ওয়া দাফনিহা]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) জানাযা নিয়ে চলার সুন্নত পদ্ধতি বলুন?

(২) কবরস্থানে জানাযা রাখার পূর্বে বসে যাওয়া কি।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩৫ জানাযার নামায

জানাযা মাইয়্যেত কে বলে। মাইয়্যেতের মাগফিরাত ও ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে নামায পড়া হয় তাকে 'জানাযার নামায' বলা হয়।

ফযীলত :-

এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের অনেক হক রয়েছে। তার মধ্যে একটি হক্ব হল, কোনো মুসলমান ভাই মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া। হাদীসে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন; যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হয় এবং জানাযার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার সঙ্গে থাকে, তাকে এক কিরাত সাওয়াব দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি জানাযায় শরিক হয়ে দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, তাকে দুই কিরাত সাওয়াব দেয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! দুই কিরাত কী? তিনি উত্তর দিলেন, দুই কিরাত দুটি বড় পাহাড়ের সমান।

[মুসলিম-২২৩২ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

হুকুম :-

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। কয়েকজন পড়ে নিলে সকলের দায়ত্ব হতে ফরয আদায় হয়ে যাবে; আর যদি কেউই না পড়ে, তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে।

[শামী-৬/২৭৫ সালাতুল জানাযাহ]

deeniyat

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

মাইয়্যেত নারী হোক কিংবা পুরুষ, তাকে সামনে রেখে ইমাম তার সীনা বরাবর দাঁড়াবে এবং সকল লোকেরা পিছনে কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াবে। এরপর এভাবে নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই মাইয়্যেতের মাগফিরাতের জন্য এই ইমামের পিছনে জানাযার নামায আদায় করছি। অত:পর ইমাম উচ্চস্বরে ও মুক্তাদীগণ নিম্নস্বরে তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করে নাভির নিচে বেঁধে নিবে। ইমাম মুক্তাদি সবাই আস্তে আস্তে 'ছানা' পড়বে تعالى جدك এরপর وجل ثناؤك পড়ে নেয়া উত্তম।) এরপর ইমাম জোরে এবং মুক্তাদী আস্তে আস্তে হাত উত্তোলন ব্যতিত দ্বিতীয় তাকবীর বলবে এবং ইমাম-মুক্তাদী সবাই নিম্নস্বরে দুরূদে ইবরাহীম পড়বে। এরপর ইমাম উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদী নিম্নস্বরে তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং জানাযার নামাযের মাসনূন দোয়া পাঠ করবে। এরপর পুন:রায় ইমাম জোরে এবং মুক্তাদি আস্তে চতুর্থ তাকবীর বলে প্রথমে ডান দিকে এরপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

[শামী-৬/২৮৩, ৩০৯]

জানাযার নামাযে ২টি বিষয় ফরয

(১) দাঁড়িয়ে নামায-পড়া

(২) চারবার 'আল্লাহু আকবার' বলা। কেউ যদি দাঁড়িয়ে শুধু চারবার 'আল্লাহু আকবার' বলে, তখনও নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

[শামী-৬/২৮৩, ৩০৯]

deeniyat

৮

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) জানাযার নামায কাকে বলে?

(৩) জানাযার নামাযের ফযীলত কী?

(৪) জানাযার নামাযের হুকুম কী?

(৫) জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি কী?

(৬) জানাযার নামাযে ‘ছানা’ কিভাবে পড়া হয়?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৬ জানাযার নামাযের মাসাইল

জানাযার নামাযে চারটি বিষয় সুন্নত:

(১) ইমাম মাইয়্যেতের সীনা বরাবর কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

[মারাকিল ফালাহ-১/২১৮]

(২) আল্লাহ তা‘আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা।

[মারাকিল ফালাহ-১/২১৮ আসসলাতু আলাইহি]

(৩) নবী কারীম ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করা।[মারাকিল ফালাহ-১/২১৮]

(৪) মাইয়্যেতের জন্য দু‘আ করা। [মারাকিল ফালাহ-১/২১৮ সালঅতুল জানাযাহ]

জানাযার নামাযের জন্য শর্ত হল,

○ মাইয়্যেতকে সামনে রাখা। [শামী-২/২০৮]

○ কাতার এর সংখ্যা বেজোড় সংখ্যায় হওয়া উত্তম। যেমন- ৩/৫/৭/৯

[শামী-২/২১৪]

○ জানাযার নামায মাইয়্যেতের ওলী তথা ঘনিষ্ঠ অভিভাবক পড়াবেন; যদি ওলী না পড়ান, তবে ওলী যাকে অনুমতি দেবেন,

নামায

deeniyat

সে পড়াবে। [শামী-২/২২০]

❍ জানাযার নামায চলছে এবং উযূ করতে গেলে যদি জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা তৈরী হয়, তাহলে তায়াম্মুম করে নামাযে শরীক হবে। [শামী-১/২৪১ সূনানুততায়াম্মুম]

❍ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জানাযার নামাযকে বিলম্ব করা মাকরূহ। [শামী-২/২৩২]

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৭ জানাযার নামাযের সুন্নত দু'আসমূহ

বালেগ পুরুষ বা মহিলার জানাযা হলে এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিতদের, আমাদের মৃতদের, আমাদের উপস্থিত লোকদের এবং আমাদের অনুপস্থিত লোকদের, আমাদের ছোটদের, আমাদের বড়দের এবং আমাদের পুরুষদের ও আমাদের নারীদেরকে ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন, এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন।

deeniyat

না-বালেগ ছেলের জানাযা হলে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

অর্থ: হে আল্লাহ! এই শিশুটিকে আপনি আমাদের জন্য আগে গিয়ে ব্যবস্থাকারী এবং সাওয়াবের উপায় এবং গচ্ছিত সম্পদ বানিয়ে দিন এবং একে আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে দিন এবং তার সুপারিশ কবুল করে নিন।

নাবালেগ মেয়ের জানাযা হলে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

অর্থ: হে আল্লাহ! এই মেয়েটিকে আপনি আমাদের জন্য আগে গিয়ে ব্যবস্থাকারী, আমাদের জন্য সাওয়াবের উপায় এবং গচ্ছিত সম্পদ বানিয়ে দিন এবং একে আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে দিন এবং তার সুপারিশ আপনি কবুল করে নিন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) বালেগ নারী-পুরুষের জানাযার নামাজে কোন দু'আ পড়তে হয়?
(২) না-বালেগ ছেলের জানাযায় কোন দু'আ পড়তে হয়?
(৩) না-বালেগ মেয়ের জানাযায় কোন দু'আ পড়তে হয়?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩৮ দাফনের মাসাইল

মাইয়্যেতকে দাফন করা ফরযে কিফায়াহ। মাইয়্যেতের কবরের গভীরতা কমপক্ষে তার দেহের অর্ধেক পরিমাণ খনন করা হবে; তবে দেহের পরিমাণের চেয়ে বেশি খনন করবে না। মাইয়্যেতকে সর্বপ্রথম

deeniyat

কবরের পশ্চিম দিক থেকে কবরে নামাবে। কবরে রাখার সময় বলবে- بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ তারপর মাইয়্যেতকে কেবলামুখী করে ডান কাতে শোয়াবে এবং কাফনের গিট্টুগুলো খুলে দিবে। এরপর কাঠ, বাঁশ দ্বারা কবর বন্ধ করে দিবে। অত:পর মাথার দিক থেকে মাটি ফেলা শুরু করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এক মুষ্টি করে তিনবার কবরে মাটি ফেলবে। প্রথমবার ফেলার সময় বলবে- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয়বার বলবে- وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয়বার বলবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى এরপর কবরকে মাটি দিয়ে ভরে সমান করে দিবে এবং তার উপর পানি ছিটিয়ে দিবে। তারপর কবরের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারার প্রথম কয়েক আয়াত অর্থাৎ "اَلْمُفْلِحُوْنَ" পর্যন্ত তেলাওয়াত করবে এরপর পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত "اٰمَنَ الرَّسُوْلُ" থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। [শামী-২/২৩৩-২৩৭ মাতলাবু ফি দাফনিল মায়্যিত]

মাসআলা: মহিলাদেরকে কবের রাখার সময় চাদর দিয়ে কবর ঢেকে দেয়া মুস্তাহাব।

দাফনের পর

নবী কারীম ﷺ মাইয়্যেতের দাফনের পর নিজেও ইস্তেগফার করতেন, অন্যদেরকে ও আদেশ করতেন- তোমরা নিজেদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দৃঢ় ও অবিচল থাকার দু'আ কর। যেন আল্লাহ তা'আলা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় দৃঢ় ও মজবুত রাখেন। [আবু দাউদ-৩২২১]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মাইয়্যেতকে দাফন করার বিধান কী?
(২) দাফনের পর নবীজীর আমল কি ছিল?
(৩) মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় এবং তাতে মাটি ঢালার সময় কি পড়া উচিৎ?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩৯ রোযার মাসাইল

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় ইবাদতের নিয়তে খাওয়া পান করা ও যৌন কাজ থেকে বিরত থাকার নাম 'রোযা'।
[শামী-৭/৩১২]

আরবি ভাষায় রোযা রাখাকে 'সওম' ও রোযা ভাঙ্গাকে 'ইফতার' বলে।

রোযার ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয ছিল। যেন তোমাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। [সূরা বাক্বারা-১৮৩]

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষের প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রদান করা হয়, কেবল রোযা ব্যতিত। রোযার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেটি বান্দার পক্ষ হতে আমার জন্য বিশেষ উপহার আর সেই তোহফার প্রতিদান আমার ইচ্ছামত আমিই দিব। আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় খাওয়া-দাওয়া, যৌনসম্ভোগ পরিহার করেছে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হল, ইফতারের সময়। অপরটি হল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় (জান্নাতে)। এবং রোযাদারের মুখের দূর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশ্‌কের সুঘ্রাণ হতে ও উত্তম লাগে।
[মুসলিম-২৭৬৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

রাসূলে কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শরঈ ওযর বা অসুস্থতা ব্যতিত রমযানের একটি রোযাও ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে তার স্থলে সারা জীবন রোযা রাখে, তারপরও হারিয়ে যাওয়া ফযীলত পূরণ হবে না ।
[তিরমিযী-৭৩৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

রোযার নিয়ত :

রোযা সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। রোযার নিয়ত হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মনে মনে ইচ্ছা ও নিয়ত করা, মুখে বলা জরুরী নয়। [শামী-৭/৩৪১]

রোযার নিয়তের সময় :

(১) রমযান, সুন্নত ও নফল রোযাসমূহের নিয়তের সময় সূর্যাস্তের পর, পরের দিনের অর্ধেক দিন পর্যন্ত সময় বাকি থাকে; তবে সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করে নেয়া উত্তম। সুতরাং কেউ যদি সেহরীর সময় শেষ হওয়ার পর জাগ্রত হয়, তাহলে সেও খাওয়া ও পান করা ব্যতিতই রোযা রাখতে পারবে। [শামী-৭/৩৩২]

বি. দ্র. অর্ধদিন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্ধেক। একে 'দহ্ওয়াযে কুবরা'ও বলে। উদাহরণস্বরূপ যদি সকাল ৬টায় ভোর হল এবং সন্ধ্যে ঠিক ৬টায় সূর্যাস্ত গেল, তাহলে পুরো দিন ১২ (বার) ঘণ্টা বিশিষ্ট হল। তাহলে এর অর্ধদিন বেলা ১২টায়। [শামী-৭/৩৫৩]

(২) রমযানের কাযা রোযা, নফলের কাযা রোযা এবং কাফফারার কাযা রোযাগুলোর মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করে নেয়া আবশ্যক। যদি সুবহে সাদিকের পর এই রোযাগুলোর কোনটির নিয়ত করে, তাহলে রোযা কাযা হিসেবে সহীহ হবে না; তবে নফল রোযা হবে এবং নফল রোযার সাওয়াব পাওয়া যাবে। [শামী-৭/৩৪১-৩৪২ কিতাবুস সওম]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) রোযার ফযীলত বলুন?
(২) রোযার নিয়ত করার সময় কতক্ষণ বাকি থাকে?
(৩) 'দহ্ওয়ায়ে কুবরা' কাকে বলে?
(৪) সুবহে সাদিকের পূর্বেই কোন কোন রোযার নিয়ত করা আবশ্যক?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৪০ রোযার মুস্তাহাব আমলসমূহ

(১) সূর্যাস্তের পর ইফ্‌তারে তাড়াহুড়া করা।

[বুখারী-১৯৫৭-সাহল ইবনে সাদ رضي الله عنه]

(২) খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করা। অন্যথায় পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা। [তিরমিযি-৬৯৫ সালমান ইবনে আমের رضي الله عنه]

(৩) ইফ্‌তারের সময় দু'আ করা। [ইবনে মাযাহ-১৭৫৩ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

(৪) সাহরী করা। [বুখারী-১৯২৩ আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه]

(৫) সাহরী করার মধ্যে দেরী করা; তবে এতটা দেরী না করা, যার দ্বারা সুবহে সাদিকের সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

[তবরানী ছগীর-২৭৯ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

(৬) সুবহে সাদিকের পূর্বেই ফরয গোসল সেরে নেয়া, যেন পবিত্র অবস্থায়ই রোযা পরিপূর্ণ হতে পারে।

[শামী-২/৪০০ বাবু মা ইউফসিদুছ ছওম]

(৭) বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। [বুখারী-৬ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

(৮) বেশি বেশি দান-সাদকা করা। [বুখারী-৬ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

(৯) মিথ্যা, পরনিন্দা, চোগলখোরী এবং গালমন্দ করা থেকে নিজের মুখ হিফাযত করা। [বুখারী-১৯০৩- আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

(১০) আনন্দদায়ক বিষয়সমূহ থেকে নিজকে বাঁচানো; চাই তা হালাল হোক না কেন!

প্রশ্নমালা ঃ

(১) রোযার মুস্তাহাব আমলসমূহ বলুন?

১০ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৪১ যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়

ঐসব বিষয় যার কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়

(১) কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কিছু রেখে দিল এবং তা হলকের নিচে চলে গেল। [শামী-৭/৪১৫ বাবু মা ইউফসিদুস সওম]

(২) রোযা স্মরণ ছিল,তারপরও কুলি করার সময় অনিচ্ছাকৃত হলকে পানি পৌঁছে গেল। [শামী-৭/৪১৫ প্রাগুক্ত]

(৩) বমি এলো আর জেনে বুঝে তা গিলে ফেলল। [শামী-৭/৪৬১ প্রাগুক্ত]

(৪) জেনে বুঝে মুখ ভরে বমি করা। [শামী-৭/৪৬১ প্রাগুক্ত]

(৫) কংকর, কাগজ, রবার, বিচি অথবা এ জাতীয় বস্তু গিলে ফেলা। [শামী-৭/৪৬৬ প্রাগুক্ত]

(৬) দাঁতে আটকে যাওয়া ছোলা পরিমাণ বস্তু গিলে ফেলা। [শামী-৭/৪৬৬ প্রাগুক্ত]

(৭) দাঁতের ফাঁকে ছোলার চেয়ে ছোট কোনো বস্তু আটকে ছিল, আর তা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেলা। [শামী-৭/৪৬৬ প্রাগুক্ত]

(৮) কান অথবা নাকের মধ্যে তৈল বা অন্যকিছু প্রবেশ করানো। [শামী-৭/৪২১ প্রাগুক্ত]

(৯) নাক দিয়ে কোনো বস্তু এমনভাবে ভিতরে নেয়া যে, তা মস্তিস্ক কিংবা পেট পর্যন্ত চলে যায়। যেমন ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করা। [শামী-৭/৪২১প্রাগুক্ত]

(১০) ঔষধকে বাস্পের আকারে মুখ অথবা নাকে টেনে নেয়া, চাই তা মেশিনের মাধ্যমে হোক। যেমন ইনহিলার বা গ্যাসপাম্প ইত্যাদি ব্যবহার করা। [শামী-৭/৪২১]

(১১) পায়খানা বা পেশাবের পথ দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করানো। [শামী-৭/৪২১ প্রাগুক্ত]

deeniyat

৩- আক্বাইদ, মাসাইল

[নামায]

(১২) সুবহে সাদিকের পর সাহরীর সময় বাকি আছে মনে করে সাহরী খেয়ে নিল, পরে জানতে পারল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছিল, তখন রোযা হবে না। [শামী-৭/৪৩৯ প্রাগুক্ত]

(১৩) মেঘ কিংবা ধূলার কারণে সূর্যাস্ত বুঝতে পারেনি, সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করে ফেলল, পরে জানতে পারল যে, এখনো দিন অবশিষ্ট আছে, তো রোযা হবে না। [শামী-৭/৪৩৯ প্রাগুক্ত]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) জেনে-বুঝে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হবে কী?

(২) রবার খেলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

(৩) ইনহিলার কিংবা গ্যাসপাম্প ব্যবহার করলে কি রোযা ভঙ্গ হবে?

(৪) রোযা অবস্থায় কানে ঔষধ দেয়ার বিধান কী?

(৫) রোযা অবস্থায় দাঁতে আটকানো বস্তু গিলে ফেলার হুকুম কী?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪২ যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

(১) ভুল করে কিছু খাওয়া বা পান করা। [শামী-৭/৩৯০ প্রাগুক্ত]

(২) ভুল করে স্ত্রী সহবার করা। [শামী-৭/৩৯০ প্রাগুক্ত]

(৩) ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হওয়া। [শামী-৭/৩৯৬ প্রাগুক্ত]

(৪) মাথা অথবা শরীরে তৈল বা মলম লাগানো। [শামী-৭/৩৯৫]

(৫) সুরমা লাগানো,যদিও তার স্বাদ হলকে অনুভুত হোক। [শামী-৭/৩৯৫ প্রাগুক্ত]

(৬) সুগন্ধী লাগানো বা ঘ্রাণ নেয়া। [শামী-৭/৪৭৪ প্রাগুক্ত]

(৭) মেসওয়াক করা। [শামী-৭/৪৮১ প্রাগুক্ত]

নামায

ফর্মা : ১৩

deeniyat

(৮) নিজের থুথু কিংবা কফ গিলে ফেলা। [শামী-৭/৪১৩ প্রাগুক্ত]

(৯) দাঁতে আটকানো ছোলা থেকে ছোট কোনো বস্তু মুখ থেকে বের না করে গিলে ফেলা। [শামী-৭/৩৯৮ প্রাগুক্ত]

(১০) মশা-মাছি, ধূঁয়া, ধূলাবালি বা আটা উড়ে এসে হলকে অনিচ্ছাকৃত প্রবেশ করা। [শামী-৭/৩৯৪ প্রাগুক্ত]

(১১) আপনা আপনি বমি হওয়া; চাই মুখ ভরে হোক। [শামী-৭/৪১৬ প্রাগুক্ত]

(১২) বমি আপনা আপনি হলকে ফিরে যাওয়া। [শামী-৭/৪১৬ প্রাগুক্ত]

(১৩) শরীর থেকে রক্ত বের করানো। [শামী-৭/৩৯৭ প্রাগুক্ত]

(১৪) গ্লুকোজ দেয়া। [ফাতহুল কাদীর-২/৩৩০, কিতাবুল ফাতাওয়া-৩/৩৯১]

(১৫) ইনজেকশন নেয়া। [শামী-৭/৩৯৫]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) রোযা অবস্থায় শরীরে মলম মাখা কেমন?

(২) আটা উড়ে হলকের ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

(৩) বমি করলে কি রোযা ভেঙ্গে যায়?

(৪) রোযা অবস্থায় গ্লুকোজ নেয়া কেমন?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪৩ কাফফারা কখন ওয়াজিব হয়?

তিন কারণে কাযার সঙ্গে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হয়-

(১) রমযানের মাস হওয়া।

(২) রোযা রাখার পর বিনা ওযরে রোযা ভেঙ্গে ফেলা।

(৩) রোযা মনে থাকতেও স্ত্রী সহবাস করা অথবা এমন বস্তু খেয়ে ফেলা যা সাধারণত মানুষ খায়। যদি এমন বস্তু খেয়ে ফেলে যা

সাধারণত মানুষ খায় না। যেমন- কঙ্কর, মাটি, কাগজ ইত্যাদি, তো এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে; তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

[শামী-৭/৪৪৮,৪৪৯...]

মাসআলা: কেউ ভুলে কিছু খেয়ে ফেলল, এরপর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে আবার খাওয়া-দাওয়া করল, তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। [শামী-৭/৪১৮ প্রাগুক্ত]

রোযার কাফ্ফারা :

(১) একজন গোলাম আযাদ করা।

(২) গোলাম আযাদ করতে না পারলে ধারাবাহিক ২মাস রোযা রাখা।

(৩) যদি এর সামর্থও না থাকে,তাহলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা পেটভরে খানা খাওয়ানো অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে সাদকায়ে ফিতির-এর পরিমাণ (পৌনে দু কেজি প্রায় ২কেজি) শস্য অথবা তার মূল্য দিয়ে দেয়া। [শামী-৭/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

বি. দ্র. রমযান মাসে যদি কারো রোযা ভেঙ্গে যায়,তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এমনিভাবে যদি মুসাফির দিনের বেলায় নিজে বাড়িতে এসে পৌঁছে, অথবা নাবালেগ ছেলে বালেগ হয়ে যায়, অথবা সমস্যায় নিপতিত মহিলার ওযর শেষ হয়ে যায়, তাহলে ঐসব লোকদের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারদের মতই পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

[বাদাইউস সানায়ে -২/১০২, হুকমুস সওম ওয়ালমু]

প্রশ্নমালা ঃ

(১) কাফ্ফারা কখন ওয়াজিব হবে?

(২) কাগজ খেলে কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

(৩) রোযার কাফ্ফারা কি?

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

৮

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

সবক ঃ ১ হায়েজ নেফাস ও ইস্তেহাজার বর্ণনা

হায়েজ : (ঋতুস্রাব) প্রত্যেক মাসে মহিলাদের ফোঁটা ফোঁটা করে যে রক্ত বের হয় তাকে হায়েজ (ঋতুস্রাব) বলে।

হায়েজ কমপক্ষে তিনদিন তিনরাত এবং সর্বোচ্চ দশ দিন দশ রাত হয়।

নেফাস : সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাস চল্লিশ দিনের বেশী হয় না। আর কমের কোন সময় সীমা নেই।

এ দুটো ব্যতীত যে রক্ত বের হয় তাকে ইস্তেহাজার (রোগের) রক্ত বলে।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২ হায়েজ এর বিধানসমূহ

১। হায়েজ এর স্বর্বনিম্ন সময় তিনদিন তিনরাত, আর যদি এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে পবিত্রতা অর্জন হয় তাকে রোগ বলা হবে। এ রোগকে ইস্তেহাজা বলে। ইস্তেহাজা অবস্থায় নামাজ, রোজা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত ইত্যাদি সব জায়েয আছে। যদি হজ্বের সময়ে ইস্তেহাজা হয় তবে তাওয়াফও জায়েয আছে যেমনি ভাবে পবিত্র অবস্থায় জায়েয।

২। কখনো কখনো এমনও হয় যে, কিছু কিশোরী বা মহিলাদের চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত হায়েজ এর রক্ত দেখা যায়, অতঃপর মাঝে দু-তিনদিন বা একদিনের জন্য রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এরপর পুনরায় কিছু হায়েজের রক্ত দেখা দেয়। তাহলে ঐ মাঝের সময়ের পবিত্রতার কোন ধর্তব্য নেই। সে দিন গুলোকেও অপবিত্রতার সময় মনে করা হবে, এবং এ সময়েও নামাজ রোজা ইত্যাদি জায়েয নেই।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

৩। যদি কোন মহিলা তিন দিনের পর দশ দিনের মধ্যেই, যেমন চার-পাঁচ দিন বা ছয় দিনের মধ্যেই পবিত্র হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে গোসল করে নামাজ শুরু করে দিবে। আর যদি রমজান মাস হয় তবে রোজাও রাখবে। অধিকাংশ মহিলাই অজ্ঞতা বশত: এমনই মনে করে যে, সাত দিনের পরই গোসল করবে যদিও সে তার পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়। এমন মনে করা ভুল।

৪। হায়েজ এর সময় শেষ হওয়ার পর গোসল করা ওয়াজিব। ইস্তেহাজার ক্ষেত্রে গোসল করা ওয়াজিব নয়।

৫। যদি কোনো মহিলার ১০ দিনের পরও রক্ত চালু থাকে তবে সব সময় যতদিন রক্ত আসার সময় ছিল ততদিনকে হায়েজ হিসেবে ধরা হবে, আর বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাজা গণ্য করে সে দিনগুলোর নামাজ কাযা আদায় করতে হবে।

যেমন কারো সব সময় হায়েজ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পবিত্র হওয়ার অভ্যাস ছিল। কোন মাসে দশ দিনের বেশী রক্ত বের হল, তবে পাঁচ দিন হায়েজের রক্ত হবে আর বাকী দিন গুলোকে ইস্তেহাজা গণ্য করা হবে। সুতরাং অভ্যাস অনুযায়ী পাঁচ দিন ব্যতীত বাকী সকল দিনের নামাজ কাযা আদায় করবে। আর যদি দশদিন দশরাতের মধ্যে বা তার চেয়ে কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে ঐ সকল দিনকেই হায়েজ হিসেবে গণ্য করা হবে। আর এ-পরিবর্তনের অর্থ এ-হবে যে, এখন তার পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

৬। এক ঋতুস্রাব থেকে অন্য ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময় সীমা কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন, আর বেশীর কোন সীমা নেই। যদি কারো ১৫ দিনের পূর্বেই রক্ত দেখা দেয় তবে তাকে হায়েজ

deeniyat

মনে করা যাবে না বরং তা ইস্তেহাজা বা রোগ বলে গণ্য হবে। তাই এ সময়ের মধ্যে নামাজ, রোজা, তেলাওয়াত, তাওয়াফে জেয়ারত সব জায়েয আছে।

যেমন কোন মহিলার হায়েজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় দশদিন পর্যন্ত নামাজ পড়ে যাচ্ছিল, অতঃপর এগারতম দিনে রক্ত দেখা দিল তবে এটা ইস্তেহাজা, যে সময় নামাজ ও অন্যান্য সকল কাজ জায়েয আছে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরজ নামাজ নতুন ওজু করে আদায় করবে । আর যদি কাপড় ইত্যাদিতে রক্ত লেগে যায় তবে ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিবে। অতঃপর যখন (পূর্বের হায়েজের পর থেকে) ১৫ (পনের) দিন হয়ে যাবে তখন নামাজ ইত্যাদি ছেড়ে দিবে (এখন হিসাবটি এমন হল যে,) দশ দিন পবিত্রতার দিন ছিল তারপরের পাঁচ দিন ইস্তেহাজার ছিল এভাবে পবিত্রতার সময় মোট পনের দিন হল। এরপর থেকে আবার হায়েজ এর হিসাব শুরু হবে।

বিঃদ্রঃ এক হায়েজ থেকে অন্য হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময় কমপক্ষে ১৫ পনের দিন। অনেক সময়ই মহিলাদের এ বিষয়ক মাসআলা জানা না থাকার কারণে ১৫ দিনের কম সময়ের মধ্যে আবার রক্ত দেখা দিলে নামাজ তেলাওয়াত ইত্যাদি ছেড়ে দেয়। এমনকি রমজান মাস হলে রোজা ও ছেড়ে দেয়। এমনটি করা উচিৎ নয়।

৭। হায়েজ বা ঋতুস্রাবের রক্ত যদি কোন কাপড়ে লেগে যায় তবে তা তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়, রক্তের দাগ থেকে গেলেও কোন সমস্যা নেই। (প্রতিবার ধোয়ার পর কাপড় নিংড়ে যথা সম্ভব পানি ফেলে দিতে হবে)।

৮। অপবিত্র তথা ঋতু অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে যদি কোন

deeniyat

নাপাকি না লাগে তবে তা ধোয়া ছাড়াই পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা জায়েয আছে। তবে সতর্কতা বশত: পোশাক পাল্টে নেয়াই উত্তম।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ ইস্তেহাজাহ অবস্থায় নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

১। প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরজ নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন করে উযূ করবে যদিও পূর্বে থেকে উযূ থাকে।

২। যদি কাপড়ের কোথাও ইস্তেহাজার রক্ত লেগে যায় তাহলে কাপড়ের শুধু ঐ অংশই ধুয়ে নিবে নামাজ আদায় হওয়ার জন্য পুরো কাপড় ধোয়া জরুরী নয়।

৩। নামাজরত অবস্থায় যদি ইস্তেহাজার রক্ত বেরিয়ে আসে তবে নামাজ চালু রাখবে। এ কারণে যে, এ সময়ের রক্ত ক্ষমা যোগ্য মাফের আওতাভূক্ত। এর দ্বারা উযূ ও নামাজের মাঝে কোন ব্যঘাত ঘটবে না।

৪। যদি রোজা অবস্থায় রমজান মাসে ইস্তেহাজার রক্ত বের হয় তবে রোজা রাখবে এবং নামাজ ও আদায় করবে। এ অবস্থায় রোজা ও নামাজ মাফ নয় (ছাড়ের আওতাভূক্ত নয়) বরং উভয়টিই ফরজ।

৫। যে সকল কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় ঐ সকল কারণ ইস্তেহাজাবতী মহিলার ক্ষেত্রে পাওয়া গেলে তার উযুও ভেঙ্গে যাবে। এছাড়াও ইস্তেহাজাবতী মহিলার উযু এক নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারাও ভেঙ্গে যাবে। যেমন সে আসরের নামাজের জন্য উযূ করেছিল, তাহলে আসরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে উযূও ভেঙ্গে যাবে। এখন মাগরিবের নামাজের জন্য নতুন উযূ করা লাগবে, এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

(তদ্রুপ ফজরের উযূ দিয়ে এশরাকের নামাজও পড়া যাবে না)। তবে যখন কোন একটি ফরজ নামাজের জন্য উযূ করবে তখন ঐ ফরজ নামাজের ওয়াক্তের ভিতরেই যত ইচ্ছে সুন্নত নফল ইত্যাদি নামাজ আদায় করতে পারবে।

৬। নেফাস চল্লিশ (৪০) দিনের বেশী হয় না। রক্ত যদি চল্লিশ দিনের ভেতরে বন্ধ হয়ে যায় অতঃপর চল্লিশ দিনের ভেতরেই পুনরায় দেখা দেয় তবে ঐ সকল দিনগুলো নেফাসের মধ্যেই গণ্য হবে। মাঝে যে পবিত্র অর্জন হয়েছিল তাও নেফাসের সময় হিসেবেই গণ্য হবে। যদিও পবিত্রতার দিনগুলো পনের (১৫) দিন বা তার চেয়ে বেশী হয়।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ ঋতুকালীন সময়ের বিধানসমূহ

হায়েজ বা ঋতুকালীন সময়ে যে সকল কাজ করা উচিৎ নয়।

১। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কুরআন শরীফ মুখে (উচ্চারণ করে) তিলাওয়াত করা। কুরআন শরীফের আয়াত বা কোন পারাতে হাত লাগানো বা স্পর্শ করা তবে কাপড় দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে। যদি কোরআন শরীফের সাথে কোন গিলাফ বা অন্য কোন কাপড় পুরোপুরি যুক্ত করে লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে ও স্পর্শ করতে পারবে না। তবে যদি কাপড় কোরআন শরীফ থেকে এমনভাবে আলাদা হয় যার মধ্যে শুধু পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ রেখে দেয়া হয়, কুরআন শরীফের সাথে যুক্ত করা না থাকে তবে ঐ কাপড়সহ কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। কোন কোন মহিলা ধারণা করে নেয় যে, অপবিত্র অবস্থায় (ঋতুকালীন সময়ে) মুখ তো পবিত্রই আছে, কুরআন শরীফ

তিলাওয়াত করতে পারবে এটা ভুল ধারণা।

৩। তদ্রুপ কুরআন শরীফের কোন আয়াত বা আয়াতের টুকরা কোন পাত্র বা প্লেট অথবা কাগজে লেখা থাকলে তাও স্পর্শ করা ঋতুবর্তী নারীদের জন্য জায়েয নেই, হ্যাঁ এগুলোকে অন্য কোন বস্তুর উপর রেখে উঠাতে পারবে তবে হাত লাগাবে না।

তদ্রুপ এমন প্লেট বা কাগজকে নিজের শরীরের কাপড় দ্বারা উঠানো উচিৎ নয়। যেমনঃ পোশাকের হাতা বা আঁচল ইত্যাদি দিয়ে ধরা হল।

৪। কুরআন শরীফের আয়াত দু'আ হিসেবে পড়তে পারবে যদি তা দু'আর আয়াত হয়। যেমনঃ ربنا اتنا فى الدنيا..........الخ

ربنا لا تزغ قلوبنا.......... الخ

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا.... الخ

৫। بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) ও কুরআন শরীফের একটি আয়াত এটি তিলাওয়াতের নিয়তে পড়তে পারবে না। তবে দুআ' হিসেবে পড়তে পারবে, যেমন খাবার শুরু করার পূর্বে পড়ল।

৬। অন্যান্য দুআ' যেমন ছানা, আউযুবিল্লাহ, রুকু-সিজদার তাসবীহ্ আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদে ইব্রাহিমী, দুআ'য়ে মাসূরা, দোয়ায়ে কুনুত মাসনুন দুআ'সমূহ এবং প্রত্যেক কাজের সময়ের দুআ' পাঁচটি কালিমা, সকাল সন্ধ্যার দুআ' ইত্যাদি সব ধরনের দুআ' ঋতুকালীন সময়ে পড়া জায়েয আছে।

৭। যদি কোন মহিলা বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেন তবে তার জন্য বানান করে করে কুরআনের আয়াত পড়ানো জায়েয আছে। পুরো এক আয়াত একসাথে পড়াবে না, একটি-দুটি

deeniyat

করে শব্দ বলে শ্বাস ছেড়ে, ছেড়ে পড়বে ও পড়াবে। যেমন "আল্" পড়াবে তারপর "হাম" পড়াবে, তারপর "দু" পড়াবে এভাবে।

৮। ঋতুকালীন সময়ের দিনগুলোতে মুস্তাহাব হল এই যে, ফরজ নামাজের সময় হলে উযু করে পাক পবিত্র স্থানে যেখানে নামাজ পড়া হয় জায়নামাজ বিছিয়ে বসে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলার জিকির ইত্যাদিতে কিছুক্ষণ মসগুল থাকবে যেন নামাজের অভ্যাস ছুটে না যায়।

৯। হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর শুধু ছুটে যাওয়া রোজা গুলো ক্বাজা আদায় করতে হবে, নামাজসমূহ আদায় করা লাগবে না।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ নেফাস এর মাসআলাসমূহ

১। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বোচ্চ সময় সীমা চল্লিশ দিন, আর চল্লিশ দিনের কমে নির্দিষ্ট কোন সীমা রেখা নেই। একবারই রক্ত দেখা দেওয়ার পর যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে পবিত্র হয়ে যাবে এবং গোসল করা ওয়াজিব হবে। যখনই পবিত্রতা অর্জন হবে তখনই নামাজ শুরু করে দিতে হবে।

২। যদি কোন মহিলার সময়ের পূর্বেই গর্ভপাত হয়ে যায় (আল্লাহ না করুন) যেমন এক মাস, দু মাস বা তিন মাসের মধ্যেই গর্ভপাত হল এমন যে তাতে শুধু রক্তই বের হল কোন মাংশপিন্ড তৈরী হল না তবে তা হায়েজের রক্তের হুকুমে হবে। নেফাসের রক্তের হুকুমে পড়বে না। অতএব হায়েজের হিসাব করবে এবং পূর্বের অভ্যাসের প্রতি খেয়াল রাখবে। তবে হায়েজের সর্বশেষ সময় সীমা অর্থাৎ

দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যদি দশদিন দশরাত অতিক্রম করে রক্ত বন্ধ না হয় তবে নামাজ শুরু করে দিবে এবং পূর্বের সময়ের অভ্যাসের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ কাজা করে নিবে। (কেননা এখন এটি ইস্তেহাজার রক্ত) যেমন হায়েজের অভ্যাস সাত দিন ছিল অতঃপর গর্ভপাতের পর দশ দিন পর্যন্ত রক্ত চালু থাকল তবে তা পুরোটাই হায়েজ হিসেবে গণ্য হবে। হ্যাঁ, তবে যদি দশ দিনের পরও রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে সাত দিনের পর থেকে যতদিন রক্ত প্রবাহিত হবে সবই ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।

বিঃ দ্রঃ কিছু কিছু মহিলা এমন আছে যারা, মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে কিছুই জানে না শুধু পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে শুনা কিছু কথাবার্তা জানে যেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী, এমন মহিলাদের কথার উপর কখনো আমল করবে না। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুমই সবচেয়ে বড় আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টির কোন ধর্তব্যই নেই। যদি কেউ মহান আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করে তবে তিনিই বান্দাদের রাজি করে দিবেন।

৩। আর যদি (সময়ের পূর্বে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে) শিশুর শরীরের কোন অঙ্গ তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে তারপর গর্ভপাত হয় তবে এখন যে রক্ত বের হবে তা নেফাসের রক্তই হবে। যা বের হওয়ার সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিনের পূর্বে যখনই রক্ত বন্ধ হবে তখনই গোসল করে নামাজ শুরু করবে। আর যদি রক্ত চল্লিশ দিনের পরও জারি থাকে তবে তা ইস্তেহাজা যার বর্ণনা পূর্বে গিয়েছে।

৪। এ ধরনের যে সকল কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে যে, নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর চল্লিশ মটকা ও চল্লিশ লোটা

deeniyat

(পাত্র) পানি নিয়ে কয়েকজন মহিলা মিলে গোসল করানো, প্রথম দিন ময়লা পানি ও দ্বিতীয় দিন পাক পানি ব্যবহার করা তদ্রুপ হায়েজ নেফাসওয়ালী মহিলাদের সাথে অচ্ছুতের মত আচরণ করা হয় এমন মহিলাদের সাথে উঠা-বসা ও খানা-পানাহার করাকে দোষণীয় মনে করা হয় এগুলো সবই কুসংস্কার। শরীয়তে ইসলামীতে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

৫। কিছু কিছু মহিলার বিশ্বাস এই যে, চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরই গোসল করতে হবে, যদিও তার পূর্বে যে কোন সময়ই পবিত্র হোক না কেন এ ধরণের বিশ্বাস একেবারেই ভুল। ঐ সকল মহিলাদেরকে এ মাসআলা বলে দেয়া উচিৎ যে, যখনই রক্ত বন্ধ হবে তখনই গোসল করে নামাজ রোজা শুরু করে দিতে হবে। কোন নামাজই কাজা করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা সকল মহিলাদের কে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

৭	সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ পর্দার বিধানসমূহ

মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বস্তু-

একদা হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের নিকট প্রশ্ন করলেন যে, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কি? সাহাবায়ে কেরাম নিরব থাকলেন। হযরত আলী রা. ঘরে এসে হযরত ফাতেমা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন; তিনি জবাব দিলেন যে, একজন মহিলার জন্য সর্বোত্তম বিষয় এই যে, সে কোন বেগানা (পর) পুরুষকে দেখবে না আর কোন বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না। হযরত আলী রা. যখন হুজুর ﷺ এর খেদমতে এসে এ জবাব দিলেন তখন

হুজুর ﷺ তার প্রশংসা করলেন।

সতর ও পর্দার মাঝে পার্থক্য

বিঃদ্রঃ- "সতর" অর্থ গোপন করা, ইসলামী শরীয়তে সতর বলা হয় শরীরের ঐ অঙ্গ গুলোকে যে গুলো ঢেকে রাখা ফরজ।

মহিলাদের সতরঃ- চেহারা, উভয় হাতের কব্জি ও উভয় পায়ের পাতা ব্যতীত মহিলাদের পুরো শরীরই সতরের অন্তর্ভূক্ত যা সর্বদাই ঢেকে রাখা বা গোপন রাখা আবশ্যক এমনকি যদি নামাজের মধ্যে সতরের কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ অথবা তার চেয়ে বেশী এক রুকন পরিমাণ খোলা থাকে তাহলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। (এক রুকনের পরিমাণ হল তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সময় পরিমাণ)।

আর যদি খুব দ্রুতই অর্থাৎ এক রুকন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঢেকে নেয় এতে নামাজ নষ্ট হবে না।

এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নিজের অনিচ্ছাতেই সতর খুলে যাবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের কোন অংশ খুলে ফেলে তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে যদিও দ্রুতই তা ঢেকে নেয়।

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্য পর্দা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল পুরো শরীর অর্থাৎ মুখমন্ডল, উভয় হাতের পাতা ও পায়ের পাতাসহ সম্পূর্ণ শরীর বেগানা (পর) পুরুষদের সামনে প্রকাশ করবে না।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

সবক ঃ ৭ আপন স্বামীর সাথে মহিলাদের পর্দা আছে কি?

স্বামী-স্ত্রীর জন্য নিজেদের মাঝে তাদের শরীরের কোন অংশেরই কোন পর্দা নেই। তবে নিজেদের একাকিত্বের সময়ও লাজ-লজ্জার প্রতি লক্ষ রাখা উচিৎ। বিশেষ মিলনের সময়ও একেবারে বস্ত্রহীন হওয়া ঠিক নয়; হাদিস শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

মহিলাদের সাথে মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্য যেমনিভাবে পুরুষদের সাথে পর্দা আছে তেমনিভাবে নারীদের সাথে ও পর্দা আছে।

তা এভাবে যে,

১। মহিলাদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এ অংশটুকু অন্য কোন মহিলার জন্যও দেখা হারাম। এমনিভাবে এ অংশটুকু কাপড় ছাড়া স্পর্শ করাও হারাম।

২। অমুসলিম মহিলাদের সামনে মুখমন্ডল, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ও টাখনু/গোড়ালী পর্যন্ত উভয় পা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ খোলা বা প্রকাশ করা জায়েয নেই, হারাম।

মহিলাদের জন্য আপন মাহরাম আত্মীয়দের সাথে পর্দা

মহিলাদের জন্য তাদের মাহরাম আত্মীয়দের আপন ছেলে, পিতা, ভাই ইত্যাদির সাথে মাথা, চুল, ঘাড়, কান, বাহু, কব্জি, চেহারা ও পায়ের গোছা ইত্যাদির পর্দা করা জরুরী নয়। তবে বর্তমান ফিতনা ফাসাদের যুগে সতর্কতার জন্য এ অঙ্গগুলোও ঢেকে রাখাই উত্তম।

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে পর্দা করার স্তর দুটি ।

১ । মুখমন্ডল, হাত ও পায়ের পাতাসহ সবকিছু বোরকা দিয়ে ঢেকে রাখা ।

২ । মহিলারা দেয়াল বা পর্দার আড়ালে এভাবে অবস্থান করবে যে, তাদের কাপড়ের উপর ও যেন কোন বেগানা পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে । এটিই সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা ।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ মহিলাদের মাহরাম আত্মীয়-স্বজন

একজন মহিলার জন্য মাহরাম এমন পুরুষ আত্মীয়দেরকে বলে যাদের সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ সর্বদার জন্য হারাম, কখনো হালাল হতে পারে না, আর তাদের সাথে পর্দাও নেই । এ হুরমত বা বিবাহ অবৈধ হওয়াটা হয়ত বংশীয় কারণে হতে পারে বা দুধ পানের কারণে হতে পারে অথবা বৈবাহিক আত্মীয়তার কারণে হতে পারে ।

মহিলাদের বংশীয় আত্মীয়

১ । পিতা, দাদা-পরদাদা, নানা-পরনানা, চাচ, জেঠা, মামা, পিতার নানা,পরনানা, মাতার দাদা-নানা উপর পর্যন্ত ।

২ । মহিলার ছেলে, নাতি, পরনাতি এবং মেয়ের ঘরের নাতি ইত্যাদি ।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

৩। মহিলার ভাই, ভাতিজা এবং ভাইয়ের নাতি, পরনাতি ভাইয়ের মেয়ের ঘরের নাতি ইত্যাদি নিচ পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ- উল্লেখিত তিন প্রকারের পুরুষের সাথে মহিলাদের পর্দা নেই। বাকী প্রথম প্রকারে চাচাত ভাই, জেঠাত ভাই, মামাত ভাই, খালাত ভাই এ সকলের সাথে মহিলাদের পর্দা করা আবশ্যক।

মহিলাদের বৈবাহিক আত্মীয়

কোন পুরুষের সাথে বিবাহের কারণে যে সকল মহিলাদের সাথে পর্দা নেই তা নিম্নে দেওয়া হলঃ-

১. স্ত্রীর মা, নানী, দাদী, পরদাদী, পরনানী এ সকল আত্মীয়ের সাথে পর্দা নেই।

২. মহিলার প্রথম স্বামীর স্ত্রী থেকে যেই মেয়ে, নাতনি, পরনাতনি ইত্যাদি জন্ম নিবে ঐ মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর থেকে পর্দা নেই।

৩. স্বামীর পিতা, দাদা, নানা, পরদাদা, পরনানা ইত্যাদি থেকেও স্ত্রীর জন্য পর্দা নাই।

৪. প্রথম বিবি থেকে জন্ম নেওয়া স্বামীর ছেলে, নাতি, পরনাতি, ছেলের নাতি, মেয়ের নাতি ইত্যাদি দ্বিতীয় স্ত্রীর পর্দা নেই।

মহিলাদের দুধ সম্পর্কিয় আত্মীয়

কোন মহিলার দুধ পান করার দ্বারাও ঐ সকল আত্মীয় হারাম হয়ে যায় যা বংশের কারণে হারাম হয়ে থাকে।

১. দুগ্ধ পিতা, দাদা, পরদাদা এবং দুগ্ধ পিতার নানা, পরনানা ইত্যাদি।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

২. দুগ্ধ নানা, পরনানা, দুগ্ধ মায়ের দাদা, পরদাদা ইত্যাদি ।

৩. দুগ্ধ চাচা, জেঠা, মামা, দুগ্ধ পিতার চাচা, জেঠা, মামা, দুগ্ধ মাতার চাচা, জেঠা, মামা, দুগ্ধ ভাতিজা, ভাগিনা,দুগ্ধ ভাইয়ের নাতি দুগ্ধ বোনের নাতি ইত্যাদি ।

বিঃ দ্রঃ- এ সকল ঐ সমস্ত আত্মীয় যাদের সাথে দুধ পান করার ভিত্তিতে বিবাহ হারাম এবং তাদের সাথে পর্দা নেই ।

মহিলাদের না-মাহরাম আত্মীয়

অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাদের থেকে মহিলার জন্য পর্দা করা ওয়াজিব, অন্যথায় গোনাহ্গার হবে তা নিম্নরূপ ।

খালাত ভাই, মামাত ভাই, চাচাত ভাই, ফুফাত ভাই এভাবে ফুফা, খালু, দুলাভাই, দেবর, ভাসর, স্বামীর মামা, চাচা, জেঠা এবং স্বামীর মামাত ভাই, জেঠাত ভাই, চাচাত ভাই এভাবে আরো সকল অপরিচিত পুরুষদের থেকে মহিলাদের জন্য পর্দা করা ওয়াজিব । তাদের সামনে মুখমন্ডল খুলে আসা এবং হাসি, ঠাট্টা করা কোনো ভাবেই জায়েয নেই ।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৯ মহিলাদের আওয়াজের পর্দা

যুবতী নারীদের জন্য কোন বেগানা (পর)পুরুষের সাথে প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা ফিতনার আশংকা থাকায় জায়েয নেই । তদ্রুপ উচুঁ আওয়াজে কথা বলাও জায়েয নেই । স্বীয় কেরাত বা নাত

মাসাইল

deeniyat

ইত্যাদি শোনানোর ক্ষেত্রে একই হুকুম, ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকার কারণেই মহিলাদের আওয়াজকে পর্দায় রাখার (নিচু রাখার) আদেশ দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু মহিলা প্রয়োজন ছাড়াও বেগানা পুরুষদের সাথে ফোন বা মোবাইলে কথাবার্তা বলে, যা সম্পূর্ণরূপে না-জায়েয।

মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার শর্তসমূহ

মহিলাদের জন্য প্রয়োজন ছাড়া আপন ঘর বা বাড়ীর বাইরে বের হওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যদি কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হয় তবে নিম্ন লিখিত শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ রেখে বের হতে হবে।

১। আতর, সেন্ট বা অন্য কোন সুগন্ধি লাগিয়ে বের হবে না।

২। খুব আকর্ষণীয় ও দামী পোশাক পরে বের হবে না বরং সাধারণ ও সাদা-সিধা পোশাক পরে বের হবে।

৩। গন্তব্য যদি শরয়ী সফরের দুরত্ব পরিমাণ দূরে হয় তবে মাহরাম পুরুষ ছাড়া যাবে না। আর যদি এ পরিমাণ দূরে না হয় তাহলে সাথে কোন বুঝমান ও বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে বের হবে।

৪। বোরকা এমনভাবে পরবে যেন শরীরের রঙ বা বয়স কিছুই বোঝা না যায়।

৫। বোরকাও সাদা বা কালো রঙের ঢিলা-ঢালা যেন হয়। রঙ্গীন যেন না হয়।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩
[মাসাইল]

৬। চলার ভঙ্গি যেন এমন না হয় যার কারণে কোন বেগানা পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৭। রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবে। (মাঝ রাস্তা দিয়ে নয়)

৮। পাতলা নেকাবের এমন বোরকা পরবে না যা দ্বারা চেহারা ও চোখের রঙ বুঝা যায়। বরং এমন বোরকা থেকেও সতর্কতা সরূপ বেচেঁ থাকা জরুরী। কারণ এটাও ফিতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ ঘরের মধ্যে কারো মৃত্যু আসা প্রসঙ্গে

১। যখন কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তাকে চিত করে তার পা কেবলার দিকে দিয়ে শুইয়ে দিবে, যেন চেহারা কেবলা দিকে হয়ে যায়। তারপর তার পাশে বসে জোরে জোরে কালিমা পড়তে থাকবে যেন অন্যদের কালিমা পড়তে শুনে সেও কালিমা পড়ে নেয়। তাকে কালিমা পাঠের আদেশ দিবে না। কেননা এ সময়টি বড় কঠিন সময়, জানা নেই যে, তখন তার মুখ দিয়ে কি বের হয়ে যায়?

২। সূরায়ে ইয়াসীন পড়ার দ্বারা মৃত্যুর কষ্ট কম হয়, তার আশপাশে বসে সূরায়ে ইয়াসীন পড়বে বা কাউকে দিয়ে পড়াবে।

৩। এ সময় এমন কোন কথা বলবে না যার দ্বারা তার মন দুনিয়ার প্রতি ঝুকে পড়ে যে, তার কল্যাণ ঐ দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যেই আছে। এ সময় তার সন্তান-সন্ততি বা এমন কোন বস্তু সামনে আনবে না, যার প্রতি তার অধিক ভালবাসা ছিল। অথবা এমন কোন বিষয়ের আলোচনা করবে না, যার প্রতি তার মনযোগ সৃষ্টি হয়

deeniyat

ও তার মনে এর প্রীতি বসে যায়। এ সময় এ ধরণের কাজ খুবই নিন্দনীয়।

৪। যখন সে একবার কালিমা পড়ে নিবে তখন চুপ হয়ে যাবে। এমন চেষ্টা করো না যে, সে বার বার কালিমা পড়তে থাকে ও এ অবস্থায় তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হয়। কেননা উদ্দেশ্য তো হল এই যে, তার মুখ থেকে বের হওয়া সর্বশেষ কথা যেন কালিমা হয়। এটা জরুরী নয় যে, দম বের হওয়ার সময় তার মুখে কালিমা চালু থাকে। তবে যদি একবার কালিমা পাঠের পর দুনিয়াবী কোন কথা-বার্তা বলে তবে পূণরায় কালিমা পড়তে থাকবে। আবার যখন পড়ে নিবে তখন আবার চুপ হয়ে যাবে।

৫। মৃত্যুর সময় যদি (আল্লাহ না করুন) মুখ দিয়ে কোন কুফুরী কথা বের হয়ে যায় তবে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না ও এ কথার চর্চাও করবে না। বরং এমন মনে করবে যে, মৃত্যুর কষ্টে তার হুশ ঠিক ছিলনা, ফলে এমনটি হয়েছে। আর বেহুশ অবস্থায় যাই বলুক না কেন তা সম্পূর্ণরূপে মাফ হয়ে যায়। আর তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবে।

৬। যখন শ্বাস-প্রশ্বাস ঠেকে ঠেকে আসবে ও দ্রুত হতে থাকবে, পা ঢিলা হয়ে যাবে, সোজা থাকতে পারবে না, নাক বাঁকা হয়ে যাবে ও কানের লতি নেতিয়ে পড়বে তখন বুঝে নিবে যে, এখনই তা মৃত্যু এসে গেছে। তাই তখন জোরে জোরে কালিমা পড়তে থাকবে।

৭। যখন মৃত্যু বরণ করবে তখন এ দু'আ পড়বে-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى
وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

অর্থঃ নিশ্চই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমরা তাঁর নিকটই ফিরে যাব। হে আল্লাহ আমাকে এ দুঃখ কষ্টের প্রতিদান দিন এবং এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান করুন।

৮। যখন প্রাণ চলে যাবে তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করে দিবে। কোন একটি কাপড় দ্বারা তার মাথা ও থুতনী বেধে দিবে। এভাবে যে, একটি কাপড় থুতনীর নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে এর দুই মাথা মৃত ব্যাক্তির মাথার উপরে নিয়ে বেঁধে দিবে যেন মুখ খুলে না যায়। চোখ বন্ধ করে দিবে এবং উভয় পা একত্রে মিলিয়ে বেঁধে দিবে যেন ছড়িয়ে না যায়। অতঃপর কোন চাদর ইত্যাদি দ্বারা তার শরীর ঢেকে দিবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তার গোসল ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা শুরু করবে।

৯। মুখ, চোখ ইত্যাদি বন্ধ করার সময় এ দু'আ পড়বে

بسم الله وعلى ملة رسول الله

১০। মৃত্যুর পর তার নিকট কিছু আগর বাতি ও সুগন্ধি ছড়িয়ে দিবে। হায়েজ-নেফাস ওয়ালী মহিলা বা গোসলের প্রয়োজন আছে এমন ব্যাক্তি তার পাশে থাকবে না।

১১। মৃত্যুর পর যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে গোসল দেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পাশে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে না।

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১১ মৃত ব্যাক্তিকে গোসল করানো

১। যখন কাফন দাফনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে ও গোসল করাতে চাইবে তখন প্রথমে তক্তা বা খাটিয়াতে আগরবাতী বা সুগন্ধি বস্তু দিয়ে ধুয়া দিবে। তিনবার, পাচঁবার বা সাতবার ধুয়া দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে শোয়াবে। শরীরের সকল কাপড় খুলে নিয়ে শুধু নাভি থেকে হাটুঁ পর্যন্ত এ অংশ কোন একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে।

২। গোসল করানোর পদ্ধতি এই যে, প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে ইস্তেঞ্জা করাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার রান বা লজ্জাস্থানে হাত লাগাবে না ও দেখবে ও না। বরং হাতে একটি কাপড় পেচিয়ে নাভি ও হাটুর মধ্যবর্তী স্থানে রাখা কাপড়ের ভেতরে ভেতরে ধুয়ে দিবে। অতঃপর তাকে উযূ করাবে, তবে উযূর ক্ষেত্রে তাকে কুলি করাবে না, নাকে পানি দেবে না ও কব্জিসহ হাতও ধোয়াবে না। বরং প্রথমে মুখমন্ডল তারপর কনুইসহ হাত ধোয়াবে অতঃপর মাথা মাসেহ করিয়ে উভয় পা ধুয়ে দিবে। যদি তুলা ভিজিয়ে তা দ্বারা ভেতরে ডলে পরিষ্কার করে দেয়া যায় তবে তা উত্তম। আর যদি মৃত ব্যক্তি হায়েজ, নেফাস অথবা অপবিত্র অবস্থায় মার যায় তবে এভাবে মুখ ও নাকের ভেতর পানি পৌঁছানো আবশ্যক। অতঃপর নাক, মুখ ও কানের ছিদ্রে তুলা দিয়ে নেবে, যাতে করে উযূ ও গোসল করানোর সময় ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। যখন উযূ করিয়ে শেষ করবে তখন করণীয় হল;

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন হয় এমন কোন বস্তু যেমন সাবান ইত্যাদি মেখে ডলে ডলে ধুবে ও পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশ করে শোয়াবে এবং বরই পাতা দিয়ে পাকানো হালকা গরম পানি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢেলে দিবে যেন পানি বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর তাকে

ডান পাশ করে শুইয়ে বাম পাশ থেকে এমনভাবে পানি ঢালবে যেন তা ডান পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তাকে আপন শরীরের সাথে ঠেকিয়ে বসিয়ে দিবে ও তার পেটে হালকাভাবে চাপ দিবে। যদি কোন ময়লা তার পেট থেকে বের হয় তবে তা মুছে ফেলবে, অজু ও গোসল পূনরায় করানোর প্রয়োজন নেই। অতঃপর আবার বাম পাশ করে শুইয়ে দিবে এবং সুগন্ধি মিশ্রিত পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে। তারপর পুরো শরীর কোন কাপড় দ্বারা মুছে কাফন পরিয়ে দিবে।

৩। হায়েজ বা নেফাসওয়ালী মহিলা কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে না এটি মাকরূহ ও নিষিদ্ধ।

৪। মৃত মহিলাদেরকে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হল তার সবচেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয়দের কেউ গোসল করাবে। তবে যদি সে গোসল করাতে না পারে তাহলে কোন দ্বীনদার, পরহেজগার মহিলা গোসল করাবে।

৫। যদি কোন পুরুষ মৃত্যু বরণ করে আর পুরুষদের মধ্য থেকে কোন গোসলদাতা পাওয়া না যায় তবে তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাকে গোসল দেয়া জায়েয নেই, যদিও সে মহিলা তার মাহরাম হয়। আর যদি স্ত্রীও না থাকে তবে তাকে তায়াম্মুম করাবে। কিন্তু ও ক্ষেত্রে তার শরীরে হাত লাগাবে না বরং হাতে কোন হাত মুজা বা অন্য কিছু জড়িয়ে তায়াম্মুম করাবে।

৬। যদি স্বামী ইন্তেকাল করে তবে স্ত্রীর জন্য আপন স্বামীকে গোসল করানো ও কাফন পরানো জায়েয আছে। আর যদি স্ত্রী ইন্তেকাল করে তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাপড় ব্যতীত শরীর ছোঁয়া বা স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে দেখা ও কাপড়ের উপর দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয আছে।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

৭। যদি গোসল করানোর সময় মৃত ব্যাক্তির কোন দোষ দেখে তবে তা কারো নিকট বলবে না। যদি আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পর তার চেহারা পরিবর্তন বা কালো হয়ে যায় তবে এটাও কারো নিকট বলবে না ও এর চর্চা একেবারেই করবে না। এ ধরণের কাজ পুরোপুরি না-জায়েয।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো প্রসঙ্গে

১। মহিলাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া সুন্নত-
১. কুর্তা, ২. ইজার , ৩. ছেরবন্দ বা চুলের বন্ধনী. ৪. চাদর, ৫. সীনাবন্দ বা বুক বন্ধনী।
ইজার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। চাদর তার চেয়ে এক হাত বড় হবে। কুর্তা গলা থেকে পা পর্যন্ত হবে তবে তাতে কোন হাতা বা জোড়া হবে না। ছেরবন্দ তিন হাত লম্বা হবে আর সীনাবন্দ বোগলের নিচ থেকে রান পর্যন্ত হবে। সীনাবন্দ এতটুকু লম্বা হতে হবে যেন বাঁধা যায়।

২। মহিলার কাফন যদি পাঁচটি কাপড় দিয়ে না দিয়ে বরং তিনটি কাপড় তথা : ১. ইজার, ২. চাদর ও ৩. ছেরবন্দ দিয়ে দেয়া হয় তাহলেও জায়েয আছে। তবে তিনটির চেয়ে কম কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া মাকরূহ ও নিন্দনীয় তবে যদি কোন কারণে একেবারে অক্ষম হয় সে ক্ষেত্রে তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেয়াও জায়েয আছে।

৩। সীনাবন্দ যদি বগল থেকে নাভি পর্যন্ত হয় তাহলেও জায়েয আছে তবে রান (হাঁটুর উপর) পর্যন্ত দেয়া উত্তম।

deeniyat

মহিলাদের বিশেষ মাসাইল-৩

[মাসাইল]

৪। প্রথমে কাফনকে তিন, পাঁচ বা সাতবার আগরবাতি ইত্যাদির ধুয়া দিবে। তারপর তা দিয়ে মাইয়্যেতকে কাফন দিবে।

৫। কাফন পরানোর নিয়মঃ

(খাটিয়ার উপর) সর্ব প্রথম চাদর বিছাবে তার উপর ইজার ও শেষে কুর্তা বা জামা বিছাবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে কুর্তা পরাবে। তারপর মাথার চুলকে দুভাগে ভাগ করে ডান ও বাম দিক থেকে এনে জামার উপর দিয়ে বুকের উপর রাখবে। তারপর মাথা ও চুলের উপর ছেরাবন্দ রেখে দিবে। তা বাঁধবেও না জড়াবেও না। তারপর ইজার জড়াবে। প্রথমে বাম দিক জড়াবে তারপর ডান দিক জড়াবে। অতঃপর সীনাবন্দ বেঁধে দিয়ে চাদর জড়িয়ে দিয়ে প্রথমে বাম দিক জড়াবে তারপর ডানদিক, এরপর কোন কাপড়ের টুকরা বা সুতলী দ্বারা মাথা ও পায়ের দিকের কাফন বেঁধে দিবে। কোমরেও একটি বাঁধ দিয়ে দিবে যেন পথে কোথাও খুলে না যায়।

৬। সীনা বন্দকে যদি ইজারের পর চাদর উপর দিয়ে বেঁধে দেয় তাও জায়েয আছে। (বরং এটিই উত্তম) আবার চাইলে সকল কাফনের উপর দিয়ে বাঁধাও জায়েয আছে।

৭। কাফন পরানোর পর মাইয়্যেতকে বিদায় দিবে যেন পুরুষেরা জানাজার নামাজ পড়ে দাফন করে দিতে পারে।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

মাসাইল

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

সীরাত শিরোনামের অধীনে খুব সরল ভাষায় নবী কারীম ﷺ এর মক্কী জীবনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সবকগুলো এমনভাবে পড়াবেন, যেন নবীজীর জীবনীর পরিপূর্ণ চিত্র শিক্ষার্থীদের মন-মগজে বসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সবকের শেষে যেসব প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর উত্তরও মুখস্থ করিয়ে দিবেন। সীরাত সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তের জন্য প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য লেখকগণের রচিত কিতাবসমূহ দেখে নিবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সীরাত পরিচয়ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনীকে সীরাত বলে।

কুরআন বলেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মধ্যে তোমাদের জন্য একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে।

deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত প্রসঙ্গ]

হাদীস : রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা- মাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব। [বুখারী-১৫ আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه]

আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম ﷺ কে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। সাথে সাথে তাঁর আনুগত্যকে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা এবং স্বীয় সন্তুষ্টির জন্য জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর আদর্শ জেনে অনুকরণ তখনই সম্ভব যখন তাঁর মুহাব্বত ও ভালবাসা আমাদের অন্তরে থাকবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হল, নবীজীর সীরাত-জীবনী, তাঁর উন্নত চরিত্র ও গুণাবলীগুলো জানা, যেন তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে গেঁথে যায় এবং তাঁর সুন্নতের অনুসরণ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। নবীজীর সীরাত একটি পবিত্র বিষয়। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, আমাদের দ্বীন কোন ক্লান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। এবং এই দ্বীনের জন্য তিনি কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং পদে পদে আল্লাহ তাঁকে কি পরিমাণ এবং কিভাবে সাহায্য করেছেন।

deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত প্রসঙ্গ]

সবক ঃ ১ নবীজীর পূর্বের

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বের কথা। পৃথিবীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। চতুর্দিকে লুট-পাট, চুরি-ডাকাতি মিথ্যা-প্রতারণা, মদ-জুয়া, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা ছেয়েছিল। গোটা দুনিয়া কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবে ছিল। আল্লাহর পয়গাম, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বলার মত কোনো নবী-রাসূল ছিলেন না। রসূলগণ সবাই চলে গেছেন। দুনিয়াবাসী ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল নবীগণের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর পথ ছেড়ে নিজের মনমত জিন্দিগীতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মত মানুষের গোলামী এবং বংশীয় ও প্রথা ও রেওয়াজের পিছনে ছুটছিল। আল্লাহর কিতাব বিকৃত করে সেখানে নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে মিথ্যা কথা-বার্তা সংযোজন করে রেখেছিল। লোকেরা পাথরের নির্মিত প্রতিমা তৈরী করে তারই পূজা অর্চণা করত। দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তার পূজায় নিমগ্ন ছিল। সেই নিস্প্রাণ মূর্তিগুলোর নামে জন্তু জবাই করত, মান্নত করত। বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার ও গোমরাহীর শিকার ছিল। গাছ-পালা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, প্রাণী-প্রাণহীন সব তাদের খোদা ছিল। সারকথা, যত লোক ছিল তত পথ হয়ে গেল। আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দেয়ার পরিণতি এমনই হয়। পৃথিবীবাসী যখন খুব খারাপ হয়ে গেল, বিপথগামী হয়ে গেল তখন তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া হল, তাদের হেদায়াতের জন্য তিনি দুজাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠালেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আমাদের নবী ﷺএর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা কেমন ছিল?

(২) আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীজীকে কেন পাঠালেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২ আমাদের নবীজীর জন্ম

প্রিয় নবীজি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ রবিউল আউওয়াল মাসে ৫৭১ খৃষ্টাব্দ অনুযায়ী সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। এটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বরকতময় দিন ছিল। নবীজী মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা আরব দেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আল্লাহর পবিত্র ঘর 'কাবা শরীফ' সেই শহরেই অবস্থিত। আরব আমাদের এদেশ থেকে বহু দূর সমুদ্রের ওপারে একটি দেশ। এটি আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আমাদের নবীজী কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ আমাদের নবীজীর বংশ পরিচয়

নবী কারীম ﷺএর বংশ পৃথিবীর সকল বংশ থেকে সম্মানিত ও পবিত্র বংশ। এটি এমন একটি স্বীকৃত বিষয় যে, মক্কার কাফের সম্প্রদায় ও নবীজীর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারতো না। হযরত আবু সুফিয়ান রা. কাফের থাকা অবস্থায় রোমের বাদশার সামনে এ

deeniyat

কথা স্বীকার করেছিলেন; অথচ তিনি তখন চাইছিলেন যে,যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে তিনি নবীজির দোষ চর্চা করবেন ।

পিতার দিক থেকে নবীজীর বংশ পরিক্রমা এমন-

'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশেম, ইবন আবদে মানাফ, ইবনে কুছাই, ইবনে কিলাব, ইবনে মুররাহ, ইবনে কা'আব, ইবনে লুওয়াই, ইবনে গালিব, ইবনে ফাহার, ইবনে মালেক, ইবনে নাযার, ইবনে কিনানাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে মুদরিকাহ, ইবনে ইলয়াস, ইবনে মুযার, ইবনে নাযার, ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান ।'

এ পর্যন্ত বংশ পরিক্রমা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত । আর সেখান থেকে হযরত আদম আ. পর্যন্ত মতানৈক্য । এজন্য তা আলোচনায় আনা হল না ।

মায়ের দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা এমন-

'মুহাম্মাদ ইবনে আমিনাহ, বিনতে ওয়াহাব, ইবনে আবদে মানাফ, ইবনে যুহরাহ ইবনে কিলাব ।' এতে বুঝা গেলো যে, কিলাব ইবনে মুররাহ-তে গিয়ে নবীজীর আব্বা ও আম্মার বংশ পরিক্রমা একত্রিত হয়ে যায় ।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) পিতার দিক থেকে নবীজীর বংশ পরিক্রমা শুনাও!

(২) নবীজীর আব্বা-আম্মার বংশপরিক্রমা কোথায় গিয়ে একত্রিত হয়?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৪ আমাদের নবীজীর গোত্র পরিচয়

আরব দেশে অনেকগুলো গোত্র ও পরিবার ছিল। তার মধ্যে কুরাইশ ছিল সবচেয়ে বেশি সম্মানী ও প্রভাবশালী। এই গোত্রের লোকেরাই কাবা ঘরের খেদমত করত। গোটা আরব কুরাইশকে সম্মান করত। আমাদের প্রিয় নবী সেই গোত্রেরই লোক ছিলেন।

নবীজীর গোত্রের মধ্যে বহু বড় বড় ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন 'কুছাই'। কুছাই তার গোত্রের অধিপতি ছিলেন। হজ্জের সময় সকল হাজীদের মেহমান বানিয়ে তিনদিন খাবার খাওয়াতেন। কুছাই-এর সন্তানদের মধ্যে হাশেম খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গোত্রের সবাই তাকে সম্মান করত। তিনি যেমন বাহাদুর ছিলেন; তেমনি ছিলেন দানশীল। একবার দুর্ভিক্ষ লেগেছিল। হাশেম তার অর্থ দিয়ে বিপুল পরিমাণ শস্য ক্রয় করে বিনামূল্যে মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। হাশেমের কয়েকটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল আব্দুল মুত্তালিব। তিনি স্বীয় গোত্রের প্রধান ছিলেন। আরব দেশে পানি অনেক কম। মক্কাবাসীদের জন্য যমযম কূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত কিন্তু একটি দীর্ঘ সময় যাবত তাতে মাটি পড়ে ভরাট হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানতো না; সেটি কোথায়? আব্দুল মুত্তালিব চেষ্টা করে সেটির স্থান নির্ণয় করলেন, খুব কষ্ট করে সেটি পরিষ্কার করালেন। এরপর মক্কাবাসীদের পানির সমস্যা কেটে গেল। এই অনুগ্রহ ও ইহসানের কারণে সবাই তার খুব ইয্যত-সম্মান করত। আব্দুল মুত্তালিবের কয়েকজন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ

ও প্রিয় ছিল আব্দুল্লাহ। এই আব্দুল্লাহই আমাদের প্রিয় নবীজীর আব্বাজান ছিলেন। আব্দুল্লাহর বিবাহ হল বিবি আমেনার সাথে। বিবি আমেনা ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজীর আম্মাজান।

হযরত আব্দুল্লাহ প্রিয় নবী ﷺ এর জন্মের কিছু দিন পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব জীবিত ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবীজীর জন্মসংবাদ শুনে খুব খুশি হলেন। ঘরে এসে আদরের নাতিকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করলেন। কাবা ঘরের নিকট নিয়ে গেলেন। দু'আ করলেন। তারপর নাম রাখলেন মুহাম্মাদ। সপ্তম দিনে আক্বীকা করলেন। সবাইকে দাওয়াত করলেন। সবাই প্রশ্ন করল, এমন নাম কেন রাখলেন? তিনি বললেন, আমি চাই সারা পৃথিবী আমার সন্তানের প্রশংসায় মত্ত হয়। আল্লাহ তা'আলাও তার আকাংখা পূর্ণ করলেন। শতশত দুরূদ প্রিয় নবীজীর উপর, শতশত সালাম প্রিয় রাসূলের উপর।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) হাশেম কে ছিলেন?

(২) যমযম কূপের সন্ধান কে পেয়েছিলেন?

(৩) আব্দুল মুত্তলিব আমাদের নবীজীর নাম 'মুহাম্মাদ' কেন রেখেছিলেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ আমাদের নবীজির ছেলেবেলা

মক্কার প্রচলিত রীতি ছিল যে, তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের গ্রামে পাঠাতো। সেখানেই তাদের লালন পালন হত। নবীজির আম্মাজানও তাঁকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত হালীমা رضي الله عنها

তাঁর লালন পালন করেন। হযরত হালীমা رضي الله عنها এর গোত্রের নাম ছিল 'বনূ সা'আদ'। এ কারণে তাঁকে হালীমা সাদীয়াহ বলে। তিনি খুব ভাল মহিলা ছিলেন। নবীজি তাঁর দুধ পান করেছিলেন। মুক্ত বাতাসে বড় হয়েছেন, খুব সুস্থ সবল হয়েছিলেন। পরিষ্কার ও শুদ্ধভাষা শিখেছিলেন। দু'বছর পর মক্কায় ফিরে এলেন। নবীজির আম্মাজান দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু মক্কায় তখন মহামারী লেগেছিলো বলে তাঁকে পুনরায় হালীমা সাদিয়ার সঙ্গে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নবীজির মায়াবী নুরানী চেহারা যেই দেখত,সেই তাঁকে ভালবাসত। তাঁর মিষ্টি কথা শুনে মুগ্ধ হত। নবীজী বিবি হালীমার সন্তানদেরকেও ভালবাসত। নিজেদের খেলায় শরীক করত। বকরী চরানোর জন্য গেলে নবীজিকেও সঙ্গে নিয়ে যেত। যখন বয়স চার বছর হল, তখন নবীজী তাঁর আম্মাজানের নিকট ফিরে এলেন। আম্মাজান তাকে পেয়ে যাওয়ারপর অনেক খুশি হয়ে তাঁর লালন-পালন করতে লাগলেন। ছয় বছর বয়সে একদিন নবীজিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। নবীজীর মাথা থেকে পিতা-মাতা উভয়ের স্নেহের ছায়া চিরদিনের জন্য বিদায় নিল। তিনি এতীম হয়ে গেলেন। হযরত উম্মে আইমান رضي الله عنها নবীজীকে দাদাজানের নিকট নিয়ে এলেন। দদাজান অত্যন্ত শোকাহত হলেন। কী-ই বা করবেন! বাঁচা-মরা সবই তো আল্লাহর হাতে। বিধীর লিখন কে করিবে খণ্ডণ?

বড় হয়ে প্রিয় নবী ﷺ একবার 'আবওয়া' নামক স্থান হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আম্মাজানের কবর দেখে বুকটা কেমন যেন করে উঠল! চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নবীজির চোখে অশ্রু দেখে

সাহাবায়ে কেরামও অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি। তারাও কাঁদলেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মক্কার প্রচলিত রীতি কী ছিল?
(২) আমাদের নবীজি বিবি হালীমার সন্তানদের সাথে কিভাবে থাকতেন?
(৩) কত বছর পর নবীজি তাঁর আম্মাজানের নিকট ফিরে এলেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ আমাদের নবীজির লালন-পালন

দাদাজান নবীজিকে খুব ভালবাসতেন। তিনিই পরবর্তীতে তাঁর লালনপালন করেন। খুব আদর যত্ন করে পালেন। আট বছর বয়স যখন হল, তখন প্রিয় দাদাজানও ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় নবীজিকে তিনি চাচা আবু তালেবের হাতে সপে যান। নবীজির কয়েকজন চাচা ছিল। তার মধ্যে আবু তালেবই সবচেয়ে ভাল ছিলেন। নবীজিকে ভালবাসতেন। সর্বক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। আদর-সোহাগ করতেন। কোনো ধরনের কষ্ট হতে দিতেন না। কোথাও সফর হলে সেখানেও নবীজিকে সঙ্গে রাখতেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আবু তালেব নবীজির সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৭ আমাদের নবীজির যৌবন

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ চাচার তত্ত্বাবধানে থেকে লালিত-পালিত হতে থাকলেন। ধীরে ধীরে তিনি যৌবনে পা রাখলেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে, বেশি চরিত্রবান।

যুবকরা পরস্পর ঝগড়া-ঝাটি, হানাহানি-মারামরি করত; কিন্তু নবীজি সর্বদা এসব থেকে দূরে থাকতেন। অধিকাংশ লোকেরা মদপান করত। জুয়া খেলত। খারাপ কাজে লিপ্ত হত; কিন্তু নবীজী এসবকে ঘৃণা করতেন। বরং তিনি গরীব-দুঃখীদের আহার দিতেন। শ্রমিকদেরকে সাহায্য করতেন। অসহায়-দুর্বলদের পাশে দাঁড়াতেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আমাদের নবীজি যৌবনে কেমন ছিলেন?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ আমাদের নবীজির ব্যবসা-বাণিজ্য

চাচাজান ব্যবসায়ী ছিলেন। নবীজিও তার সাথে সাথে ব্যবসা করতে লাগলেন। ব্যবসাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও একজন সৎ ও দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। সর্বদা সত্য বলতেন। মিথ্যার কাছেও ঘেষতেন না। সবাই তাঁকে ‘সাদিক’ তথা সত্যবাদী বলত। নবীজি লেনদেন খুব স্বচ্ছ রাখতেন। খুব আমানতদার ও বিশ্বস্তছিলেন। সবাই তাকে ‘আল আমীন’ বলে ডাকত। তাঁর সম্মান করত। তাঁর উপর ভরসা করত। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় নবীজির সততা-সত্যবাদীতার ব্যাপক প্রসিদ্ধি ছিল।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) সবাই নবীজিকে কি বলতো?

(২) পাড়া-মহল্লায় নবীজির কোন বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত ছিল?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৯ সিরিয়ার সফর

মক্কায় এক ধনবতী নারী ছিলেন। তার নাম ছিল খাদীজা। বিবি খাদীজা ছিলেন বিধবা। তার স্বামী মারা গিয়ে ছিলেন। তার ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। ব্যবসার জন্য লোকদেরকে টাকা পয়সা দিতেন এবং তাদেরকে ব্যবসায় শরীক করে নিতেন। তিনি নবীজীর সততা ও আমানতদারীর প্রশংসা শুনে নবীজিকে প্রস্তাব করলেন যে, আপনি আমার সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করুন। নবীজি তাতে সম্মত হলেন। বিবি খাদিজার গোলাম মাইসারকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার সফরে গেলেন। নবীজি সেখানে খুব পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সততার সাথে সফল ব্যবসা করে মক্কায় ফিরলেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) বিবি খাদিজা رضي الله عنها কে ছিলেন?

(২) বিবি খাদিজা رضي الله عنها রাসূল ﷺ এর কাছে কিসের ইচ্ছা পূষণ করলেন?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ নবীজির বিবাহ

আমাদের নবীজি বিপুল মুনাফা করে সিরিয়া থেকে ফিরলেন। ব্যবসার পাই পাই হিসাব দিলেন। বিবি খাদিজা খুব সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন। নবীজির উত্তম চরিত্র ও স্বভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

deeniyat

তাছাড়া গোলাম মাইসারাও তাঁর আমানতদারী মমতা,উত্তম আখলাকের চোখে দেখা ঘটনাবলী তাকে শুনালেন। এতে বিবি খাদিজা رضي الله عنها অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং নিজেই তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবীজি তাতে রাজী হয়ে গেলেন। কুরাইশ এর কিছু সম্মানিত লোকদের উপস্থিতিতে চাচাজান বিবি খাদিজার বাড়ীতে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং বিবি খাদিজা رضي الله عنها এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মাইসারা নবীজির ব্যাপারে বিবি খাদিজা রা. কে কি কি বলেছে?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১১ শান্তির প্রচেষ্টা ও হাজরে আসওয়াদের ফয়সালা

একবারের ঘটনা। তখন কাবা ঘরের নির্মাণ কাজ চলছিল। পুরাতন দেয়াল ভেঙ্গে নতুন দেয়াল তৈরী করা হচ্ছিল। এক দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত ছিল। এটি একটি কালো পাথর, যা হযরত ইবরাহীম আ. এর স্থাপিত ছিল। সবাই এটিকে খুব বরকতময় মনে করত। যখন দেয়ালে পাথরটি প্রতিস্থাপনের সময় হল, তো সব গোত্রের লোকেরা পরস্পর ঝগড়াঝাটি শুরু করল। প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যে, এই সম্মানিত পাথরটি আমিই প্রতিস্থাপন করব। পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করল যে, খুনাখুনির উপক্রম হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, আগামীকাল সকালে কাবাঘরে সর্বপ্রথম যে প্রবেশ করবে, তার সিদ্ধান্তই সবাইকে মেনে নিতে হবে। আল্লাহর কি ইচ্ছা যে, দ্বিতীয় দিন কাবাঘরে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবীজি ﷺ তাশরীফ নিয়ে গেলেন!

তাঁর উপর সবার ভরসা ছিল, তাই সবাই তাকেই বিচারক হিসেবে মেনে নিল। নবীজি সেক্ষেত্রে খুব চমৎকার ফায়সালা করলেন। একটি লম্বা চাদর আনালেন, তাতে হাজরে আসওয়াদটি রাখলেন, এরপর প্রত্যেক গোত্রের প্রধানকে ডেকে চাদরের এক কোণে ধরার জন্য বললেন। এরপর সকলে মিলে চাদরটি উঠিয়ে যখন এই দেয়ালের কাছে গেল-যেখানে পাথরটি প্রতিস্থাপন করা হবে, তখন নবীজি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে রাখলেন। এভাবে সকল গোত্রের লোকেরই এই সম্মানের কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করল। নবীজির দূরদর্শিতা দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ লাগানোর সময় কি ঘটনা ঘটেছিল?
(২) হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে নবীজি কি ফায়সালা করেছিলেন?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ নবুওয়াতপ্রাপ্তি

মক্কার সন্নিকটে একটি পাহাড় ছিল। তার নাম ছিল 'হেরা'। সেই পাহাড়ে একটি গুহা ছিল। নবীজি সেখানে যেতেন। ছাতু ও পানি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং কয়েকদিন যাবত সেখানে একাকী সময় কাটাতেন। আল্লাহর ইবাদত করতেন। মানুষের কল্যাণের উপায় খুঁজতেন। পাপাচারের দমন ও কল্যাণের প্রচার প্রসার করার পথ তালাশ করতেন। খাবার শেষ হলে ঘরে ফিরে যেতেন এবং খাবার নিয়ে পুনরায় সেই গুহায় ফিরে যেতেন। বয়স যখন চল্লিশ হল, এবং নবীজি হেরাগুায় অবস্থান করছিলেন তখন আল্লাহর দূত

deeniyat

৪- ইসলামী তারবিয়ত

[সীরাত প্রসঙ্গ]

হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর কালাম নিয়ে এলেন; যাকে 'ওহী' বলা হয়। হযরত বিজরাঈল আ. নবীজিকে সুসংবাদ দিলেন যে, আাপনি আল্লাহর রসূল! তারপর বলল-পড়ুন! আরব দেশে তখন পড়া-লেখার প্রচলন খুব কম ছিল। এ কারণে নবীজিও লেখা-পড়া জানতেন না। তিনি উত্তর দিলেন: আমি পড়তে জানি না। হযরত জিবরাঈল আ. নবীজিকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে খুব জোরে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বলল পড়ুন! নবীজি উত্তর দিলেন: আমি পড়তে জানি না! জিবরাঈল আ. মোট তিনবার এভাবে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলল- পড়ুন! আর নবীজিও তিনবার উত্তর দিলেন-আমি পড়তে জানি না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, পড়ুন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

এই ওহী অবতীর্ণ হতেই রাসূল ﷺ এর উপর রেসালাতের বোঝা অর্পিত হয়ে গেল। তিনি ভয় ও আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। আর ব্যাপারটি ও ছিল এমন যে, হাজারো বছরের গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের ঠিক পথে আনা। হাজারো মুর্তির পুজারীদের আল্লাহর খাঁটি বান্দা বানানো কোনো সহজ কাজ ছিল না। নবীজি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরলেন। স্ত্রী হযরত খাদিজা রা. এর নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন। বিবি খাদিজা তাঁকে স্বান্তনা দিয়ে বললেন, আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করবেন না। আপনি সর্বদা ভাল কাজ করেন। দান-সদকা করেন, অসহায় গরীবদের সাহায্য করেন। এতীম-বিধবাদের খোঁজ খবর নেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন। মানুষের বোঝা হালকা করেন। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাহলে আপনার ভয় কিসের?

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নবীজী হেরা গুহায় কি করতেন?

(২) বিবি খাদিজা رضي الله عنها কোন ভাষায় নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৩ আল্লাহর পয়গাম

যখন হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর পায়গাম ও বার্তা নিয়ে এলেন, তখন নবীজি সেই বার্তা মানুষের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনি লোকদের বলতেন, 'আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনিই সকলের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি রিযিকদাতা, বিধানদাতা। তারই আদেশ পালন কর। একমাত্র তারই ইবাদত ও উপাসনা কর। আমি আল্লাহর রাসূল। আমার অনুসরণ কর। পাপ থেকে বেঁচে থাক। ভাল কাজ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। তোমাদের চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য জান্নাত দান করবেন। মন্দ লোকদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন।...

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নবীজি লোদেরকে কিসের দাওয়াত দিতেন?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৪ সর্বপ্রথম যারা ঈমান আনল

নেক লোকেরা নবীজির কথা মেনে নিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه নবী কারীম صلى الله عليه وسلم -এর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ঈমান আনেন। হযরত খাদিজা رضي الله عنها

deeniyat

নবীজির নেক বিবি ছিলেন। নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। হযরত আলী رضي الله عنه নবীজির চাচাতো ভাই ছিলেন। শিশু কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। হযরত যায়েদ رضي الله عنه নবীজির গোলাম ছিলেন। গোলামদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। এই চার জন অত্যন্ত নেক ও সৎ ছিলেন। তারা নবীজির সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। নবীজির উত্তম চরিত্র ও সততা সম্পর্কে তারা অবগত ছিল।তাই এ বিষয় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ঈমান আনলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

প্রশ্নমালা ঃ

(১) সর্বপ্রথম ঈমান কারা কারা এনেছিলেন?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৫ পাহাড়ে উঠে নসীহত

কিছুদিন পর আল্লাহর আদেশ এল, হে পায়গাম্বর! আপনি আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন।' নবীজি তাই করলেন। 'ছফা' নামক একটি পাহাড় ছিল। নবীজি তাতে আরোহণ করে মক্কাবাসীকে ডাক দিলেন। সকলেই যখন সেখানে সমবেত হল তখন তিনি বললেন- 'আমি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি; তোমরা পাহাড়ের নিচে। আমি পাহাড়ের সামনের দিকও দেখছি। পিছনেরর দিকও। (কিন্তু তোমরা কেবল সামনের দিকটা দেখছ) যদি আমি বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে তোমাদের একটি শত্র বাহিনী অবস্থান করছে; যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল- "নিশ্চয় আপনি উপরে আছেন, চতুর্দিক দেখতে পাচ্ছেন, আপনি সত্যবাদী- বিশ্বস্ত; আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না। আমরা অবশ্যই। আপনার কথা বিশ্বাস করব' তারপর নবীজি ﷺ বললেন, হে লোকসকল! এটা তো বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ ছিল মাত্র। বিশ্বাস কর, মৃত্যু তোমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে, একদিন তোমাদের মরতেই হবে, মরে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, হিসাব-নিকাশ শেষে সারা জীবনের কৃতকর্মের ফলাফলও ভোগ করতে হবে। যদি তোমরা ঈমান না আন, ভাল না হও, তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। তোমরা তো শুধু দুনিয়াই দেখতে পাচ্ছ, আর আমি দুনিয়ার সঙ্গে আখেরাতও দেখতে পাচ্ছি। মক্কাবাসী নবীজির নসীহত শুনল। কী সত্য কথা ছিল! প্রিয় নবী ﷺ কত সুন্দর ভঙ্গিমায় তাদেরকে বুঝালেন! সবাই নবীজিকে সত্যবাদী মনে করত; কিন্তু শুধু এই সত্য কথার উপর তারা ঈমান আনলো না। তারা নবীজিকে গালমন্দ করতে লাগল। গালমন্দকারীদের মধ্যে নবীজির চাচা আবূ লাহাব সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। বলল- তুমি কি আমাদের কে এজন্য একত্রিত করেছ?

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নবীজি মক্কাবসীকে পাহাড়ের পাদদেশে জমা করে কি বলেছিলেন?

(২) মক্কাবাসীরা এর উত্তরে কি করল।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৬ আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসার হতেই থাকল

আল্লাহর দ্বীনের ধীরে ধীরে প্রচার-প্রসার হতেই লাগল। কাফেররা দিশেহারা হয়ে গেল; কি করবে? কিভাবে হক্বের গতিরোধ করা যায়? মুহাম্মাদ ﷺ একা, অল্প কয়জন তাঁর সাথী-সহচর, তাও তারা দুর্বল ও অসহায়, তারপরও মানুষ তাঁর দিকেই ঝুকছে, বাপ-দাদার ধর্ম মিটে যাচ্ছে! সবাই মিলে আবু তালেবের কাছে গেল। বলল, আবূ তালেব! গোটা গোত্রের মান-সম্মান সব ধূলির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন! আমাদের ও আপনার উপাস্যদের সে অস্বীকার করছে। সে বলে, ইবাদত ও উপাসনা শুধু এক আল্লাহর জন্য হবে; আমরা সবাই মূর্খ-বেকুফ, তাই আমরা মাটির তৈরী মূর্তি লাত, মানাত-এর উপাসনা করি! ধৈর্যের সবগুলো বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবূ তালেব কৌশলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন এবং নবীজির সহযোগিতা অব্যাহত রাখলেন। প্রিয় নবী ﷺ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলেন। আর দ্বীন প্রসারিত হতে থাকলো। কাফেররা পুনরায় আবু তালেবের নিকট এল। ধমকালো, ভয় দেখালো, হত্যার হুমকি দিল। আবূ তালেব এতে ভীত হয়ে গেলেন। ভাতিজাকে ডেকে বললেন- বেটা! আমার উপর এতটা বোঝা ফেলো না। নবীজি একটুও ঘাবড়ালেন না। বললেন, চাচাজান! এই কাজ তো আল্লাহর কাজ। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। যদি এই লোকেরা আমার একহাতে সূর্য ও অপর হাতে চন্দ্রও এনে রাখে, তারপরও আমি এ কাজ বন্ধ করবো না। একথা বলে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। আবূ তালেব অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে বললেন, যাও বৎস! নির্ভাবনায় কাজ করতে থাকো, আমি জালেমদের হাতে তোমাকে কিছুতেই সঁপে দেব না।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আবূ তালেব নবীজিকে কি বললেন?

(২) নবীজি আবূ তালেবকে কি উত্তর দিলেন?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৭ হাবশার হিযরত

কাফেররা মুসলমানদেরকে অবিরাম কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন রকমের কষ্ট। প্রিয় নবী ﷺ কেও কষ্ট দিচ্ছিল। পরিস্থিতি যখন চরমে গিয়ে ঠেকল। কুরআন পড়া, ইবাদত করা, দ্বীনের উপর চলা, অন্যদের দ্বীনের দিকে আহ্বান করা সব যখন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, প্রিয় সাহাবীরা আমার! তোমরা দ্বীনের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছ। আর পারা যাচ্ছে না। তোমরা যারা পারো, হাবশা দেশে চলে যাও। সেখানকার বাদশা নাজ্জাশী। সে অনেক হৃদয়বান মানুষ। সেখানে তোমাদেরকে কেউ বাধা দিবে না। স্বাধীনতার সাথে দ্বীনের উপর আমল করতে পারবে। এবং দ্বীন প্রচারেরও যথেষ্ট সুযোগ পাবে অবশেষে বহু মুসলমান ঘরবাড়ী ছেড়ে হাবশা দেশে চলে গেলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শুধু দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য নিজের ভিটা-বাড়ী ও জন্মভূমি ছেড়ে অন্যদেশে গিয়ে থাকতে লাগলেন। একেই বলে ‘হিযরত’। কিন্তু অত্যাচারী কাফেরা এবারও শান্তিতে থাকতে দিল না। পিছু পিছু হাবশা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল। নাজ্জাশী বাদশার নিকট মুসলমানদের ব্যাপারে অভিযোগ করল। মুসলমানদেরকে রাজ দরবারে ডাকা হল। হযরত আলী رضي الله عنه এর ভাই হযরত জাফর رضي الله عنه

তখন মুসলমানদের আমীর ছিলেন। তিনি নাজ্জাশী বাদশার দরবারে একটি হৃদয়কাড়া ভাষণ দিলেন। ভাষণটি অসাধারণ ছিল।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মুসলমানরা হাবশায় হিযরত কেন করেছিল?

(২) নবীজি মুসলমানদের কি বলেছিলেন?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৮ হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণ

হযরত জাফর رضي الله عنه বললেন, মহামান্য বাদশা! আমরা মূর্খ ছিলাম, নির্বোধ ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃতপ্রাণীর গোশত খেতাম। খারাপ কাজ করতাম। পরস্পরে লড়াই-ঝগড়ায় মেতে থাকতাম। ধনী গরীবের উপর যুলুম করত। মেহমানদের সম্মান করতাম না। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতাম না। ভাই ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করত। শক্তিশালী দূর্বলকে কষ্ট দিত। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াবান হলেন। আমাদের মধ্যে তিনি একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা সবাই তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিলেন। পরস্পরে ভালবাসতে শিখালেন। তিনি আমাদের বললেন মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও; আল্লাহর ইবাদত কর। সত্য কথা বল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। অন্যায় থেকে বেঁচে থাক। পাপ হতে দূরে

থাক। এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করো না। অত্যাচার থেকে ফিরে এসো। পরস্পরে মিলেমিশে থাক। আমরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নিয়েছি। তার কথা অনুযায়ী আমল করছি। এতে আমাদের জাতি আমাদের দুশমন হয়ে গেল। আমাদেরকে কষ্ট দিতে লাগল। এজন্য আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

বাদশা নাজ্জাশী হযরত জাফর رضي الله عنه এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ মনযোগ দিয়ে শুনলেন। ভাষণটি খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি এতে প্রভাবিত হলেন এবং মুসলমানদের নিকট হতে কুরআন শুনলেন। কুরআন শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিদের দরবার হতে বহিষ্কার করে দিলেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন। কিছুদিন পর তিনি নিজেই মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের প্রিয় নবী صلى الله عليه وسلم হিযরত করেননি। তিনি হাবশা যাননি। মক্কায় থিতু হয়ে বসেছিলেন দুঃখ সহ্য করছিলেন। আল্লাহর দিকে মানুষদের ডাকছিলেন। নবীজি বিভিন্ন উৎসবগুলোতে উপস্থিত হতেন। হাঁটে-বাজারে গিয়ে এবং হজ্বের মওসুমে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ইসলামের কথা শুনাতেন। ফলে ধীরে ধীরে মক্কার বাইরেও তাঁর এই দ্বীনের প্রচার হতে শুরু করে।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) হযরত জাফর رضي الله عنه ভাষণে কি বলেছেন?

(২) হযরত জাফর رضي الله عنه এর ভাষণে বাদশা নাজ্জাশীর মধ্যে কেমন প্রভাব পড়েছে?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৯ মুসলমানদের সাথে বয়কট

মক্কা মুকাররমায় ধীর ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করছিল। প্রতিদিন কেউ না কেউ ইসলাম কবুল করতো। শত্রুদের খুব ভাবনা হল। তারা আমাদের নবীজি ও মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক বয়কট করল এবং তাদেরকে আবূ তালেবের হাবেলিতে বন্দী হতে বাধ্য করা হল। মুসলমানগণ তখন চরম বিপর্যয়ের শিকার হলেন। যেই হাবেলীতে খাওয়া-দাওয়ার কিছুই ছিল না। মুসলমান বৃদ্ধ-যুবক, শিশু-মহিলা সকলেই ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন। এমনকি গাছের লতা-পাতা খেয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখলেন তিন বছর যাবত এই অবস্থায়ই জীবন যাপন করতে হল।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) আবু তালেবের হাবেলীতে মুসলমানদের কি ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?

(২) আবু তালেবের হাবীলিতে মুসলমানগণ কত বছর বন্দী ছিলেন?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২০ বেদনার বছর

সামাজিক বয়কট থেকে মুক্ত হওয়ার কিছু দিন পরই নবুওয়াত প্রাপ্তীর দশম বছর নবীজির প্রিয় চাচা আবু তালেব দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। তখন চাচা হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা رضي الله عنها এরও ইন্তিকাল হয়ে গেল। এই দুটি ঘটনায় নবীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি এ বছরটিকে ‘বেদনার বছর’ নাম করণ করেছেন। এবার কুরাইশদের নবীজিকে প্রকাশ্যে কষ্ট দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। ইতিপূর্বে

deeniyat

আবু তালেব ও হযরত খাদীজার কারণে দমে থাকতে হত। কিন্তু এখন তো আর কোনো বাঁধা অবশিষ্ট রইল না। ফলে মক্কার পৌত্তলিকরা আমাদের নবীজিকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগল।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নবীজি নবুওয়াতের দশ বছর কে 'বেদনার বছর' নাম কেন দিলেন!

(২) আবু তালেব ও হযরত খাদীজা رضي الله عنها ইন্তিকালের পর কি হল?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২১ তায়েফের সফর

মক্কা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি বস্তি আছে। তার নাম 'তায়েফ'। মক্কায় দ্বীন প্রচারের কাজ চলছিল বহুদিন ধরে । মক্কার প্রতিটি নর-নারী নবীজির দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কেউই নবীজির কথার প্রতি মনোনিবেশ করতো না। নবীজি ভাবলেন, কিছুদিন তায়েফে গিয়ে দ্বীন প্রচারের কাজ করা যেতে পারে। হতে পারে সেখানকার লোকেরা তার কথা শুনে ইসলাম কবুল করে নিবে। এতে কিছু সাথী পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে সবাই মিলে দ্বীনের কাজও করা যাবে। এসব ভেবে নবীজি তায়েফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তায়েফের লোকেরা খুব খারাপ ছিল। তারা নবীজির কথা তো মানলই না বরং নবীজির সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করল। নবীজিকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করল। অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করল। তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিল। নবীজি সেখানে রক্তাক্ত হলেন। লাঞ্ছিত হলেন; তারপরও তাদেরকে বদ দু'আ করলেন না। অবিরাম দু'আ করে গেলেন, হে আল্লাহ! এরা অবুঝ, তাদেরকে হেদায়াত দিয়ে দাও!

deeniyat

এমন দয়ার নবীর জন্য রইল হাজারো দুরূদ ও সালাম।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) নবীজি তায়েফের সফর কেন করেছিলেন?

(২) তায়েফবাসীরা নবীজির সঙ্গে কী আচরণ করেছিল?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২২ মেরাজ

তায়েফ থেকে ফিরে এসে নবীজি মক্কায় তাশরীফ আনলেন এবং পুনরায় দ্বীনের তাবলীগ করতে লাগলেন। একের পর এক কষ্টের পর নবীজির উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হল এবং মেরাজের মত মহান ঘটনা সংঘটিত হল। নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর কেটে গেল। একদিন নবীজি রাতের বেলা তার চাচাতো বোন উম্মে হানী رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে আরাম করছিলেন। হঠাৎ হযরত জিবরাঈল আ. এলেন এবং নবীজিকে মেরাজের সুসংবাদ দিলেন। এরপর একটি দ্রুতগামী সাওয়ারি পেশ করলেন, যার নাম ছিল 'বুরাক'। এটাতেই আরোহন হয়ে নবীজি মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনলেন এবং সেখান থেকে সপ্তম আকাশের ভ্রমণ করলেন। জান্নাত দেখলেন, জাহান্নাম দেখলেন। এরপর মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে নবীজিকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে পুরষ্কার সরূপ প্রদান করা হল এবং অবশেষে সেই সাওয়ারিতেই আরোহণ করে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করুন

(২) মেরাজে নবীজিকে কি পুরষ্কার দেয়া হল?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২৩ মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত

মদীনা মুনাওয়ারা আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি মক্কা মুকাররমা হতে প্রায় ৪৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মদীনায় বসবাসকারী কিছু লোক মূর্তিপূজারী ও ইহুদী ছিল। মূর্তিপূজারীদের দুটি বড় বংশ ছিল। একটির নাম‘আওস’ এবং অপরটির নাম ‘খাজরায’। মদীনার লোকেরা প্রতিবছর হজ্বের জন্য মক্কা যেত। প্রিয় নবী ﷺ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। চুপে চুপে দ্বীনের কথা শুনাতেন। মদীনার লোকেরা বড় ভাল মানুষ ছিল। তারা নবীজির কথাগুলো খুব মনযোগসহ শুনতো। ধীরে ধীরে তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহর দ্বীন অতি অল্পসময়ে মদীনায় প্রবেশ করলো। মক্কায় দ্বীন প্রচারে ততদিনে প্রায় তের বছর কেটে গেল। মক্কাবাসীরা নবীজিকে কষ্ট দিল। তাদের কেউ নবীজির কথা শুনতোও না, মানতও না। বরং সুযোগ পেলেই কষ্ট দেয়ার চেষ্টায় মেতে উঠতো। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আদেশ দিলেন। এবার মক্কা ছেড়ে মদীনা হিজরত করুন! তখন বহু মুসলমান মদীনায় হিজরত করে আশ্রয় নিলেন। এক রাতে কাফেররা সিদ্ধান্ত নিল। তাওবা তাওবা তারা প্রিয় নবীকে হত্যা করবে! হেদায়েতের সেই আলোকে তারা চিরতরে নিভিয়ে ফেলবে। সেই দুর্বৃত্তরা এভাবে ফন্দি আঁটল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন লোক এই অভিযানে অংশগ্রহণ করবে এবং রাতের নিস্তব্ধতায় নবীজির ঘর চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। যখনি তিনি ঘর থেকে বের হবেন তখনি একযোগে তার উপর হামলা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। তিনি স্বীয় বিছানায় হযরত আলী رضي الله عنه কে শুইয়ে দিলেন যেন, তাঁর কাছে গচ্ছিত মানুষের আমানতের মালগুলো তিনি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারেন। এরপর নবীজি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে ঘর থেকে বের হলেন।

deeniyat

হাতের মুঠোয় কিছু ছোট ছোট কংকর নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন। ফলে নবীজির প্রস্থান কেউ টের পেল না। নবীজির প্রিয়বন্ধু হযরত আবু বকর رضي الله عنه সঙ্গে রওয়ানা করলেন এবং উভয়ে মিলে মদীনা অভিমুখে চললেন। পথে একটি গুহা পড়ল। 'সাওর গুহা' উভয়ে তাতে আত্মগোপন করলেন। কাফেররা তাদের পিছু ধাওয়া করল। দূর দূর পর্যন্ত গুপ্তচর পাঠাল। এক কাফের তো খুঁজতে খুঁজতে সাওর গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পৌঁছাল। তখন হযরত আবু বকর رضي الله عنه খুব চিন্তিত হলেন। নবীজি তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন- 'ভয় পেও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' আল্লাহ সেই কাফেরের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন এবং সে তাঁদেরকে দেখতে পেল না। তিনদিন পর নবীজি মদীনায় রওয়ানা হলেন। মদীনাবাসী কয়েক দিন ধরে নবীজির জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিলেন। যখন তিনি পৌঁছালেন তখন তাদের দুশ্চিন্তা কেটে গেল এবং তারা খুব আনন্দিত হল। মদীনার শিশু-কিশোররা গান গেয়ে নবীজিকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যে, নবীজি আমার ঘরে অবস্থান করুক। নবীজি বললেন, আমি তো সেখানেই থাকব যেখানে আমার উটনী গিয়ে বসে পড়বে। অবশেষে এই মর্যাদা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه এর ভাগ্যে জুটল। নবীজি তার ঘরেই অবস্থান করলেন।

প্রশ্নমালা ঃ

(১) মদীনা কোথায়? মদীনা কারা বসবাস করতো?
(২) নবীজিকে কখন হিযরতের জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল?
(৩) কাফেররা কি পরামর্শ করেছিল?
(৪) হিযরতের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সহজ দ্বীন

[সহজ দ্বীন]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

‘সহজ দ্বীন’ বিষয়ক পাঠ্যদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল বড়দের মানসিক তারবিয়ত এবং ঈমানিয়াত ও ইবাদাত-এর সাথে সাথে জীবনের সর্বস্তরে পরিপূর্ণ দ্বীন অনুযায়ী চলার যোগ্য করে তোলা। সুতরাং ‘সহজ দ্বীন’ শিরোনামের অধীনে দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচ বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামভিত্তিক আলোচনা নিম্নে সন্নিবেশিত হচ্ছে।

‘সহজ দ্বীন’-এর সবকগুলো নিজে পড়ে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা পড়িয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দিন এবং এই রচনাগুলোতে আলোচিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জীবন যাপনের জন্য তাদের উৎসাহ দিন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সহজ দ্বীন: আল্লাহর হুকুম মানা ও নবী কারীম ﷺ এর আদর্শের উপর জীবন যাপনের নাম হল ‘দ্বীন’ যেমন কুরআনে কারিমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর সবীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (সর্বদার জন্য) পছন্দ করে নিলাম।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এতে যেমন মনে-প্রাণে আল্লাহর একাত্ববাদ, রাসূলের রেসালাত এবং আখেরাতের

প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাত দেয়া ও হজ্জ করার বিধান ও দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমানতদারী-সততা রক্ষা করা, মিথ্যা-প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষাও দিয়েছে। এমনিভাবে নিজের স্বভাব-চরিত্রকে সাজানো ও সুসজ্জিত করার উপদেশও দিয়েছে। এ কারণেই দ্বীনের মৌলিক ও প্রসিদ্ধ বিভাগ সর্বমোট পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে:-

(১) ঈমানিয়্যাত: এর দ্বারা এমন সব বিষয়াদি উদ্দেশ্য, যেগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলমানকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।
যেমন- আল্লাহর একাত্মবাদ ও রাসূল ﷺ এর রেসালাতের উপর বিশ্বাস রাখা।

(২) ইবাদত: এর দ্বারা ঐসব নেক আমল উদ্দেশ্য যেগুলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদিত হয়। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ইত্যাদি।

(৩) মু'আমালাত: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য,পরস্পর লেনদেন, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি ইত্যাদি শরীআতের বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা। যেমন, মাপে কম না দেয়া, আমানতে খেয়ানত না করা। ওয়ারিশদের মাঝে সঠিকভাবে সম্পদ বণ্টন করা ইত্যাদি।

(৪) মু'আশারাত: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাদের মাঝে আমরা বসবাস করি তাদের সঙ্গে কি ধরণের আচরণ করা উচিতএবং আমাদের উপর তাদরে কী কী হক রয়েছে। যেমন, মাতা-পিতার আনুগত্য ও খেদমত, প্রতিবেশির সঙ্গে ভাল আচরণ, কাউকে কষ্ট না দেয়া ইত্যাদি।

(৫) আখলাকিয়্যাত: এর দ্বারা উত্তম স্বভাব এবং ভাল অভ্যাস ও চরিত্র উদ্দেশ্য। যা প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। যেমন, সততা-সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ওয়াদা রক্ষা করা, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরনিন্দা হতে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

পরিপূর্ণ মুসলমান তো সেই যার সারা জীবন শরীআতের বিধান অনুযায়ী কাটে। যার ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, পরস্পর সম্পর্ক, স্বভাব-চরিত্র সবকিছু শরীআতের বিধান মোতাবেক হয়। যদি কোনো ব্যক্তি দ্বীনের কোনো বিষয়ে ইসলামি বিধান অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে সে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। যেমন, এক ব্যক্তি তার আক্বীদাও বিশুদ্ধ, ইবাদতও খুব করে, কিন্তু মানুষকে ধোকা দেয়, ওয়াদা ভঙ্গ করে অন্যকে কষ্ট দেয়, তার স্বভাব-চরিত্র কলুষিত, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও কামেল মুসলমান নয়; বরং কেয়ামতের দিন তার এসব ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। এবং সে তার এই সব অপকর্মের কারণে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট দাবী করেছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের অনুগত করে দেয় এবং জীবনটা সে অনুযায়ী পরিচালনা করে। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থ হে ঈমানদার লোকেরা! ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর।

অন্য এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন-

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

deeniyat

অর্থ আর তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল, নিজের আক্বিদা, ইবাদত, মুয়ামালাত, মুআশারাত ও আখলাকিয়্যাত ইত্যাদিসহ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে ইসলামের আদলে ঢেলে সাজানো। এতেই আমাদের সফলতা ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইসলামকেই আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছেন। এতেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ইসলাম ব্যতিত যত ধর্ম ও মতাদর্শ রয়েছে, সব বাতিল ও পরিত্যাজ্য। এখন কেয়ামত পর্যন্ত শুধু ইসলামই থাকবে। প্রত্যেক মানুষের মুক্তি ও কামিয়াবীএই ইসলামেই রয়েছে। একে গ্রহণ করার মধ্যেই পবিত্র জীবন প্রাপ্তির ওয়াদা রয়েছে। রয়েছে জান্নাত ও সীমাহীন রিযিক প্রাপ্তি সুসংবাদ।

সবক ঃ ১ (ঈমানিয়্যাত প্রসঙ্গ) আল্লাহ তাআ'লাই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। তিনিই সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। জমীন বানালেন। খুঁটিহীন আসমান দাঁড় করিয়ে রাখলেন। চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি সৃষ্টি করলেন। তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই মাটি হতে চারা ও গাছ উৎপাদন করেন। আমাদের জন্য রকমারী ফুল-ফলও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন- 'তিনিই আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন যা থেকে তোমরা পান করার বস্তুসমূহ লাভ কর। তা থেকেই গাছ-পালা তৃণলতা উৎপাদিত হয়। যা থেকে তোমরা চুতস্পদ জন্তুগুলোকে আহার করাও। সেই পানি দ্বারাই আল্লাহ তোমাদের জন্য ফসল, যাইতুন ও খেজুর গাছ, আঙ্গুর ও বহু রকমের ফল উৎপাদন করেন। বাস্তব হল, এসব সৃষ্টি লীলার মাঝে তাদের জন্য অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে যারা বুঝে ও বিবেক রাখে। [সূরা নাহল-১০ ও ১১ নং আয়াত]

আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পিতা-মাতাকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত মানুষের স্রষ্টা তিনিই। কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

অর্থ: তিনিই মানুষকে পোড়ামাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তোমরা হয়তো ভাবছ যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিভাবে বানালেন? এবং কার থেকে মানুষের আবির্ভাব শুরু হল? তো মনে রেখ! সর্বপ্রথম মানুষ হলেন হযরত আদম আ.। আল্লাহ যখন তাঁকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাদের বললেন- আমি যমীনে এমন একটি মাখলুক সৃষ্টি করতে যাচ্ছি যাদেরকে আমি আমার খলীফা ও প্রতিনিধি বানাবো। ফেরেশতারা উত্তর দিল- 'আপনি কী এমন মাখলুক সৃষ্টি করবেন, যারা যমীনে হানাহানি-মারামারি করবে? ফেতনা-ফাসাদ করবে? অথচ আমরা আপনার খুব তাসবীহ পাঠ করছি এবং খুব ইবাদত করছি! আল্লাহ তা'য়ালা বললেন- আমি যা জানি তোমরা তা জান না। এরপর আল্লাহ তা'আলা পানি ও মাটি দিয়ে একটি পবিত্র আকৃতি তৈরী করলেন। তাতে 'রুহ' ফুঁকে দিয়ে তার নাম রাখলেন 'আদম'। তাকে সকল বস্তুর নাম শিখালেন। সেগুলোর উপকারিতা শিখালেন। এবং সকল ফেরেশতাদের আদেশ করলেন- 'আদমকে সেজদা কর। সঙ্গে সঙ্গে সকল ফেরেশতা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। কেবল ইবলিস সেজদা করল না। সে অহংকারী হয়ে আল্লাহর হুকুম মানতে অস্বীকার করল। আল্লাহ তাআলা তার উপর ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। ইবলিস তখন থেকেই হযরত আদম আ. ও তার বংশধরদের জন্য চিরশত্রু হয়ে গেল।

deeniyat

হযরত আদম আ. এর পাজর থেকেই আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে তার স্ত্রী হযরত হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. কে. আদেশ দিলেন যে, জান্নাতে তোমরা যা ইচ্ছে খাও-পান কর; তবে একটি গাছের ব্যাপারে সতর্ক করে বললেন-খবরদার! ঐ গাছের ফল খেও না। এরপর উভয়ে জান্নাতে খুব সুখ-শান্তিতে ছিলেন। ইবলীস তো পূর্ব থেকেই তাদের শত্রু ছিল। তাদের এভাবে জান্নাতে সুখ-শান্তিতে বসবাস তাকে খুব কষ্ট দিতে লাগল। সে প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক,এদেরকে জান্নাত হতে বের করে তবেই ক্ষান্ত হব। সে ধোকায় ফেলার জন্য হযরত আদম আ. কে বলল, জানো আদম! তোমাদেরকে সেই গাছের ফল খেতে কেন নিষেধ করা হয়েছে? কারণ, ঐ গাছের ফল খেলে তোমরা চিরকাল এই জান্নাতেই থাকতে পারবে। আর না খেলে এক সময় এখান থেকে তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে হবে। দেখ! আমি তোমার একজন হিতাকাংক্ষী বন্ধু। আমার কথা মেনে নাও। চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে। হযরত আদম আ. ইবলীসের ফাঁদে পা রেখে প্রতারিত হলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলেন এবং শাস্তি স্বরূপ তাদের দু'জনকে জান্নাত হতে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আদম আ. আল্লাহর কাছে খুব কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর তারা উভয়ে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে লাগল। একে একে তাদের সন্তান হতে লাগল এবং ধীরে ধীরে সারা পৃথিবী আবাদ হতে লাগল। হযরত আদম আ. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব এবং আজ পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। সবাই তার বংশধর। এ কারণেই তার দিকে নেসবত করে মানুষকে **'আদমী'** বলা হয়।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২ (ইবাদত প্রসঙ্গ) 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রত্যেক কাজ শুরু করা

প্রত্যেক ভাল কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি আমল। এটি মুসলমানদের বিশেষ একটি বৈশিষ্ঠ্য। যে কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দান করেন, আর যে কাজ 'বিসমিল্লাহ' ব্যতিত শুরু করা হয়, সেখান থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كُلُّ امْرٍ ذِى بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ

অর্থ: প্রত্যেক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে শুরু করা হয়নি, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ প্রত্যেক ভাল কাজ করার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' অবশ্যই বলতেন। এজন্য নবীজির এই সুন্নতের উপর আমাদেরও আমল করা উচিৎ। ঘরে প্রবেশ করার সময়, ঘর হতে বের হওয়ার সময়, খানা খাওয়ার সময়, পানি পান করার সময়, কাপড় পরিধান করার সময়, জুতা পরিধান করার সময়, কিতাব পড়ার সময়, কিছু লেখার সময়, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার সময় কিংবা কারো সঙ্গে কোনো নতুন লেনদেন করার সময়; মোট কথা সকল কাজের শুরতে 'বিসমিল্লাহ' অবশ্যই পড়ে নেয়া উচিৎ। এটি খুব সহজ আমল। এতে কোনো কষ্ট বা পেরেশানি হয় না। আর না এতে কোনো সময় ব্যয় হয়; অথচ এতে রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ ও বরকতের ওয়াদা। এতে নবী কারীম ﷺ এর

deeniyat

সুন্নতের উপর আমল হয়ে যায়। এমন আমলের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতও অবতীর্ণ হয়; আমল নামায় নেকী লেখা হয় এবং সর্বোপরি বাহ্যিকভাবে বহু দুনিয়াবী কাজ শুধু 'বিসমিল্লাহর' বরকতে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ (মুআমালাত প্রসঙ্গ) ইনসাফ ও কল্যাণকামিতা

সকলের সঙ্গে ইনসাফ ও কল্যাণকামিতার আচরণ করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। সকলের সঙ্গে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা এবং অবিচার ও বে-ইনসাফী থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইসলামে জোরালোভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

অর্থ: আল্লাহ ইনসাফ ও উত্তম আচরণের আদেশ দিচ্ছেন। তারপর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার এই আদেশ কেবল আপনজনদের সঙ্গেই করার কথা বলেনি; বরং এই আদেশ সকলের সঙ্গে; এমনকি শত্রুর সঙ্গেও ইনসাফ রক্ষা করার আদেশ ইসলাম দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থ: এবং কোনো জাতির সঙ্গে তোমাদের শত্রু যেন তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে অবিচার ও বে-ইনসাফীর প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে, তোমরা

ইনসাফের সঙ্গে আচরণ কর। এটাই 'তাক্বওয়া'র-অনেক নিকটবর্তী পন্থা। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সঙ্গে আমাদের যদি শত্রুতাও থাকে; তবুও তাদের সঙ্গে বে-ইনসাফী করা যাবে না; যদি বে-ইনসাফী ও অত্যাচার করি তবে আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন, ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন কার্যক্রম পরিচালনাকারীরা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত হবে। আর জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী করে যারা শাসন করবে তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ হতে সবচেয়ে বেশি দুর ও সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হবে।

[তিরমিযী: ১৩২৯ আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]

তাই সকলের সঙ্গে আমাদেরও ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণময় আচরণ করা উচিৎ। কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার করা উচিৎ নয়। মাহমুদ গাযনবী নামে একজন বহু বড় যোদ্ধা ও মানবপ্রেমী বাদশা ছিলেন। তিনি তার প্রজাদের প্রতি অত্যান্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। তার ন্যায়পরায়ণতার প্রসিদ্ধ অনেক গল্প আছে। একবার এক সওদাগর মাহমুদ গাযনবীর কাছে তার ছেলে মাসউদের নামে অভিযোগ করে বলল- আমি ভীনদেশী সওদাগর! বহুদিন এই শহরে বসবাস করছি। দেশে ফিরতে চাচ্ছি কিন্তু যেতে পারছি না। কারণ, শাহজাদা আমার কাছ থেকে ষাট হাজার দিনারের পণ্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করছেন না। আমি চাচ্ছি, শাহজাদা মাসউদকে কাজীর আদালতে পাঠানো হোক। মাহমুদ গাযনবী সওদাগরের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং মাসউদকে আদেশ দিলেন, হয়তো এই মুহূর্তে সওদাগরের সঙ্গে লেনদেন পরিষ্কার করো। অন্যথায় তার সঙ্গে কাজীর আদালতে উপস্থিত হও। সেখানে

deeniyat

শরঈ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা হবে। যখন সুলতান মাহমুদের পয়গাম শাহজাদা মাসউদের নিকট পৌঁছল। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের কোষাধ্যক্ষ কে বললেন, দেখ তো, আমার ব্যক্তি গত খাজানায় কত দিনার আছে? সে উত্তর দিল-বিশ হাজার দিনার আছে। মাসউদ বলল, এই দিনারগুলো সওদাগরকে দিয়ে দাও এবং তিন দিনের সুযোগ নাও। এদিকে সুলতান মাহমুদকে লোক মারফত জানালেন যে, আমি এই মুহূর্তে বিশ হাজার দিনার পরিশোধ করেছি; বাকি ঋণের জন্য তিন দিনের সুযোগ চেয়েছি। সুলতান পাল্টা উত্তর পাঠালেন, আমি অতশত কিছু বুঝি না, যতক্ষণ না তুমি সওদাগরের ঋণ পরিশোধ করবে। আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না। মাসউদ সুলতানের এই প্রতিউত্তর পেয়ে এদিক-সেদিক থেকে ধার-উধার করে তৎক্ষণাত সওদাগরের ঋণ পরিশোধ করে দিল। এ ধরনের আরও অনেক গল্প মাহমুদ গাযনবীর ন্যায়পরায়ণতা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি সবার সঙ্গে সমতা, উদারতা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে আচরণ করতেন। অমুসলিদেরকেও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ বাহিনীতে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ (মুআশারাত প্রসঙ্গ) পিতা-মাতার সম্মান

ইসলাম মাতা-পিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে। কারণ পিতা-মাতা আমাদের লালন পালন করেন। আমাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করেন। আমাদের জন্য নিজের আরামকে হারাম করেন, আমাদের প্রতি তাদের অনেক দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নিজের ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে এসেছে:

তোমাদের প্রভু স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত করো না। এবং স্বীয় মাতা-পিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো। তাদের একজন কিংবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বাধ্যক্যে উপনিত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দও বলো না। এবং তাদেরকে ধমকও দিও না। তাদের সঙ্গে উত্তম ভাষায় কোমলস্বরে কথা বল।' [সূরা ইসরা-২৩১]

মাতা-পিতার খেদমত করা এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার মধ্যে আমাদের অনেক উপকারিতা রয়েছে; দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। একবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক্ব রয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, তারা দু'জন তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম।'

[ইবনে মাজাহ-৩৬৬২ আবু উমামা رضي الله عنه]

অর্থাৎ যে মাতা-পিতার খেদমত করবে, তাদের আনুগত্য করবে,তাদের সন্তুষ্ট রাখবে। তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। তাহলে সে জান্নাত পাবে। যে তাদেরকে কষ্ট দিবে, তাদের মনে ব্যথা দিবে, তাদেরকে অসন্তুষ্ট করবে, আনুগত্য করবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে অনুগত সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ তাকে প্রত্যেক দৃষ্টিতে একটি করে মাকবূল হজ্জের সাওয়াব দান করেন। লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, যদি তারা দৈনিক একশত বার দেখে! তবে কি প্রত্যেকবারই মাকবূল হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যাবে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ (প্রত্যেক দৃষ্টিতেই তাকে মাকবূল হজ্বের সাওয়াব দান করা হবে)।

[মুআবুল ঈমান-৭৮৫৬ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

deeniyat

তাই আমাদের উচিত যে, আমরা পিতা-মাতার সঙ্গে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রাখিব, তাদের ইজ্জত-সম্মান করব। সর্বদা আরামে রাখব। এক বিন্দু কষ্টও তাদের পৌঁছাতে দিবনা, সর্ববস্থায় তাদের সঙ্গে কোমল ও স্বশ্রদ্ধভাষায় কথা বলব, তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করব। যদি আমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখি। তাহলে আল্লাহও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর যদি আমরা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ (আখলাক্যিাত প্রসঙ্গ) কারো সামনে হাত পেতো না

মানুষের সামনে হাত পাতা ও কিছু চাওয়া অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। এটি মুসলমানদের আত্মমর্যাদার পরিপন্থি কাজ যে, তারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যের সামনে হাত পাতবে। ইসলাম এমন নিকৃষ্ট কাজ একদম পছন্দ করে না এবং নিজ অনুসারীদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদাবোধও পরিশ্রমের সাথে স্বীয় কামাই-রুযীর ব্যবস্থা করা ইসলামের অনুপম শিক্ষা। পরিশ্রম করে নিজ হাতে উপার্জন করা মানুষের সামনে হাত পাতার চেয়ে অনেক শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। তোমাদের মধ্যে কোনো অভাবী মানুষের এক টুকরা রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া ও এক গাট্টি কাঠখড়ি কাঁধে তুলে বাজারে যাওয়া তাহা বিক্রি করে ভিক্ষা বৃত্তি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়া– কারো সামনে হাত পাতার চেয়ে অনেক উত্তম; চাই সে তাকে কিছু দিক বা না দিক।

[বুখারী-১৪৭১-যুবাইর ইবনুল আউওয়াম رضي الله عنه]

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক নেককার গরীব আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে কিছু চাইলেন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সাহাবী উত্তর দিলেন আছে; একটি্ কম্বল; যার কিছু অংশ বিছাই এবং কিছু অংশ গায়ে জড়াই। আর আছে একটি পানি পান করার পাত্র। নবীজি বললেন, যাও কম্বলটি ও পানির পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এসো। সাহাবী বস্তু দুটি এনে নবীজির সামনে রাখলেন। তিনি কম্বল ও পাত্রটি হাতে নিয়ে (নিলামের পদ্ধতিতে) উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই বস্তু দুটি ক্রয় করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? এক সাহাবী বললেন, এক দেরহামের বিনিময় আমি ক্রয় করতে রাজি আছি। নবীজি বললেন, 'এক দেরহারেম চেয়ে বেশি মূল্যে কেউ ক্রয় করার আছ? (এই কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন) অন্য এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি দুই দেরহামে ক্রয় করতে রাজি আছি। নবীজি বস্তু দুটি তাকে দিয়ে দুই দিরহাম হাতে নিলেন। এরপর আনসারী সাহাবীকে বললেন, এই নাও দুই দিরহাম! এক দিরহাম দিয়ে কিছু খাবার ক্রয় করে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল ক্রয় করে আমার নিকট নিয়ে আস। সাহাবী তেমনি করলেন এবং কুড়াল নিয়ে নবীজির দরবারে উপস্থিত হলেন। নবী কারীম ﷺ স্বহস্তে সেই কুড়ালে একটি মজবুত বাট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, যাও! জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি কর। আজকের পর পনের দিন তোমাকে এখানে দেখতে চাই না। সাহাবী চলে গেলেন এবং নবীজির আদেশ অনুযায়ী জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগলেন। তারপর এক দিন সেই সাহাবী নবীজির খেদমতে হাযির হলেন। তিনি নিজ শ্রমে ও মেহনতে কাঠের ব্যবসা করে দশ দিরহাম

সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন। এরমধ্যে কিছু দিরহাম দিয়ে পোশাক ক্রয় করেছেন আর কিছু দিয়ে খাদ্যশস্য। নবীজি শুনে বললেন, কেয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তির দাগ পড়ার চেয়ে মেহনত-মুজাহাদার উপার্জন তোমার জন্য অনেক উত্তম।

[আবু দাউদ-১৬৪১ আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه]

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ (ঈমানিয়্যাত প্রসঙ্গ) ইসলামের শিক্ষা

দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত ভাল ধর্ম। ভাল কথা শিক্ষা দেয়। মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়। পৃথিবীর সকল মানুষের কামিয়াবী ও কল্যাণ একমাত্র ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। ইসলাম সত্য ধর্ম। সে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ এক, পবিত্র ও কলঙ্ক মুক্ত, তার কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বদা ছিলেন এবং থাকবেন। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম। ইসলাম আমাদেরকে আদেশ করে, আমরা যেন পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি, ভাই-বোনের সাথে মিলে মিশে থাকি। আত্মীয় স্বজনের খোঁজ-খবর নেই। কারো হক্ব নষ্ট করব না। কারো সঙ্গে অবিচার ও দূব্যবহার করব না, বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহশীল আচরণ করব। সর্বদা সত্য কথা বলব; কখনো মিথ্যা বলব না। সবার সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করব। কারো উপর যুলুম করব না। প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করব। কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তার সুস্থতার জন্য যাব। অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখব না। কারো গীবত তথা পিছনে নিন্দা করব না।

deeniyat

অন্যের কল্যাণ কামনা করব। কারো অকল্যাণ কামনা করব না। হালাল রুযী উপার্জন করব। হারাম উপার্জন হতে বেঁচে থাকব। মুখ দিয়ে কেবল ভাল কথাই বলব। গাল-মন্দ ও খারাপ কথা থেকে বেঁচে থাকব। কারো সঙ্গে কোনো কিছু প্রতিজ্ঞা করলে তা পূরা করব। অন্যের সম্পাদ আত্মসাত করা। চুরি করা অথবা জোরপূর্বক কাউকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করা অনেক বড় পাপ। মদ পান করা। জুয়া খেলা, সুদী লেনদেন করাও নাজায়েয ও হারাম কাজ, এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সারকথা, ইসলাম সর্বোপরি কল্যাণের এবং ভালোর শিক্ষা দেয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ দেখায়, ইসলামই সকল মানুষের মুক্তির সরল পথ এবং সে পথই মানবকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে। আমরা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীন নই যে, যেভাবে চাইব সেভাবেই চলব; কারণ সব পথ ও মত আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ কেবল ইসলাম। যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে সরে জীবন অতিবাহিত করবে, সে কখনো সফলতার মুখ দেখতে পাবে না। চিরকাল সে ক্ষতির শিকার হবে। কারণ, আল্লাহর নিকট ইসলাম ধর্মই মনোনিত ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এ ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন হিসেবে একমাত্র ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। [সূরা আল ইমরান-১৯]
অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' [সূরা আলি ইমরান-৮৫]

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৭ (ইবাদাত প্রসঙ্গ) নামাযের গুরুত্ব

নামায ইসলামের দ্বিতীয় রকন তথা স্তম্ভ। কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে জোরালো আদেশ দেয়া আছে! এটি সকল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত, নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। বাহ্যিকভাবে কাফের ও মুমিন বান্দার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আমল এই নামাযই। এটি মুসলমানদের একটি বিশেষ নিদর্শন। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

অর্থ: মানুষ ও কুফর-শিরকের মধ্যে পার্থক্য হয় শুধু নামায ছেড়ে দেয়ার দ্বারা।

ইসলামে নামাযকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, অন্য কোনো ইবাদতে এতটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। নামায ছেড়ে দেয়া বা তাতে উদাসীনতা করা মারাত্মক গুনাহ। এতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে বান্দা গুরুত্বসহ নামায পড়বে,কেয়ামতের দিন সে নামায তার জন্য নূর হবে। (যার দ্বারা কেয়ামতের অন্ধকারে সে আলোপ্রাপ্ত হবে। তার ঈমানদার হওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যকারী বান্দা হওয়ার আলামত) ও দলীল হবে। এটি তার জন্য নাজাতের উসিলা হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না, কেয়ামতের দিন সেটা তার জন্য না নূর হবে না দলীল হবে, না নাজাতের উপায় হবে; বরং সেই হতভাগার ভয়াবহ কেয়ামতের দিন কারূণ, ফেরাউন, হামান ও উমাইয়া ইবনে খালফের সঙ্গে হাশর হবে।

[মুসনাদে আহমাদ-৬৫৭৬ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

deeniyat

তাই কখনো নামায ছাড়া উচিত নয়। একে সময় মত জামাতের সাথেই আদায় করার ব্যাপারে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। যদি কখনো কোনো মারাত্মক ওযরের কারণে নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে খুব দ্রুত তা আদায় করে নিতে হবে। যদি আমরা না পড়ি, তাহলে আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ (মুআমালাত প্রসঙ্গ) উপকারের কৃতজ্ঞতা

নবী কারীম ﷺ একজন অপরজনকে হাদিয়া দেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর অনেক ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে হাদিয়া প্রদানকারী ও উপকার কারীদের প্রতিদান দেয়া অথবা কমপক্ষে তাদের জন্য দু'আ দেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কাউকে যদি হাদিয়া দেয়া হয়, তাহলে পাল্টা হাদিয়া দেয়ার মত কিছু যদি তার কাছে থাকে, তাহলে সে যেন তা দেয়, আর যদি দেয়ার মত কিছু না থাকে, তাহলে (শুকরিয়া হিসেবে) তার প্রশংসা করবে এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করবে। যে এমনটা করবে সে তার কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দিল। আর যে এমনটা করেনি সে উপকারের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতাকে লুকিয়ে অকৃতজ্ঞতা করল।

[আবু দাউদ-৪৮১৩ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه]

নবী কারীম ﷺ কে যখন কেউ হাদিয়া বা উপহার দিত, তো নবীজি তা গ্রহণ করতেন এবং তার কিছু না কিছু প্রতিদান দিতেন। এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করতেন। এক হাদীসে নবীজি স্বীয় উম্মতকে তালীম দিয়ে বলেন, কেউ যদি কারো উপর অনুগ্রহ করে এবং সে (অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি) অনুগ্রহকারীদেরকে এই দু'আ দিল-

جزاك الله خيرا (অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিক) তা সে তার পূর্ণ প্রশংসা করে (শুকরিয়া আদায় করে) দিল।

[তিরমিযী-২০৩৫ উসামা বিন যায়েদ رضي الله عنه]

এই হাদীসে রাসূল ﷺ এমন লোকদেরকে শিক্ষা দিলেন, যারা অনুগ্রহকারীদের প্রতিদান দেয়ার মত (অর্থনৈতিক) সামর্থ্য রাখে না– তাদেরকে তিনি শিক্ষা দিলেন যে, অনুগ্রহের বিনিময়ে অন্তত جزاك الله خيرا বলে দু'আ দিবে- এতে তাদের শুকরিয়া আদায় করার হক আদায় হয়ে যাবে।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৯ (মুআশারাত প্রসঙ্গ) প্রত্যেককে সালাম করা

এক মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে যখন অপর মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাত হবে তখন সে সালাম করবে। সাক্ষাতের সময় সালাম করা ইসলামের একটি চমৎকার পদ্ধতি। এর চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি হয় না। এ সম্পর্কে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সালামের দ্বারা পরস্পর সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। অন্যের ব্যাপারে কু-ধারণা দূর হয়ে যায়। বিশেষ করে আগে আগে সালাম দেয়া বেশি নেকীর কাজ। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ

অর্থ: মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত, যে আগে আগে সালাম করে। কেউ কেউ শুধু নিজের পরিচিতজনদেরই সালাম করেন; এটা ঠিক নয়। ইসলামের শিক্ষা হল, প্রত্যেক মুসলমান ভাইকে সালাম করবে। চাই সে পরিচিতজন হোক বা না হোক। যখন কোনোভাবে জানা যাবে যে, সে মুসলমান,

deeniyat

তখন অবশ্যই তাকে সালাম করবে। এতে অনেক নেকী। নবী কারীম ﷺ কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম আমল কী? নবীজি উত্তর দিলেন, আহার দান করা এবং সালাম করা; চাই তুমি তাকে চিন বা না চিন। [বুখারী-১২ ইবনে ওমর رضي الله عنه]

আমরাও যাকে সামনে পাবো সালাম করবো; চাই ছোট হোক বা বড়। পরিচিত হোক বা অপরিচিত। কারণ সবাই মুসলমান। মুসলমানকে সালাম করলে নেকী পাওয়া যায়।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ (আখলাকিয়্যাত প্রসঙ্গ) মিথ্যার ক্ষতি

যে কথা যেমন, তা সেভাবে বলাই হল সত্যবাদিতা। আর বাস্তব পরিপন্থি কথা বলাকেই মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। ইসলাম এটাকে একদম পছন্দ করে না। মিথ্যাকে কবীরা গুনা সমূহের মধ্যে গণনা করা হয়। মিথ্যা বলার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মধ্যে ক্ষতি। এটি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যাবাদী মানুষ সমাজের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তার উপর থেকে মানুষের আস্থা ও ভরসা চলে যায়। তাছাড়া মিথ্যার কারণে জীবনের বরকতও চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন মিথ্যাবাদী মানুষকে কঠিন শাস্তি দিবেন। একবার নবীজি স্বীয় একটি স্বপ্নের কথা বলে সেখানে মিথ্যুক লোকদের উপর হওয়া আযাবের প্রসঙ্গ টেনে বলেন- 'অত:পর আমাকে এমন ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হল, যারা শায়িত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথার পাশে অন্য ব্যক্তি হাতে কেঁচি নিয়ে মুখের দুপাশের চামড়াগুলো চক্ষু পর্যন্ত কেটে যাচ্ছিল।

একপাশ কাটার পর অপর পাশ কাটা শেষ হওয়ার পূর্বেই আগের পাশ ভাল হয়ে যেত। আমি আমার সঙ্গে থাকা দুই ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম। এরা কারা? তারা আমাকে বলল, এরা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো। এটা তাদের শাস্তি। কেয়ামত হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এ আচরণই করা হবে।

[বুখারী-১৩৮৬ সামুরা ইবনে যুনদুব رضي الله عنه]

মিথ্যা বলা এতটাই খারাপ যে, এতে ফেরেশতাদেরও কষ্ট হয়। নবীজী ইরশাদ করেন-

إذا كَـذَبَ الـعَبْـدُ كِـذْبَةً تَبـاعَدَ عنهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ تَنْتِنِ ما جاءَ بِه

অর্থ: বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশতাগণ মিথ্যার দূর্গন্ধের কারণে তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। সুতরাং মিথ্যা কথা বলা হতে বেঁচে থাকা খুব জরুরী। যদি আমরা মিথ্যা বলি, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতে এর ক্ষতি আমাদেরকে বহণ করতে হবে। এবং আল্লাহর কঠিন আযাবে পতিত হতে হবে। এমনিভাবে কানে শুনা কথাকে যাচাই-বাছাই ছাড়া বলে দেয়া উচিত নয়: কারণ এর কারণে কখনো মানুষ মিথ্যায় পতিত হয়ে যায়। নবীজি ইরশাদ করেছেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থ: কোনো ব্যাক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শুনা কথাই (যাচাই ছাড়া) বর্ণনা করে দেয়।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১১ (ঈমানিয়্যাত প্রসঙ্গ) আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে যেসব বিধিবিধান মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন; সেগুলো মেনে চলা আমাদের জন্য জরুরী। এর পরিপন্থি জীবন যাপন এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ আমাদের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনবে। এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মানুষের উপর যে বিভিন্ন রকমের মহামারী, বিপদ-বালামসিবত আসে তা আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহের পরিণতিতেই আসে। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, বান্দার উপর যে কঠিন কিংবা হালকা-পাতলা বিপদ আসে, তা তার গুনাহের কারণে আসে। আর অনেক গুনাহকে তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। [তিরমিযী-৩২৫২ আবু মূসা আশআরী رضي الله عنه]

বৃষ্টি, যা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। এটা আমাদের গুনাহের কারণে থেমে যায়, যখন গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী হতে থাকে, তখন আল্লাহ বৃষ্টি দেয়া বন্ধ করে দেন। নবীজি আরো বলেন, যখন শাসকগণ অত্যাচার করতে থাকে; তখন বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়। [হুলিয়অতুল আউলিয়া-৫/২০০]

পূর্ববর্তী জাতির উপরও আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আযাব এসেছিল। যেমন, হযরত নূহ আ. এর কওম যখন শিরক, মিথ্যা ইত্যাদি পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন হযরত নূহ আ. তাদেরকে খুব বুঝালেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য বললেন, পাপাচার ছেড়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করে জীবন যাপনের জন্য বললেন। হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতিত কেউ তার কথা মানলো না। আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করল, তখন আল্লাহ তাদের উপর আযাব পাঠালেন। একটি ভয়াবহ মহাপ্লাবন

deeniyat

হল এবং তাতে ডুবে মরে ধ্বংস হয়ে গেল একটি অবাধ্য-পাপাচারী জাতি। এমনিভাবে হযরত লূত আ. এর কওম যখন আল্লাহর নাফারমানী করল, বিভিন্ন রকমের গুনাহ ও মন্দ কাজে লিপ্ত হল, তখন হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসার জন্য বললেন- তারা মানলো না। পাপাচার ও অবাধ্যতায় সীমা লংঘন করে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ.কে পাঠিয়ে গোটা বস্তীকে আসমান পর্যন্ত শূন্যে তুলে যমীনের উপর উপুড় করে ফেলে তার উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের ধ্বংস করে দিলেন। এমন ভয়াবহ শাস্তি দিয়েই তাদের শায়েস্তা করা হয়েছিল। আজকাল মাটি খুড়ে যেসব বিলুপ্ত পোড়াবাড়ী বা জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এসব জনপদ পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমেরই জনপদ। এগুলোকে আল্লাহ মাটি চাপা দিয়ে রেখেছেন। সেসব ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা উচিত। যেন আল্লাহর আযাব আমাদের উপর পতিত না হয়। নবীজি ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহর নাফরমানী ব্যাপক হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর আযাব আসবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, যখন জাতীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বানানো হবে, আমানতের মালকে গনীমতের মাল এবং যাকাত কে বোঝা মনে করা হবে, ইলমে দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের জন্য শিখা হবে, লোকেরা পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করে স্ত্রীদের আদেশ মানতে শুরু করবে, বাবাকে দূরে সরিয়ে বন্ধুদের কাছে টেনে নেয়া হবে মসজিদে কথার আওয়াজ উঁচু হয়ে যাবে, গোত্রের সবচেয়ে খারাপ লোকটি তাদের নেতা নির্বাচিত হবে, সমাজের নিকৃষ্ট লোকটিকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সম্মান

করা শুরু হবে, নর্তকী, নাচ-গান ব্যাপক হয়ে যাবে, মদ পানও ব্যাপক হয়ে যাবে, উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের উপর লা'নত করবে, তখন লাল ধূলী ঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ওপাথর বৃষ্টির অপেক্ষা করো এবং এমনিভাবে এ জাতীয় আরো নিদর্শনসমূহের অপেক্ষায় থেকো, এগুলো এমনভাবে একের পর এক আসতে থাকবে, যেভাবে তাসবীহ এর মালা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক গড়িয়ে পড়ে । [তিরমিযী-২২১১ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১২ (ইবাদত প্রসঙ্গে) মসজিদের সম্মান

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদের আদব সম্মান করা খুব জরুরী। এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা পরহেজগারী ও খোদাভীরুতার আলামত। মসজিদের একটি আদব হল, মসজিদে প্রবেশ করার সময় সালাম করা: শর্ত হলো মসজিদে কেউ জিকির কিংবা দরসে লিপ্ত না থাকা। আর যদি মসজিদে কেউ না থাকে, তাহলে এভাবে সালাম করবে-

السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عبادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ

অর্থ: আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। [শুআবুল ঈমান-৮৮৩৬-ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

মসজিদে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করতে থাকবে। মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা, লেনদেন, বেচা-কেনা, কিংবা হারানো বস্তুর ঘোষণা না করা। আল্লাহর জিকির ব্যতিত অন্য কোনো বিষয়ে আওয়াজ উঁচু করবে না। মানুষের গর্দান ডিঙিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

জায়গার জন্য কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না। কাতারে কারো জন্য জায়গা সংকোচিত করবে না। নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে না। মসজিদে থুথু ফেলা, আঙ্গুল ফোটানো থেকে বিরত থাকবে। যে কোনো ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা। অবুঝ শিশু ও পাগলদের মসজিদে আসতে দিবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তোমাদের মসজিদকে অবুঝ শিশু ও পাগলদের থেকে দূরে রাখ (অর্থাৎ তাদেরকে মসজিদে আসতে দিও না)। ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ চৈ ইত্যাদি মসজিদে করবে না। [ইবনে মাজাহ-৭৫০ ওয়াসিলা বিন আছকা رضي الله عنه]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন- একটা সময় এমন আসবে যে,মসজিদে দুনিয়াবী কথা হবে, তোমরা তাদের পাশেও বসো না, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

[শুআবুল ঈমান-২৯৬২ হাসান বসরী رضي الله عنه]

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৩ (মুআমালাত প্রসঙ্গ) হালাল রুযীর ফায়দা ও বরকত

মানুষ জীবন যাপনের জন্য বহু জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। যেমন, সতর ঢাকার জন্য পোশাক লাগে, বসবাসের জন্য ঘর লাগে, বেঁচে থাকার জন্য ভাত-পানি লাগে। বুঝা গেল ঘর, পোশাক, ভাত-পানি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যারা আল্লাহকে চিনে না, আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না, তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হালাল-হারামের পরোয়া করে না। এ কারণে তারা সুদও খায় আবার মদও পান করে। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎও করে আবার ব্যবসায় ধোকাও দেয়। কিন্তু যারা ঈমানদার তাদের জন্য হালাল বস্তু

ব্যবহার করা ও হারাম বস্তু পরিহার করা ফরয। বিশেষ করে নিজের উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা খুবই জরুরী। সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে যে, এই পেটে যেন কেবল হালাল খাবারই প্রবেশ করে, হারাম খাবার যেন প্রবেশ করতে না পারে। নবী কারীম ﷺ বলেন, ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এ কারণেই হাদীসে হালাল রুযীর তালাশ করা ফরয করে দেয়া হয়েছে। এই হালাল রুযীতে সীমাহীন ফায়দা ও বরকত রয়েছে। হালাল রুযীর বরকতে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় এবং নেক আমলের তাওফীক নসীব হয় এবং দু'আ কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। তারপর বলেন, নিশ্চয়ই (হালাল খাওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরদের যে আদেশ দিয়েছিলেন যে, হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আমল কর,- সেই হুকুমই মুমিনদের দেয়া হয়েছে যে, হে ঈমানদার বান্দারা! আমি যে পবিত্র বস্তু তোমাদের দিয়েছি, সেখান থেকে খাও!- এরপর নবীজি এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যে দীর্ঘ সফরে বের হল, তার চুলগুলো এলোমেলো, গায়ে ধূলাবালি জমে আছে, সে আকাশের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে হে রব, হে রব, বলে দু'আ করছে- তো এই লোক দু'আ তো করছে; কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পান করা হারাম, পোশাক হারাম এবং সমস্ত দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা সুসজ্জিত পরিপুষ্ট। এমতাবস্থায় তার দু'আ কীভাবে কবুল হবে?

[মুসলিম-২৩৯৩ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

হাদীসের ব্যাখ্যা হল, সাধারণত মুসাফির এবং পেরেশান বিপদগ্রস্ত মানুষের দু'আ কবুল হয়; কিন্তু কেবলমাত্র হারাম

deeniyat

পানাহারের কারণে তার দুআ প্রত্যাখ্যান করা হয়। আজ বহুলোক দু'আ কবুল না হওয়ার অভিযোগ করে, তাদের উচিত সর্বপ্রথম তারা নিজের অবস্থার দিকে তাকাবে, হারাম উপার্জন হচ্ছে কিনা, হারাম উপার্জন যদি থাকে তাহলে তার দু'আ কবুল হবে না।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৪ (মুআশারাত প্রসঙ্গ) কথাবার্তার আদাব

জিহ্বা বাহ্যিকভাবে মুখের ছোট্ট একটি অংশ; কিন্তু মানুষের ভাল-মন্দ আমলের অনেক কিছুই এর উপর নির্ভর করে। মানুষের মিষ্টি কথা ও মার্জিত ভাষা বিচ্ছিন্ন হৃদয়গুলোকে একত্রিত করতে পারে। আবার এই জিহ্বার অপব্যবহার ও দায়িত্বহীন উক্তির কারণে পরস্পরের মধুর সম্পর্ককে খান খান করে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই কুরআন ও হাদীসে কথা বলার এমন কিছু আদব ও পদ্ধতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করলে মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুসংহত হয় এবং জিহ্বার অপব্যবহার হতে বাঁচা যায়।

প্রথম আদব: কথাবার্তা সর্বদা নরম ভাষায় বলার চেষ্টা করতে হবে। কারণ নম্র ব্যবহার নরম মেজায অধিকাংশ উত্তম কাজের ভিত্তি হয়। এ কারণেই নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "যাকে নম্রতা ও কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে,তাকে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।" [মুসলিম-৬৭৬৫ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه]

দ্বিতীয় আদব: যখন কাউকে কোনো কথা বুঝাতে হবে, তখন কথা থেমে থেমে বলতে হবে, যেন শ্রোতারা ভাল করে বুঝতে পারে। হযরত আয়শা رضي الله عنها বলেন, নবীজির কথাগুলো পৃথক পৃথক হত, প্রত্যেক শ্রোতাই তা খুব সহজে বুঝে নিত।[আবু দাউদ-৪৮৩৯ আয়শা رضي الله عنها]

তৃতীয় আদব: কথার শব্দ অধিকাংশ সময় ছোট আওয়াজ ও উপযুক্ত ভঙ্গিতে হতে হবে। অনুপযুক্ত স্থানে চিৎকার করে কথা বলা মূর্খতা ও বোকামীর পরিচয় বহন করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত লোকমান আ. এর ভাষায় কথা বলার পদ্ধতি এভাবে শিখিয়েছে-"নিজের আওয়াজকে নিচু রাখ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ"। (আর গাধার আওয়াজ খুব বিকট হয়) [সূরা লকমান-১৯]

চতুর্থ আদব: কথা সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ হতে হবে। কারণ শ্রোতা লম্বা কথা শুনার কারণে বিরক্ত হয়ে যায়। একবার এক ব্যক্তি লম্বা খুৎবা দিল। হযরত আমর ইবনূল আছ رضي الله عنه শুনে বললেন, 'লোকটি যদি খুতবা সংক্ষিপ্ত করত, তবে ভাল হত। কারণ আমি নবী কারীম ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে'। কারণ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি উত্তম। [আবু দাউদ-৫০০৮]

পঞ্চম আদব: কথাকে সর্বদা গীবত-অপবাদ, বকাঝকা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা-বিদ্রুপ হতে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ হাদীসে এসব হতে বেঁচে থাকার জন্য খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ জাতীয় প্রক্রিয়াকে অবলম্বনকারীদের ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক আদব রয়েছে, যেগুলো গ্রহণ করা এবং দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরী। যে ব্যক্তি ঐ সব বিষয় আমল করে,তার সম্পর্কসমূহ ভাল রাখবে, এতে পরস্পরে সম্প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, এবং পরস্পরের মতভেদ ও কোন্দল দূর হয়ে যায়।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৫ (আখলাকিয়্যাত প্রসঙ্গ) রাস্তা হতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরানো

আমাদের দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত ভাল ধর্ম। এটি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ে ও আমাদের আলোর পথ দেখায়। ইসলামে রাস্তা, পথ-ঘাট পরিষ্কার; বিশেষ করে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সওয়াবের কাজ। হযরত আবু বারযাহ আসলামী رضي الله عنه নবী কারীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু একটি শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হব। উত্তরে তিনি বললেন, মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও। [মুসলিম-৬৮৩৯ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

অন্য হাদীসে নবীজি ইরশাদ করেন-

وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

অর্থঃ মানুষের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সদকা। যারা পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্নবান হয় এবং প্রত্যেক এমন বস্তু পথ থেকে সরিয়ে দেয় যা অতিক্রমকারী পথিককে কষ্ট দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাদের বিশাল সওয়াব দান করেন। একবার আমাদের নবী কারীম ﷺ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন- এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পথে দেখল- একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল রাস্তায় পড়ে আছে সে মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর নিয়তে ডালটি রাস্তা থেকে তুলে একপাশে নিক্ষেপ করল। তার এই আমল আল্লাহ এতো পছন্দ করলেন যে, তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[মুসলিম-৬৮৩৫ আবু হুরায়রা رضي الله عنه]

আমাদেরও এর উপর আমল করা উচিত। যদি পথে কোনো অপরিষ্কার বস্তু বা কোনো কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকতে দেখি। যেমন- কাঁটা, পাথর, কাঁচ, পেরেক বা ধারালো ব্লেড অথবা কলা বা ফলের ছিলকা যাতে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার বা উষ্ঠা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; তাহলে সেটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিব,

deeniyat

যেন পথচারীদের কোন কষ্ট না হয়। এটি অনেক বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৬ (ঈমানিয়্যাত প্রসঙ্গ) দ্বীন ইসলাম

ইসলাম হল স্বভাবজাত ধর্ম। এটি আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন। এটি প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের দিকনির্দেশনা করছে। এবং আমাদেরকে সরল পথের দিশা দিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ এক। তার কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। তার কোন পিতা-মাতা ; তার কোন সন্তান নেই। তিনি সর্বদা ছিলেন সর্বদা থাকবেন। তিনি অমুখাপেক্ষী। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাত বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। তাঁর পরে যদি কেউ নবুওয়াতের দাবী করে তাহলে সে মিথ্যাবাদী-প্রতারক। এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর শেষ কিতাব; যা মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এখন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের দ্বীন শুধু 'ইসলাম'। একে আঁকড়িয়ে ধরার মাঝেই দ্বীন- দুনিয়ার সফলতা। এটাই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো দ্বীন বা ধর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করছেন-

اِنَّ الدِّيۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ

অর্থ: নিশ্চয় (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন আল্লাহর নিকট শুধুই ইসলাম।

[সূরা আলি ইমরান-১৯]

deeniyat

একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছেঃ হুজুর ﷺ বলেছেন সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ তা'আলা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া এমন এক গুনাহ, যা আল্লাহ তা'আলা তাকে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে এর সাজা দিয়ে থাকেন [শুয়াবুল ঈমান ৭৮৯০]

অন্য একটি হাদিসে হুজুর ﷺ বলেছেন

وايــاكــم وعــقــوق الــو الــدين, فان ريح الجنة يو جد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق

অর্থ: পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাক, কেননা জান্নাতের সুগ্রাণ এক হাজার বৎসর দূরুত্ব থেকে অনুভব হবে, আল্লাহর কসম! পিতা-মাতার অবাধ্যকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ ও পাবেনা ।

এ কারণে আমাদেরকে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া থেকে এবং তাদেরকে কোন ধরনের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত । আর যদি আমরা পিতা মাতাকে কোন ধরণের কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, ইহকালে ও পরকালে আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন ।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২৫ (আখলকিয়্যাত প্রসঙ্গ) গালমন্দ থেকে বাঁচা

ইসলাম মুখের হিফাযত করা ও তার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়। একজন খাটি পাক্কা মুমিন বান্দার শান হল, সে নরম মেজায ও কোমলভাষী হবে, তার মুখ থেকে নোংরা কথা, গালমন্দ এবং উত্তম চরিত্র পরিপন্থী কোন শব্দই বের হবে না। সে কাউকে তিরষ্কারও করবে না। কাউকে অভিশাপও দিবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, মুমিন বান্দা, তিরস্কারকারী, নোংরা কথা উচ্চারণকারী ও লজ্জাহীন হতে পারে না।'

[তিরমিযী-১৯৭৭ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সাহাবায়ে কেরাম নিজের মুখের খুব হেফাযত করতেন। কখনো অশ্লীল কথা নিজের মুখ দিয়ে বের করতেন না। হযরত জাবের বিন সুলাইম رضي الله عنه বলেন, আমি যখন মদীনায় এলাম, দেখলাম একজন বড় ব্যক্তিত্ব। সবাই তাকে মান্য করেন। আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা বলল, ইনি আল্লাহর রসূল! আমি নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে বললাম 'আলাইকাস সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ'-দুবার এভাবে বললাম। তিনি আমাকে বললেন- 'আলাইকাস সালাম' বলো না। কারণ 'আলাইকা' মৃতদের জন্য বলা হয়, তুমি 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে। আমি বললাম- আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি এমন আল্লাহর রাসূল, যিনি এমন ক্ষমতাবান, যদি তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিকট দু'আ করো, তাহলে তিনি তোমাদের বিপদ দূর

করে দেন। যদি তোমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হও, তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের জন্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন করে দিবেন। যদি তোমরা এমন মরুভূমিতে থাক, যেখানে ঘাস-পানি ও জনবসতি কিছুই নেই, এবং এমন কঠিন মুহূর্তে তোমার সাওয়ারী হারিয়ে যায়-তারপর তুমি তার নিকট দু'আ কর - তাহলে তিনিই তোমার সাওয়ারী ফিরিয়ে দেন। আমি বললাম: আমাকে কিছু নসীহত করুন! তিনি বললেন, কাউকে গালমন্দ করো না। হযরত জাবের বিন সুলাইম رضي الله عنه বললেন, এরপর থেকে আমি আর কখনো একটি প্রাণী; চাই মানুষ হোক বা জীব জন্তু গোলাম হোক কিংবা আযাদ উট হোক কিংবা বকরী- কাউকে একটি গালিও দেয়নি। এরপর তিনটি নসীহত করে বললেন, যদি কেউ তোমাকে গালি দেয়, তোমাকে এমন দোষে দোষী স্যাস্ত করছে, যা তোমার মধ্যে আছে, তাহলে তুমি তার মধ্যে বিদ্যমান দোষটির জন্য তাকে লজ্জা দিওনা। তাকে দোষারোপ করো না। কারণ তার প্রতিফল তো তার উপর থাকবে। [আবু দাউদ-৪০৮৪ জাবের رضي الله عنه]

চিন্তা করুন! এই হাদীসে কতটা কঠোরভাবে গালি দেয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে। যেই সাহাবীকে নিষেধ করা হয়েছে, তিনি কখনো কোনো মানুষকে; এমনকি কোনো পশুকেও গালি দেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও তাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১০ দশম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

৫- ভাষা

[আরবি]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আরবি বিষয়বস্তুতে গণনা, সপ্তাহ ও মাসের নামসমূহ, পানাহারের জিনিসমূহের নাম, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম এবং আরবি বিবিধ বিষয়সমূহ একত্রিত করা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত কোর্সটিকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবি ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল সহজ শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করাতে হবে। শব্দের শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে পড়তে হবে। যেমন, سَيَّارَةٌ কে سَيَّارَهْ পড়তে হবে। এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে-পিছে করে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আরবি ঃ আরবের ভাষাকে "আরবি" বলে।

কুরআন ঃ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا [সূরায়ে ইউসুফ: ২]

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

আরবি ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকা উচিত এবং তা শেখারও চেষ্টা করা উচিত। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম ﷺ এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।

deeniyat

৮

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ১ গণনা أَعْدَادٌ

وَاحِدٌ	১	اِثْنَانِ	২
ثَلَاثَةٌ	৩	أَرْبَعَةٌ	৪
خَمْسَةٌ	৫	سِتَّةٌ	৬
سَبْعَةٌ	৭	ثَمَانِيَةٌ	৮
تِسْعَةٌ	৯	عَشَرَةٌ	১০

deeniyat

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ২ **গণনা** **أَعْدَادٌ**

১২	اِثْنَا عَشَرَ	১১	أَحَدَ عَشَرَ
১৪	أَرْبَعَةَ عَشَرَ	১৩	ثَلَاثَةَ عَشَرَ
১৬	سِتَّةَ عَشَرَ	১৫	خَمْسَةَ عَشَرَ
১৮	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ	১৭	سَبْعَةَ عَشَرَ
২০	عِشْرُوْنَ	১৯	تِسْعَةَ عَشَرَ

১ প্রথম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

٨

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ৩ দশক সংখ্যাসমূহ عَشَرَات

২০	عِشْرُوْنَ	১০	عَشَرَةٌ
৪০	أَرْبَعُوْنَ	৩০	ثَلَاثُوْنَ
৬০	سِتُّوْنَ	৫০	خَمْسُوْنَ
৮০	ثَمَانُوْنَ	৭০	سَبْعُوْنَ
১০০	مِائَة	৯০	تِسْعُوْنَ

সবক ঃ ৪ أَيَّامُ الْأُسْبُوْعِ সপ্তাহের দিনসমূহ

সোমবার	يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ	রবিবার	يَوْمُ الْأَحَدِ
বুধবার	يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ	মঙ্গলবার	يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ
শুক্রবার	يَوْمُ الْجُمُعَةِ	বৃহস্পতিবার	يَوْمُ الْخَمِيْسِ
শনিবার	يَوْمُ السَّبْتِ		

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

আরবি

deeniyat

সবক ঃ ৫ মাসসমূহ اَلْأَشْهُرُ

১	مُحَرَّمُ الْحَرَامِ
২	صَفَرُ الْمُظَفَّرِ
৩	رَبِيْعُ الْأَوَّلِ
৪	رَبِيْعُ الثَّانِيْ
৫	جُمَادَى الْأُوْلٰى
৬	جُمَادَى الثَّانِيَةِ
৭	رَجَبُ الْمُرَجَّبِ
৮	شَعْبَانُ الْمُعَظَّمِ
৯	رَمَضَانُ الْمُبَارَكِ
১০	شَوَّالُ الْمُكَرَّمِ
১১	ذُوالْقَعْدَةِ الْحَرَامُ
১২	ذُوالْحِجَّةِ الْحَرَامُ

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ৬ বিবিধ

না	لَا	জী, হ্যাঁ	نَعَمْ
গাড়ি, কার	سَيَّارَةٌ	বাস	حَافِلَةٌ
ধন্যবাদ	شُكْرًا	অসুস্থ	مَرِيْضٌ
পাসপোর্ট	جَوَازٌ	বিমানবন্দর	مَطَارٌ
এটা কি?	أَيْشْ هٰذَا؟	হোটেল	فُنْدُقٌ
পয়সা কোথায়?	أَيْنَ فُلُوْسٌ؟		

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

٨

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ৭ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য مَأْكُوْلَاتٌ وَمَشْرُوْبَاتٌ

مَاءٌ	পানি	خُبْزٌ	রুটি
بَطَاطِسٌ	আলু	سُكَّرٌ	চিনি
عَصِيْرٌ	রস	تَمْرٌ	খেজুর
أَرُزٌّ	চাল	مِلْحٌ	লবন
بَيْضَةٌ	ডিম	فِلْفِلٌ	মরিচ, ঝাল
إِدَامٌ	তরকারী	لَحْمٌ	গোস্ত
سَمَكٌ	মাছ	بَصَلٌ	পিয়াজ

deeniyat

৭

৫- ভাষা

[আরবি]

শষা (কাকড়)	قِثَّاءٌ	কদু (লাউ)	دُبَّاءٌ
মধু	عَسَلٌ	গাজর	جَزَرٌ
টমেটো	طَمَاطِمٌ	রসুন	ثُوْمٌ
বেগুন	بَاذِنْجَانٌ	গম	قَمْحٌ
আনার	رُمَّانٌ	আপেল	تُفَّاحٌ
মালটা	بُرْتُقَالٌ	আঙ্গুর	عِنَبٌ
কলা	مَوْزٌ	আম	اَنْبَجٌ

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবি]

আঞ্জির	تِيْنٌ	খরবুজা	بِطِّيْخٌ
চিকু	شُفَاطَةٌ	জাইতুন	زَيْتُوْنٌ

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবেন | তারিখ | শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৮ ব্যবহারিত জিনিসসমূহ

জামা	قَمِيْصٌ	টুপি	قَلَنْسُوَةٌ
ঘড়ি	سَاعَةٌ	পায়জামা	سَرْوَلَةٌ
ব্যাগ	حَقِيْبَةٌ	মোবাইল	جَوَّالٌ

সবক ঃ ৯ শরীরের অঙ্গপতঙ্গসমূহ

চক্ষু	عَيْنٌ	মাথা	رَأْسٌ

deeniyat

৯

৫- ভাষা

[আরবি]

মুখ	فَمٌ	কান	أُذْنٌ
পা	رِجْلٌ	হাত	يَدٌ
মুখ মণ্ডল	وَجْهٌ	কপাল	نَاصِيَةٌ
গলা	جِيْدٌ	কাঁধ	مَنْكِبٌ
কনুই	مِرْفَقٌ	বাহু	عَضُدٌ
পায়ের পাতা	قَدَمٌ	নাভি	سُرَّةٌ
জিহ্বা	لِسَانٌ	নখ	ظُفُرٌ
নাক	اَنْفٌ	চুল	شَعْرٌ

deeniyat

ঘাড়	عُنُقٌ	দাঁত	سِنٌّ
আঙ্গুল	اِصْبَعٌ	হৃদপিণ্ড	ظَهْرٌ
পেট	بَطْنٌ	বুক	صَدْرٌ
টাকনু	كَعْبٌ	কব্জি	رُسْغٌ

4 চতুর্থ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১০ রং-এর নামসমূহ

লাল	اَحْمَرُ	সাদা	اَبْيَضُ
কালো	اَسْوَدُ	হলদে বর্ণ	اَصْفَرُ
নীল	اَزْرَقُ	সবুজ	اَخْضَرُ

deeniyat

সবক ঃ ১১ বিবিধ শব্দ

أَنَا	আমি	أَنْتَ	আপনি
هٰذَا	এই	ذٰلِكَ	ঐ
نَحْنُ	আমরা	هُمْ	ওরা
عَفْوًا	ক্ষমা করা	تَعْبَانُ	ক্লান্ত
أَعْطِنِي	আমাকে দাও	كَمْ نَفَرٌ؟	কতজন মানুষ
تِلِفُوْنُ	ফোন	رَقْمُ تِلِفُوْنَ	ফোন নং

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবেন | তারিখ | শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ১২ দিকসমূহ اَلْجَوَانِبُ

উপর	فَوْقٌ	পূর্ব	شَرْقٌ
নিচ	تَحْتٌ	পশ্চিম	غَرْبٌ
সামনে	قُدَّامٌ	উত্তর	شِمَالٌ
পিছনে	خَلْفٌ	দক্ষিণ	جُنُوْبٌ

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

বিবিধ পেশা شُغْلٌ مُخْتَلِفٌ

ডাক্তার	طَبِيْبٌ	শিক্ষক	مُدَرِّسٌ
কর্মচারী	عَامِلٌ	অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপ্যাল)	مُدِيْرٌ
ইঞ্জিনিয়ার	مُهَنْدِسٌ	অধ্যাপক (প্রফেসর)	اُسْتَاذٌ
নার্স	مُمَرِّضٌ	ছাত্র	طَالِبٌ
বিক্রেতা	بَائِعٌ	ছাত্রী	طَالِبَةٌ

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৩ রাষ্ট্র ও মন্ত্রী اَلدَّوْلَةُ ـ وَالْوُزَرَاءُ

دَوْلَةٌ	রাষ্ট্র	وَزِيْرُ الْاَنْبَاءِ	তথ্যমন্ত্রী
حُكُوْمَةٌ	সরকার	وَزِيْرُ الصَّنَاعَةِ	শিল্পমন্ত্রী
رَئِيْسُ الدَّوْلَةِ	রাষ্ট্র প্রধান	وَزِيْرُ الْمَالِيَةِ	অর্থমন্ত্রী
رَئِيْسُ الْوُزَرَاءِ	প্রধানমন্ত্রী	وَزِيْرُ الزِّرَاعَةِ	কৃষিমন্ত্রী
وَزِيْرُ الدَّاخِلِيَّةِ	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	وَزِيْرُ الدِّيْنِيَّةِ	ধর্মমন্ত্রী
وَزِيْرُ الْخَارِجِيَّةِ	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	وَزِيْرُ التِّجَارَةِ	বাণিজ্যমন্ত্রী
وَزِيْرُ التَّعْلِيْمِ	শিক্ষামন্ত্রী	وَزِيْرُ الْمُوَاصَلَاتِ	যোগাযোগমন্ত্রী
		وَزِيْرُ الصِّحَّةِ	স্বাস্থ্যমন্ত্রী

৭ সপ্তম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ১৪ বিবিধ প্রশ্ন

مَاسْمُكَ	তোমার নাম কি?
مَاشُغْلُكَ	তোমার পেশা কি?
مَااسْمُ اَبُوْكَ	তোমার আব্বুর নাম কি?
مَاشُغْلُ اَبُوْكَ	তোমার আব্বুর পেশা কি?
مَادِيْنُكَ	তোমার ধর্ম কি?
مَاذَاتَقْرَأُ	তুমি কি পড়?
فِىْ أَىِّ مَدْرَسَةٍ تَقْرَأُ	তুমি কোন স্কুলে পড়?
فِىْ أَىِّ صَفٍّ تَقْرَأُ	তুমি কোন ক্লাসে পড়?
مَاتَشْتَهِىْ	তুমি কি চাও?
مَتٰى تَرْجِعُ	তুমি কখন ফিরবে
اَيْنَ اَبُوْكَ	তোমার আব্বু কোথায়?

৮ অষ্টম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৫ বিবিধ প্রশ্ন

তোমার আম্মু কোথায়?	اَيْنَ اُمُّكَ
তোমার বই কোথায়?	اَيْنَ كِتَابُكَ
তোমার কলম কোথায়?	اَيْنَ قَلَمُكَ
তোমার খাতা কোথায়?	اَيْنَ كُرَّاسَتُكَ
তোমার টুপি কোথায়?	قَلَنْسُوَتُكَ
তোমার জামা কোথায়?	اَيْنَ قَمِيْصُكَ
তোমার জুতা কোথায়?	اَيْنَ حِذَائُكَ
তোমার স্কুল কোথায়?	اَيْنَ مَدْرَسَتُكَ
তোমার কলেজ কোথায়?	اَيْنَ كُلِّيَّتُكَ
হাসপাতাল কোথায়?	اَيْنَ مُسْتَشْفٰى
তোমার অধ্যাপক কোথায়?	اَيْنَ اُسْتَاذُكَ

৯ নবম মাসে পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

শিক্ষার্থীদের নামাযের তালিকা

বাৎসরিক নামাযের তালিকা

ফজর-ফ | যোহর-যো | আসর-আ | মাগরিব-ম | ইশা-ই

যদি নামায আদায় করে থাকে তাহলে
এই ✓ চিহ্ন লাগিয়ে দিন যেমন। ফ

যদি ক্বাযা করে তাহলে এই ○ চিহ্ন লাগিয়ে দিন। আ

এবং যদি ক্বাযা না করে থাকে তাহলে কোন চিহ্ন লাগাবেন না। ম ই

তারিখ হিসাবে উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী চিহ্ন লাগাবেন। যে নামাযটি সময় মত পড়েনি তা পড়ার ফযীলত বলে উদ্বুদ্ধ করুন এবং যে নামাযটি আদৌ পড়েনি তার ক্বাযা আদায় করিয়ে নিন। এবং প্রতি মাসের শেষে স্বাক্ষর করে দিন।

হাজিরা চার্টের নিয়ম

শিক্ষার্থীদের হাজিরা করার জন্য একটা ঘর দেওয়া আছে,যদি উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ ঘরে ح লাগিয়ে দিন,আর যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে غ লাগিয়ে দিন।

নামাযের তালিকা

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

নামাযের তালিকা

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

নামাযের তালিকা

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

আগস্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

নামাযের তালিকা

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা

মাস	মোট শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

deeniyat

নোট বুক

deeniyat

দীনিয়াত প্রাইমারি কোর্স

শিশু শ্রেণি

প্রথম শ্রেণি

দ্বিতীয় শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণি

চতুর্থ শ্রেণি

পঞ্চম শ্রেণি

এই কোর্সটি প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে ধারাবাহিকভাবে নার্সারি/ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে। অথবা দীনিয়াত মাকতাবে এসে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় পড়ে কোর্সটি সম্পন্ন করবে।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য দীনিয়াতের রয়েছে গুরত্বপূর্ণ তিনটি কোর্স। যথা:-

১. Deeniyat primary course (দীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স) এই কোর্সটি প্রাইমারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি প্রাইমারী স্কুল ও কিন্ডার গার্ডেনের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হলে স্কুল শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-কিশোররা বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি ২৩ টি সূরা, ৭টি কলেমা, ৩৮টি মাসনুন দু'আ, ১৩টি কর্মের সুন্নাত পদ্ধতি, অর্থসহ ৪০টি হাদিস, আল্লাহর ৯৯টি নাম মুখস্থ করতে পারবে।

তাছাড়াও ইসলামী মৌলিক আকীদা, নামাযের দু'আ ও পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনের জরুরি মাসাইল, প্রিয় নবীজী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইসলামী জ্ঞান ও শিষ্টাচার আরবী ভাষা ইত্যাদি শিখতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

দীনিয়াত বয়স্ক কোর্স

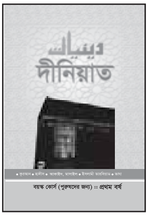

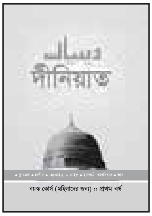

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'দীনিয়াত বয়স্ক কোর্স'। বিভিন্ন ব্যস্ততার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে এবং বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়, মৌলিক ইবাদাত সমূহের জরুরি মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

deeniyat

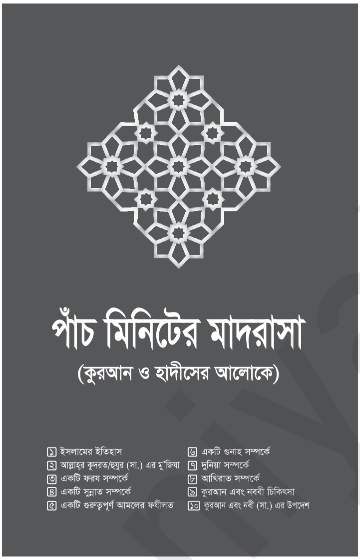

পাঁচ মিনিটের মাদরাসা

এ কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি ইসলামী মাস ও দিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। এই কিতাবটি ঘরে, মসজিদে বা অফিসে তা'লীম করলে অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে এবং সময় উপযোগী আমল করতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ।

কিতাবে উল্লেখিত ১০টি বিষয়

১ ইসলামের ইতিহাস
২ আল্লাহ্‌র কুদরত/হুযুর (সা.) এর মু'জিযা
৩ একটি ফরয সম্পর্কে
৪ একটি সুন্নাত সম্পর্কে
৫ একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের ফযীলত
৬ একটি গুনাহ সম্পর্কে
৭ দুনিয়া সম্পর্কে
৮ আখিরাত সম্পর্কে
৯ কুরআন এবং নববী চিকিৎসা
১০ কুরআন এবং নবী (সা.) এর উপদেশ

deeniyat

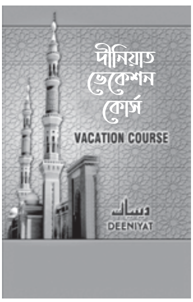

দীনিয়াত ভেকেশন কোর্স

দীনিয়াত ভেকেশন কোর্স

স্কুল কলেজ ও ভার্সিটিতে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতকালীন একাডেমিক ছুটিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে দীনিয়াত "ভেকেশন কোর্স" বা ফরযে আইন কোর্স।

এই কোর্সটি পড়তে পারলে অতি অল্প সময়ে তারা নামাযের নীয়মাবলী দু'আ ও সূরাসমূহ শিখার পাশাপাশি, দ্বীনের মৌলিক আকীদা, মাসায়েল এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এতে দ্বীনের উপর চলা তাদের জন্য সহজ হবে।

হেফাযতের দু'আ

হেফাযতের দু'আ

হুযুর সা. কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতসমূহের ফযীলাত বর্ণনা করেছেন। এই বইটিতে ঐ সকল আয়াত ও দু'আসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো মানুষের হেফাযাত ও নিরাপত্তার মাধ্যম। ইনশাআল্লাহ, ইয়াকিনের সাথে এ আয়াত ও দু'আসমূহের আমল করলে প্রত্যেক মুমিন তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর বাণী

বাংলাদেশের ৬৮-হাজার গ্রামে ৬৮-হাজার কুরআনী মাকতব প্রতিষ্ঠা করুন। মাকতাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দিন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বিজ বুপন করুন

deeniyat

দীনিয়াত হাফেজী কুরআন

দীনিয়াত হাফেজী কুরআন

আপনি আনন্দিত হবেন যে, দীনিয়াত কর্তৃপক্ষ আরবি বিশেষ লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো কুরআন শরীফকে কম্পিউটার কম্পোজ করানো হয়েছে।

যেকোন কুরআন শরীফকে যদি দীনিয়াত কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্ট এমন কিছু বিষয় আপনার দৃষ্টি গোচর হবে, যা বাস্তবেই যুগের চাহিদা অনুপাতে পূর্বেই সংস্কার হওয়া উচিত ছিল। অনেক সময় আমাদের শিশুদেরকে যে আকৃতিতে হরফ শিখানো হয়, যা কুরআন শরীফে এসে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, ফলে ঐসব স্থানে এসে সাধারণ মানুষ এবং শিশুদের অসস্তিতি হয়। ইনশাআল্লাহ তাই দীনিয়াত কুরআন শরীফের মাধ্যমে কুরআন শেখানোটা সহজ হবে।

কুরআনের পয়গাম

কুরআনের পয়গাম

এই কিতাবটি তৈরী করা হয়েছে রমযান মাসকে সামনে রেখে। রমযান মাসে তারাবির নামাযে মুসল্লীদের যথেষ্ট উপস্থিতি দেখা যায়। প্রতিদিন হাফেয সাহেব তারাবির নামাযে কুরআনের যে অংশ তেলাওয়াত করনে, সে অংশের সারসংক্ষেপ এই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারাবীর পূর্বে এই কিতাবটি তালিম করলে উপস্থিত মুসল্লীগণ কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আমলের প্রতি উৎসাহিত হবে।

দীনিয়াত শিক্ষা উপকরণ

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর বাণী

সম্মানিত ইমাম ও উলামায়ে কেরাম : আপনারা এ-দেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে মাকতাব প্রতিষ্ঠা করুন। কুরআনের এই খেদমতকে জীবনের মাকসদ বানিয়ে নিন। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে কুরআনের শিক্ষা পৌঁছে দিন। আজিমুশ শান এই বুনিয়াদী কাজের জন্য এক-দুই-টি জীবনের সাধনা নয়, শত জীবনের আজীবন সাধনা দরকার। সুতরাং আপনারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যোগে মাকতব প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে ঈমানী ও জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. বলেছেন, আপনি যদি এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যে আপনার উপার্জনের একটা অংশ দীনি মকতবের জন্যে ব্যয় করা হবে, তাহলে তা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হবে।

মুসলমানের সম্পদের মূল্য ও উপকারিতা এটাই যে, তা ইসলামের কাজে আসবে। আর তা যদি না হয় তাহলে-তো- তা- কারুনের সঞ্চিত ধন এবং দুনিয়ার অপমাণ, আর পরকালের শাস্তির উপকরণ।

[তাকবীরে মুসালসাল, ১৩২, ৪৮৫]

দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং তা জিহাদও

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. ৮ আগস্ট ১৯৭১ ঈ.তে দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের সভায় বলেছেন, মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জন্যে দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মুশরিকদের শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা ও সাধনা করাও সময়ের এটাই এ সময়ের জিহাদ। দীনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সব সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাই জিহাদ। এ কাজকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করুন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন। এ কাজ এ সময়ের জন্যে উঁচু স্তরের তাবলিগ, উঁচু স্তরের জিহাদ এবং উঁচু স্তরের জিকির। [তাকবীরে মুসালসাল, ৩৭৯, ৬৮১]

দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু-কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ-মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দীন পৌঁছানোর চেষ্টা করা।
- মুসলিম বাচ্চাদেরকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও মৌলিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের আদলে গড়ে তুলা।
- প্রতিটি মুসলিম এলাকা এবং মসজিদে দ্বীনিয়াতের আদর্শ মাক্‌তাব প্রতিষ্ঠা করা।
- মাক্‌তাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করা এবং তাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা বিস্তার করা।
- অল্প সময়ে একাধিক মুসলিম বাচ্চাকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও স্কুলে দ্বীনিয়াত কোর্স চালু করা।
- Electronics & Print Media-এর মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।
- প্রতিটি বস্তি, পথশিশু ও বঞ্চিতদের কাছে কুরআনের তালিম পৌঁছানোর চেষ্টা করা।
- সর্বপরী মক্‌তব শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুপাতে সংস্কার, আধুনিকায়ন, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই দ্বীনিয়াতের উদ্দেশ্য।

deeniyat